ধম্মপদ

মূল ও বঙ্গানুবাদ

THE DHAMMAPADA

Text with Bengali Translation

By

Pandita Dharmadhar Mahasthavir,

Tatwabhusan, Abhidhamma, Vinaya, Sutta-Visharad.

BAUDDHA DHARMANKUR SABHA

CALCUTTA

Buddha Era 2498—A.D. 1954.

প্রকাশক—
শ্রীশান্তরক্ষিত স্থবির
বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা,
১, বুদ্ধিষ্ট টেম্পল ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

(২২০০)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) ধর্মাঙ্কুর বুক এজেন্সী
১, বুদ্ধিষ্ট টেম্পল ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

(২) কবিরাজ শ্রীমনমোহন বড়ুয়া কবিভূষণ
সম্পাদক, বৌদ্ধ সমিতি, পূর্ব ধর্মপুর
পোঃ আঃ ধর্মপুর
চট্টগ্রাম, পূঃ পাকিস্তান।

একটাকা।

মুদ্রাকর—
শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর সেন
মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস,
৭, ওয়েলিংটন স্কোয়ার,
কলিকাতা-১৩

উৎসর্গ

বিনাজুরী শ্মশান বিহার-প্রতিষ্ঠাতা, আমরণ শ্মশানবাসী
পূত-চরিত্র আচার-নিষ্ঠ প্রিয়-ভাষী সাধক
বিচিত্র 'ধম্মকথিক' ৺গিরীশচন্দ্র
মহাস্থবির, পরমারাধ্য-উপাধ্যায়
মহোদয়ের পুণ্য-স্মৃতির
উদ্দেশ্যে

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	পাঁচ	১৪। বুদ্ধবগ্‌গো (বুদ্ধ)	৬৭
নিবেদন	দশ	১৫। সুখ ” (সুখ)	৭৩
১। যমকবগ্‌গো (যুগ্মগাথা)	১	১৬। পিয় ” (প্রিয়)	৭৭
২। অপ্পমাদ ” (অপ্রমাদ)	৯	১৭। কোধ ” (ক্রোধ)	৮১
৩। চিত্ত ” (চিত্ত)	১৪	১৮। মল ”(অপবিত্রতা)	৮৫
৪। পুপ্‌ফ ” (পুষ্প)	১৮	১৯। ধম্মট্ঠ ” (ধার্মিক)	৯৩
৫। বাল ” (অজ্ঞ)	২৩	২০। মগ্‌গ ” (মার্গ)	৯৮
৬। পণ্ডিত ” (পণ্ডিত)	২৯	২১। পকিণ্ণক ” (প্রকীর্ণ)	১০৪
৭। অহরন্ত ” (অর্হৎ)	৩৪	২২। নিরয় ” (নিরয়)	১১০
৮। সহস্‌স ” (সহস্র)	৩৭	২৩। নাগ ” (নাগ)	১১৪
৯। পাপ ” (পাপ)	৪৩	২৪। তণ্‌হা ” (তৃষ্ণা)	১২০
১০। দণ্ড ” (দণ্ড)	৪৮	২৫। ভিকখু ” (ভিক্ষু)	১৩১
১১। জরা ” (বার্ধক্য)	৫৫	২৬। ব্রাহ্মণ ” (ব্রাহ্মণ)	১৩৮
১২। অত্ত ” (নিজ)	৫৯	২৭। শব্দার্থ ”	১৫২
১৩। লোক ” (জগত)	৬৩	২৮। গাথাসূচী	১৭৮

বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিত

ভূমিকা

সংস্কৃত সাহিত্যে গীতার যে স্থান, পালি সাহিত্যে ধম্মপদের সেই স্থান। এই দুই গ্রন্থেই ভারতীয় ধর্মজীবনের সংহততম ও উজ্জ্বলতম প্রকাশ ঘটেছে। গীতা মূলতঃ ভাগবত বা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ হলেও এই গ্রন্থের আদর্শ আসলে অসাম্প্রদায়িক ও বিশ্বজনীন; ধম্মপদও তেমনি বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ বলে গণ্য হলেও এই গ্রন্থের নীতি ও বাণী আজ সর্বমানবেরই গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকৃত হয়েছে। গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের বাণীই সংকলিত হয়েছে, এই হচ্ছে প্রচলিত ধারণা। তেমনি বৌদ্ধদের বিশ্বাস ধম্মপদ গ্রন্থখানি বুদ্ধবাণীরই সংগ্রহ। কিন্তু গীতা ও ধম্মপদের ধর্মবাণীগুলি আমরা যে ভাষায় ও ভঙ্গিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব সেই ভাষায় ও ভঙ্গিতেই উপদেশ দিয়েছিলেন, একথা বিশ্বাস করা কঠিন। তবে একথা সত্য যে, এই দুই গ্রন্থে ভারতবর্ষেরই শাশ্বত বাণী সংকলিত হয়েছে। এই বিশেষ মর্যাদার প্রভাবেই এই দুই গ্রন্থ আজ পৃথিবীর প্রায় সব দেশে

ছয়

ওসব ভাষাতেই সমভাবে আদৃত ও অনূদিত হচ্ছে। অথচ যে ধম্মপদ আজ পৃথিবীতে ভারতীয় আদর্শের মর্যাদাবৃদ্ধির সহায়তা করছে, সেই ধম্মপদ ভারতবর্ষেই এক সময়ে প্রায় সম্পূর্ণরূপেই বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল। আধুনিক কালে অবশ্য ধম্মপদ ভারতবর্ষে নূতন করে প্রতিষ্ঠালাভ করতে শুরু করেছে, কিন্তু গীতার সহিত সমকক্ষতা লাভের আশা এখনও বহু দূরবর্তী। অথচ এক সময়ে এশিয়ার চিত্তবিজয়-অভিযানে ধম্মপদ গীতাকে বহু পরিমাণেই অতিক্রম করে গিয়েছিল। অধুনাপূর্ব কালে গীতা ভারতবর্ষের বাইরে খুব বেশি প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেনি। অথচ ধম্মপদ এক কালে সিংহল-ব্রহ্ম-শ্যাম এবং চীন-তিব্বত-তুর্কিস্থান প্রভৃতি এশিয়ার বহু দেশে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল। পরবর্তী কালে যে কারণে বৌদ্ধধর্ম তার উৎপত্তি-ভূমিতে মহিমাভ্রষ্ট হয়েছিল, সে কারণেই ধম্মপদের প্রভাবও সেখানে ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসছিল।

আধুনিক কালে ভারতীয় সংস্কৃতির চর্চার ফলে ধম্মপদ গ্রন্থখানির প্রকৃতি ও প্রভাবের ইতিহাস বহু পরিমাণেই জানা গিয়েছে। সকলেই জানে যে, গীতা পুস্তকখানি মহাভারতের ভীষ্মপর্বের একটি অংশমাত্র। ধম্মপদও তেমনি বৌদ্ধ ত্রিপিটকেরই

অঙ্গবিশেষ। পালি সুত্তপিটকের পাঁচটি নিকায় বা অংশ ; তার পঞ্চমটির নাম খুদ্দক নিকায়। খুদ্দক নিকায় ষোলটি পুস্তকের সমষ্টি ; তার দ্বিতীয় পুস্তকখানিরই নাম ধম্মপদ। ধম্মপদও ক্ষুদ্র, বোধ করি পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম ধর্মগ্রন্থ। অথচ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি আজ বিশ্বমানবের চিত্তকে গভীরভাবে ও নিবিড়ভাবে অধিকার করেছে। কত ভাষায় যে তার অনুবাদ হয়েছে বলা যায় না। প্রাচীন কালেও এই গ্রন্থখানি বহু ভাষাকে আশ্রয় করে আপন প্রভাব বিস্তার করেছিল। সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত এই তিনটি ভারতীয় ভাষাতেই ধম্মপদ সুপ্রচলিত ছিল। কালক্রমে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ধম্মপদ বিস্মৃত ও বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। একমাত্র পালি সাহিত্যেই ধম্মপদ গ্রন্থখানি আবহমানকাল সুরক্ষিত আছে। তাই তার পালি রূপটাই সুপরিচিত হয়েছে। কিন্তু এক সময়ে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ধম্মপদের প্রভাবও কম ছিল না। কিছুকাল পূর্বে মধ্য এশিয়ার মরুভূমি থেকে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ধম্মপদ উদ্ধার করা হয়েছে এবং তা প্রকাশিতও হয়েছে। সংস্কৃত ধম্মপদের নাম 'উদানবর্গ'। এই উদানবর্গ একাধিকবার চীনা ও তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ধম্মপদ গ্রন্থের এইসব বিভিন্নরূপের বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যাবে শ্রীপ্রভাত-

কুমার মুখোপাধ্যায়ের 'ধম্মপদ ও উদানবর্গ' প্রবন্ধে (হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা, ১৯৩১)। ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী-প্রণীত 'বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য' পুস্তকেও সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত ধম্মপদের সংক্ষিপ্ত অথচ সুষ্ঠু পরিচয় আছে। বর্তমান ভূমিকা-লেখকের 'ধম্মপদ-পরিচয়' গ্রন্থে ধম্মপদের রচনাকাল তথা তার ভারতীয় প্রকৃতি, প্রভাব ও গৌরবের ইতিহাস অপেক্ষাকৃত বিশদভাবেই আলোচিত হয়েছে। এস্থলে তার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক।

সুখের বিষয় দীর্ঘকালীন বিস্মৃতির পরে ধম্মপদ আজ আবার আমাদের নবোদ্‌বুদ্ধ চিত্তে আপনার স্থানে প্রতিষ্ঠা লাভের উপক্রম করছে। এই প্রতিষ্ঠাদানে যাঁরা অগ্রণী, তাঁদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চারুচন্দ্র বসু, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও রবীন্দ্রনাথঠাকুরের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁদের পর থেকে বাংলাদেশে ধম্মপদ সম্বন্ধে ঔৎসুক্য ও আলোচনা মন্থর হলেও স্থির গতিতে বেড়ে চলেছে। ফলে, গীতার ন্যায় ধম্মপদেরও বিভিন্ন প্রকারের সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ধর্মাঙ্কুর বিহারের বিহারাধ্যক্ষ, শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির-সম্পাদিত ধম্মপদের সুলভ ও সুবহ সংস্করণটি সাদরে অভিনন্দিত হবার যোগ্য।

নয়

বাংলা ভাষায় ধম্মপদের এমন সুপরিপাটি ও স্বল্পায়তন সংস্করণ আর আছে কিনা জানি না। মূল পালি পাঠের সঙ্গে বিতর্ক-ব্যাখ্যা ও পাণ্ডিত্য-বর্জিত সহজ সরল অথচ মূলানুগ অনুবাদ থাকাতে বইখানি পণ্ডিত-অপণ্ডিত-নির্বিশেষে সব রকম আগ্রহী পাঠকেরই নিত্যসঙ্গী ও নিত্যপাঠ্য হবার উপযোগী হয়েছে। প্রয়োজনমতো স্থলে স্থলে ভারতীয় সাহিত্য থেকে সানুবাদ সদৃশ উক্তি উদ্‌ধৃত করাতে এবং পরিশেষে দুরূহ শব্দের অর্থ দেওয়াতে বইখানির উপযোগিতা বহু পরিমাণে বেড়েছে। এই দুইটি বৈশিষ্ট্যের ফলে শ্লোকগুলির অর্থ গ্রহণ ও তাৎপর্য উপলব্ধির পক্ষে পাঠকের খুবই সহায়তা হবে। আশা করি এই সংস্করণটি পাঠকসমাজে সমাদৃত হবে এবং বাঙালির হৃদয়ে ধম্মপদের মহৎ বিশ্বজনীন আদর্শ প্রতিষ্ঠায় অন্যতম পথিকৃতের কাজ করবে।

বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতন

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

নিবেদন

ধম্মপদ করুণাময় বুদ্ধের মুখ-নিঃসৃত বাণী। নানা ঘটনা উপলক্ষে বিভিন্ন ব্যক্তিকে এই উপদেশাবলী প্রদত্ত হইয়াছিল। মানুষের অধ্যাত্ম জীবনের এমন কোনও সমস্যা নাই যাহার সমাধান ইহার মধ্যে পাওয়া যাইবে না। গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিলে প্রায়শঃই ইহা প্রতীত হইবে যেন আড়াই হাজার বৎসরের পূর্ব্ব-সীমায় উপবিষ্ট সেই ভবিষ্যদ্-দ্রষ্টা পুরুষ আমাদেরই অন্তরের গোপন ভাব, আমাদের অধ্যাত্ম-জীবনের প্রধান অন্তরায়গুলি, আমাদের সাধনমার্গের বাধা-বিপত্তি বিঘ্নসমূহ আবিষ্কার করিয়া সেগুলি মোচন করিবার উপায় প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ মানুষ, মানব মনের চিরন্তন রহস্যগুলির উদ্‌ঘাটন ও উহাদের সুচিন্তিত সমাধান ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। মানব প্রকৃতি দেশকাল-নিরপেক্ষ। অতীতেও ধম্মপদ মানুষের পক্ষে যেরূপ আত্মশুদ্ধি ও সত্যো-পলব্ধির সহায়ক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে বর্তমানেও ইহা সেইরূপই বিবেচিত হইয়া থাকে এবং ভবিষ্যতেও তদ্রূপই হইবে।

এগার

ধম্মপদের প্রতিটি যুক্তি অকাট্য। উপমাগুলি যথাযথ এবং সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবন হইতে আহৃত, সুতরাং অনায়াসবোধ্য। কোন দুরূহ দার্শনিকতত্ত্ব ইহাতে স্থান পায় নাই। সেকারণে ইহা সহজেই মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে। যাহার উপাদেয়তা সম্রাট অশোককে মুগ্ধ ও আমূল পরিবর্তিত করিয়াছিল সে মাধুর্যে কোটি কোটি মানব-হৃদয় তৃপ্তিলাভ করিবে ইহাতে আশ্চর্য কি? শান্তি-সন্ধানী জন-সমাজের জন্য আজিও ইহা অপরিহার্য।

অভিমত

'যদি একটি মাত্র পুস্তককে কেহ সারা জীবনের সাথী করিতে ইচ্ছা করেন, তবে বিশ্বের গ্রন্থাগারে ধম্মপদ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতম পুস্তক পাওয়া অসম্ভব।'

—ভদন্ত আনন্দ কৌশল্যায়ণ কৃত ধম্মপদ-ভূমিকা

'এশিয়া মহাদেশে যদি কোন অমর মহাকাব্য কখনও রচিত হয়ে থাকে তবে সেটি হচ্ছে এই ধম্মপদ। ভারতের ঋষি মনীষীরা যুগ যুগ ধরে যে অতীন্দ্রিয় মহাজীবন গড়ে তুলেছিলেন সেই জীবনের এই চিরন্তন বাণীসমূহ কত হৃদয়ে যে উদ্দীপনার সঞ্চার

করেছে তার ইয়ত্তা নেই। দু-হাজার বছরের রোমক ও খ্রীষ্টান সংস্কৃতির পরে আজিও সেই বাণী কোপেন হেগেন থেকে কেম্ব্রিজ এবং শিকাগো থেকে সেণ্টপিটার্সবার্গ (লেনিনগ্রাদ) পর্যন্ত প্রত্যেক শিক্ষাকেন্দ্রে ইউরোপীয় ও আমেরিকানদের শ্রদ্ধা অর্জন করছে।"

—অধ্যপক—A. J. Edmunds অনূদিত ধম্মপদ ভূমিকা

'ধম্মপদে রহস্য বা তত্ত্ব-বিচারের কোন স্থান নাই। তার ফলে এটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে একটি অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতা পেয়েছে। তত্ত্ব-বিচারের পরিবর্তে এটিতে পাই নিছক সাধারণ বুদ্ধির অব্যাহত প্রয়োগ যা আত্মপ্রত্যয় ও জীবনের সর্ববিধ বাস্তবতার দৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত।

—The Buddha's way of Virtue (1912) ভূমিকা ১৬

'বৌদ্ধ সাহিত্যের সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে মহৎ ও কাব্যময় ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় ধম্মপদের সুভাষিত সংগ্রহের মধ্যে।'

—History of Sanskrit Literature P. 370

রচনাকাল

সিদ্ধিলাভের পর হইতে মহাপরিনির্বাণ পর্যন্ত ভগবান বুদ্ধ জনসাধারণের হিতের জন্য বিভিন্ন ধর্মপিপাসুদের মধ্যে যে

অমৃতবাণী বর্ষণ করিয়াছেন তাহারই সংক্ষিপ্ত সারসংগ্রহ এই ধম্মপদ। খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর প্রারম্ভে সিংহলাধিপতি মহানামের রাজত্বকালে (৪১০-৩২) মগধের আচার্য বুদ্ধঘোষ পালি ভাষায় ইহার অর্থকথা রচনা করেন। ধম্মপদের ইহাই একমাত্র প্রমাণ্য ভাষ্য। গ্রন্থকার ইহাতে মূল গাথার অনেক পাঠান্তরের উল্লেখ করেন। যে সকল হস্তলিখিত পুস্তকে এই পাঠান্তর পরিদৃষ্ট হয় সে প্রতিলিপিগুলি সিংহলরাজ বট্টগামিনীর সময়ে (খৃঃ পূঃ ৮৮-৭৬) লিপিবদ্ধ হয়। খৃঃ পূঃ ৩য় শতকের পূর্বার্ধে সম্রাট্ অশোকের পুত্র ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ মহেন্দ্র কর্তৃক মাগধী ভাষা হইতে ঐ ভাষ্য সিংহলী ভাষায় অনূদিতহয়। 'যা তম্বপাণিম্হি দীপভাষায় সণ্ঠিতা' তাহাই উত্তর কালে বুদ্ধঘোষের অর্থকথা রচনার উপজীব্য হয়।

খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর রচিত 'মিলিন্দ প্রশ্ন' বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রাচীন ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। ইহাতে ধম্মপদের উল্লেখ আছে। এবং অভিধম্ম পিটকের 'কথাবত্থু' খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকে রচিত। ধম্মপদের অনেক গাথা ইহাতে পাওয়া যায়, স্নতরাং ধম্মপদ এ দুই গ্রন্থের পূর্ববর্তী।

দীপবংশ ও মহাবংশে দেখা যায় সম্রাট প্রিয়দর্শী অশোক

(খৃঃ পূঃ ২৭২-৩২) শ্রামণের নিগ্রোধের (উপগুপ্তের) মুখে ধম্মপদের 'অপ্পমাদ বগ্‌গ' শুনিয়া মুগ্ধ হন এবং বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। সুতরাং অশোকের পূর্বেও ধম্মপদ বর্ত্তমান ছিল।

মহাসাঙ্ঘিকদের রচিত 'মহাবস্তুর' অনেক স্থানে ধম্মপদ বুদ্ধভাষিত বলা হইয়াছে, [যথোক্তং ভগবতা ধর্ম্মপদেষু]। তাঁহার উপদেশ হইতে চয়ন করিয়া প্রথম সঙ্গীতিতে (খ্রীঃ পূঃ ৪৮৫ অব্দে) ধম্মপদ সঙ্কলিত; দ্বিতীয় ও তৃতীয় সঙ্গীতিতে অনুমোদিত হয়।

অভিযান

যে জনকল্যাণ-প্রেরণা ধম্মপদকে উত্তুঙ্গ প্রাচীর হিমালয় ও সমুদ্র-বেষ্টিত ভারতসীমা লঙ্ঘনে অনুপ্রাণিত করে, তাহাই প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন ভাষায় ইহাকে অনূদিত ও রূপান্তরিত করিয়াছে। যাহা ভারতের কোন গ্রন্থের পক্ষে তখন সম্ভব হয় নাই। পালি, সংস্কৃত ও প্রাকৃত এই তিন প্রাচীন সমৃদ্ধ ভাষায় ধম্মপদ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পালি ॥ অপ্পমাদো অমতপদং পমাদো মচ্চুনো পদং,
অপ্পমত্তা ন মীয়ন্তি যে পমত্তা যথা মতা।

প্রাকৃত ॥ অপ্রমদু অমুতপদ প্রমদু মুচুনো পদ,
অপ্রমত ন মীয়তি যে প্রমত যধ মুতু।

সংস্কৃত ॥ অপ্রমাদো হ্যমৃতপদং প্রমাদো মৃত্যুনঃ পদম্,
অপ্রমত্তা ন ম্রিয়ন্তে যে প্রমত্তাঃ সদা মৃতাঃ।

সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের আচার্য্য ধর্মত্রাত খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে মিশ্র সংস্কৃত ভাষায় ধম্মপদের এক সংস্করণ সম্পাদন করেন। ইহার ১৬ বর্গ পালি ধম্মপদের অনুরূপ। কনিষ্কের সময়ে অনুষ্ঠিত ৪র্থ মহাসভায় সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে ইহা অনুমোদিত ও গৃহীত হয়। বিশুদ্ধ সংস্কৃতেও ধম্মপদের একাধিক সংস্করণ পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে সঙ্কলিত সংস্কৃত 'উদানবর্গ' মূলতঃ সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের ধম্মপদ।

খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে মহাসাঙ্ঘিক সম্প্রদায়ের কোন আচার্য্য কর্তৃক প্রাকৃত ভাষায় ধম্মপদ অনূদিত হয়। মধ্য-এশিয়ার খোটান অঞ্চলে গোশৃঙ্গ বিহারের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে খরোষ্ঠী লিপিতে এই ধম্মপদের খণ্ডিতাংশ পাওয়া গিয়াছে। ইহার ভাষা গান্ধার জনপদের (রাওলপিণ্ডি অঞ্চলের) তৎকালীন প্রচলিত প্রাকৃত, স্থানীয় অশোক শিলালিপির সহিত সম্পর্কিত। পণ্ডিতদের মতে ইহাই অধুনা প্রাপ্ত প্রাচীনতম ভারতীয়

পাণ্ডুলিপি। কলিকাতা বিশ্ববিত্থালয় হইতে ডক্টর বড়ুয়া ও মিঃ মিত্রের সম্পাদনায় (১৯২১) ইহা প্রকাশিত হয়।

মধ্য এশিয়ার তুরফান অঞ্চলেও ধম্মপদের একটি খণ্ডিতাংশ পাওয়া গিয়াছে। ইহার ভাষা বিশুদ্ধ সংস্কৃত। লিপি উত্তর-গুপ্তযুগের (৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দীর) ব্রাহ্মী। পণ্ডিতদের অনুমান— এই বিশেষ সংস্করণটিই পরবর্ত্তী কালে (৮০৭-৪২) পণ্ডিত বিত্থাপ্রভাকর তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন।

নেপালেও ধম্মপদের পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। ১১৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তথাকার বৌদ্ধ আচার্য্য অবলোকিত সিংহ ৩৬শ বর্গ ও ২৬৮৪ শ্লোকযুক্ত সংস্কৃত ভাষায় "ধর্মসমুচ্চয়" নামে এক গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। ডক্টর বড়ুয়া বলেন, 'ইহা ধম্মপদের সর্বশেষ ও বৃহত্তর সংস্করণ।'

Indian Culture, Vol III, No. 2, Page 368.

২২৩ খ্রীষ্টাব্দে চীনা ভাষায় ধম্মপদের প্রথম অনুবাদ হয়। এ ভাষায় ধম্মপদের বহু অনুবাদ বিত্থমান। 'ধর্মসংগ্রহ মহার্ঘ গাথা' নামে দশম শতাব্দীর শেষে (৯৮০-১০০১) ধম্মপদের শেষ অনুবাদ হয়।

৩৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় শ্রমণ সঙঘভদ্র কাবুল হইতে সংস্কৃত

ধম্মপদের এক পাণ্ডুলিপি চীনে লইয়া যান। ইহাতে মূল ধম্মপদের সহিত আরও ৭টি বর্গ যুক্ত হয়।

ধম্মপদের মাধ্যমে প্রাচীনকাল হইতে ভারতীয় সংস্কৃতির বিজয়-অভিযান চলিয়াছে। বস্তুতঃ বুদ্ধবাণীই এশিয়া খণ্ডের অন্যান্য দেশকে ভারতের সহিত ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছে। অধ্যাপক সেন মহাশয় বলেন:—"আন্তর্জাতিক গুরুত্বের বিচারে ধম্মপদের সঙ্গে ভারতবর্ষের আর কোনো গ্রন্থরেই তুলনা হয় না। গীতা উপনিষদ্ কোনো কালেই ধম্মপদের ন্যায় বিভিন্ন জাতির শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জন করতে পারে নি।...বস্তুতঃ এই গ্রন্থের দ্বারা পৃথিবীতে ভারতবর্ষের যে মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অন্য কোনো গ্রন্থের দ্বারাই তা হয়নি। এই হিসাবে ধম্মপদকেই ভারতবর্ষের সর্বোত্তম গ্রন্থ বলে অভিহিত করা যায়।" ধম্মপদ-পরিচয় (৪০ পৃঃ)

প্রাকৃত ধম্মপদের সম্পাদকগণ বলেন, "ধম্মপদ সাহিত্যের খ্রীষ্ট পূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খ্রীষ্টীয় নবম শতক পর্যন্ত বারশো বছর ব্যাপী ঐতিহ্য আছে, তা ছাড়া তার আন্তর্জাতিক গুরুত্ব আছে, কেননা এই ধম্মপদের সাহায্যেই বৌদ্ধধর্মের মহদ্‌বাণী এশিয়ার বিভিন্ন জাতির হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল।"

আঠার

পুনরভ্যুদয়

উত্থান পতন জগতের ধর্ম। কোনও বস্তু চিরকাল সমান থাকে না। ধম্মপদ সম্বন্ধেও সে নীতি অপরিহার্য। ইহা ভারতীয় সভ্যতাকে প্রভূত সমৃদ্ধ করিল এবং সমগ্র এশিয়াখণ্ডকে আপনার করিয়া লইল, তথাপি দ্বাদশ শতাব্দীর পর হইতে নানা বিপর্যয়ে ভারতবাসী বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে ধম্মপদও ভুলিতে বসিল।

আধুনিক যুগে (১৮৫৫) ডেনমার্কবাসী ডক্টর ফস্‌বোল লাটিন ভাষায় ধম্মপদের এক উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইহার প্রতি ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সাগ্রহ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তৎপর বার্নফ, গগার্লি, উফম, ওয়েবার প্রভৃতি মনীষীরা ফরাসী ও ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া ধম্মপদের প্রচার বৃদ্ধি করেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ফার্নান্দ হু ধম্মপদ ফরাসী ভাষায় ও রেভারেণ্ড বীল চীনা ভাষা থেকে ইংরাজীতে রূপান্তরিত করেন। অধ্যাপক মোক্ষমূলারের (১৮৮৯) অনুবাদ প্রাচ্য ধর্মগ্রন্থ শ্রেণীতে প্রকাশিত হয়। এইরূপে পাশ্চাত্ত্যের ভাষাসমূহ ধম্মপদের দ্বারা পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইতে থাকে।

১৮৯৮ অব্দে বুদ্ধঘোষের টীকা সমেত ধম্মপদ কলিকাতা

উনিশ

বুদ্ধিষ্ট টেক্স্ট সোসাইটী কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। ১৯০৪ অব্দে অধ্যাপক চারুচন্দ্র বসু ধম্মপদের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। বর্ত্তমান কালে ইহাই ভারতীয় ভাষায় প্রথম ধম্মপদ। কপিল-আশ্রম হইতে স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্য মহাশয় পুনর্বার ইহার সংস্কৃত পদ্য ও বাংলা গদ্যানুবাদ প্রকাশ করেন। পণ্ডিত রাহুল সঙ্কৃত্যায়ণ (১৯২১) হিন্দী ভাষায় ইহার অনুবাদ করেন। ভারতের অনেক ভাষায় ধম্মপদের অনুবাদ হইয়াছে।

আধুনিক লাটিন, জার্মান, ইংরেজী, ফরাসী, ডেনমার্ক. ইতালী, রুশ প্রভৃতি উন্নত ভাষার ন্যায় মারাঠী, গুজরাটী, হিন্দী, সংস্কৃত, নেপালী, বাংলা প্রভৃতি ভারতীয় ভাষায় ইহার অনেক সংস্করণ হইয়াছে। সিংহল, .ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, কম্বোডিয়া তিব্বত, চীন, জাপান, প্রভৃতি দেশে ধম্মপদের অসংখ্য সংস্করণ বিদ্যমান।

ভারতীয় পাঠকদের পক্ষে সংস্কৃত অপেক্ষা পালি ধম্মপদ সহজবোধ্য। সংস্কৃতজ্ঞদের পক্ষে আরও সহজ। বাংলা ভাষীদেরও ইহা দুর্বোধ্য নহে, উদাহরণেই প্রমাণিত হইবে :—

ন হি বেরেন বেরানি সম্মন্তী'ধ কুদাচনং,
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো। পালি

বিশ

ন হি বৈরেন বৈরানি শাম্যন্তীহ কদাচন,
অবৈরেন চ শাম্যন্তি এ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।   সংস্কৃত
"বৈরিতা বৈরিতা শান্ত নাহি করে কদাচন;
অবৈরিতা শান্ত করে"; এই ধর্ম্ম সনাতন।
বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি কৃত পদ্যানুবাদ

ধম্মপদ ও গীতা

"আমরা শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার যেরূপ সমাদর করি বৌদ্ধগণ ধম্মপদ গ্রন্থের তদ্রূপ সমাদর করিয়া থাকেন।"

—ডক্টর সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (ধম্মপদ ভূমিকা)

ধম্মপদ বৌদ্ধগ্রন্থ না হলে এদেশে তা গীতার চেয়ে কম আদর পেত বলে মনে হয় না।"

—ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী বৌদ্ধধর্ম্ম ও সাহিত্য, ৬৬

'বৌদ্ধধর্মে ধর্মপদ যে স্থান অধিকার করিয়াছে, হিন্দুধর্মে গীতাও সেই স্থান পাইয়াছে। ধর্মপদ যেমন প্রত্যেক বৌদ্ধগৃহে পঠিত হয়, গীতাও তদ্রূপ বহু হিন্দুগৃহে পঠিত হয়। ইহাদের মধ্যে ভাব-সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।......গীতার ব্রহ্মনির্বাণের অর্থ ব্রাহ্মী-স্থিতি, বৌদ্ধ নির্বাণের মত শূন্য নহে, সুতরাং বৌদ্ধগণই যে

গীতা হইতে 'নির্বাণ' শব্দটী গ্রহণ করিয়াছেন, এই মতই অধিকতর সমীচীন মনে হয়।......'যোগক্ষেম' শব্দটি প্রাচীন। সম্ভবতঃ উপনিষদ্ ও গীতা হইতে উহা ধম্মপদে গৃহীত।"

—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সম্পাদিত গীতা ভূমিকা।

বুদ্ধই সর্বপ্রথম নির্বাণ শব্দ মুক্তি অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। তৎপূর্বে ইহা দীপ-নির্বাণে ব্যবহৃত হইত—মুক্তি অর্থে নহে। আর্যমুক্তির সহিত ইহা ভাব সামঞ্জস্যহীন। দীপনির্বাণ দীপস্থিতি নহে, তৈল, সলিতা প্রভৃতি কারণদ্রব্যের সমবায়ে যে দীপশিখা উৎপন্ন হইয়া বিদ্যমান থাকিত, ইন্ধন বা কারণের অভাবে সেই স্ফুলিঙ্গরাশির অনুৎপত্তিই দীপনির্বাণ। সুতরাং অনুৎপাদের স্থিতি অবাস্তব কল্পনা। জীব-নির্বাণ সম্বন্ধেও সে কথা প্রযোজ্য। কার্য-কারণের যে বিচ্ছিন্ন প্রবাহ জীবরূপে চলিয়াছে, অবিদ্যা, তৃষ্ণা, কর্ম প্রভৃতি কারণের নিরোধে কার্যরূপ জীবন-প্রবাহের অনুৎপত্তিই জীব-নির্বাণ, জীবস্থিতি নহে। নির্বাণের নামান্তর 'অনুৎপাদ নিরোধ'। বৌদ্ধ মুক্তির সহিত নির্বাণের ভাবসাম্য বিদ্যমান। যাহা আর্যমুক্তির দ্যোতক নহে। ধম্মপদের জনপ্রিয় ও মুক্তিবাচক নির্বাণ শব্দ পরবর্ত্তী কালে

সঙ্গতিহীন হইলেও গীতাকার ব্রহ্মনির্বাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাই যুক্তিসঙ্গত।

যোগক্ষেম শব্দ ধম্মপদের ন্যায় গীতায়ও পরিদৃষ্ট হয়—"যাঁহারা অন্য চিন্তা না করিয়া আমাকে উপাসনা করেন সেই সকল নিত্য যোগযুক্তগণের যোগ ও ক্ষেম (অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ) আমি বহন করি।' গীতা, ৯।২২

"যাঁহারা নিত্য দৃঢ় পরাক্রমশালী ও সতত (শমথ-বিদর্শন) ধ্যানপরায়ণ; সেই সকল সুধীরাই অনুত্তর যোগক্ষেম (যোগমুক্তি) নির্বাণ অধিগত হন।" ধম্মপদ, ২।৩

উভয় গ্রন্থে নিজস্ব নীতি ও আদর্শ ঘোষিত হইয়াছে। গীতা বলে উপাসকের যোগক্ষেম শ্রীকৃষ্ণই বহন করেন, পরতন্ত্রতা ও মুখাপেক্ষিতা ইহার আদর্শ। কিন্তু ধম্মপদ ঘোষণা করে অধ্যবসায় ও সাধনা প্রভাবে সাধক নিজেই নিজের মুক্তি অর্জন করেন। আত্মনিষ্ঠা ও পুরুষকার ইহার আদর্শ। অপরে অধ্যয়ন করিয়া নিজের জ্ঞান আহরণ যেমন অসম্ভব, একের মুক্তিও সেইরূপ অপরে আহরণ করিতে পারে না। 'পচ্চত্তং বেদিতব্বো বিঞ্ঞূহি' মুক্তিতত্ত্ব বিজ্ঞগণের স্বয়ং উপলব্ধির বিষয়। যোগক্ষেম

শব্দের অর্থ সম্বন্ধেও উভয় গ্রন্থ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমুখী। এ সকল আলোচনায় প্রমাণিত হয় ধম্মপদের যোগক্ষেম মৌলিক।

ডক্টর লরিনসারের মতে গীতা বুদ্ধের জন্মের অনেক পরে এমন কি যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাবেরও অনেক পরে রচিত। সুতরাং উভয় গ্রন্থের মধ্যে কে উত্তমর্ণ তাহা সহজে অনুমেয়।

গীতা ও ভাগবতে অবতার-তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। লৌকিক অবতারবাদে বৈদিক ঈশ্বরের সর্বব্যাপীত্বর বিরোধ রহিয়াছে। যেখানে যে ছিল না সেখানে তার আগমন—উপর হইতে নীচে আগমন—সাকার কিংবা নিরাকারই হউন সর্বব্যাপির পক্ষে অবতরণের স্থান ও প্রয়োজন নাই। আচার্য শঙ্করের মতে 'গীতাশাস্ত্র বেদার্থসার সংগ্রহ'। সুতরাং উহা বেদানুকূল হইবে। শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অবতার তাই গীতা ভগবদুক্তিরূপে বর্ণিত, এই বিশ্বাস বেদবিরুদ্ধ।'

'গীতা পদ্মনাভ নামক ঋষির রচিত। পদ্মনাভের যৌগিক অর্থ বিষ্ণু বটে, কিন্তু গীতা বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত নহে।' (ধর্মের তত্ত্ব ও সাধন)

মহাভারতের ১৬শ অধ্যায়ে, অনুগীতাতে উল্লেখ আছে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর গীতার উপদেশ বিস্মৃত হওয়ায় অর্জুন যখন

চব্বিশ

পুনরায় শুনিতে চাহেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টই বলিলেন, "যোগস্থ হইয়া আমি যাহা বলিয়াছিলাম এখন তাহা মনে হইবে কেন?" যাহা শ্রোতা বিস্মৃত, বক্তা পুনর্বার বলিতে অসমর্থ ; তাহাই সঞ্জয় অবলীলাক্রমে বর্ণনা করিলেন ধৃতরাষ্ট্রের নিকট! তবে শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া এই সকল তত্ত্বের উদ্ভব হইল কেন? পুরাতন ত্রিপিটক ও বাইবেলে দেখা যায় উপদেষ্টা কিছু বলিতে যাইয়া আরম্ভ করেন "এতদ্দবোচ ভগবা"—Thus said the Lord অর্থাৎ ভগবান এরূপ বলিয়াছেন। ইহা উপদেশ দিবার তদানীন্তন একটা প্রণালী ; সম্ভবতঃ গীতায়ও তাহা অনুসৃত হইয়াছে।

গীতা ও ভাগবত উভয়ের অবতারবাদ পরস্পর সঙ্গতিহীন। "সম্ভবামি যুগে যুগে" (গীতা ৪।৮) অর্থাৎ ধর্মসংস্থাপনের নিমিত্ত এক ঈশ্বরই যুগে যুগে অবতরণ করেন। আর ভাগবতের "অবতারাঃ হ্যসংখেয়্যাঃ" অবতারেরা অসংখ্যেয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের অবতারতত্ত্বে, অবতার পূর্ণব্রহ্ম বা ঈশ্বর নহেন ; সর্বাঙ্গসুন্দর মানুষ। সুতরাং মানুষের ন্যায় অবতারও অসংখ্য।

'ভাগবতের সার কথা কৃষ্ণতত্ত্ব। স্বর্গীয় নীলমণি গোস্বামীর আধ্যাত্মিক ও উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় অন্ততঃ ভাগবতের কৃষ্ণচরিত্র কলঙ্কমুক্ত নহে।'

পঁচিশ

রাসলীলা শ্রবণ করিয়া সন্দেহান্দোলিত পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করিলেন,—যিনি ধর্মের স্থাপিয়তা—

'স কথং ধর্মসেতূনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা,

প্রতীপমাচরদ্ব্রহ্মণ্, পরদারাভিমর্ষণম্ ? ভাগবত, ১০।৩৩.২১

তিনি ধর্মের কর্তা, বক্তা ও রক্ষিতা হইয়াও পরদারাভিমর্ষণরূপ ।হিত কর্ম করিলেন কেন ? শুকদেব দুই যুক্তিদ্বারা এই কার্য দমর্থন করিলেন, (১) তেজীয়ান ব্যক্তিদের কোন অপকর্মে দোষ হয় না, 'তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বভুজোঃ যথা' ১০।৩৩।৩০ ; (২) তিনিই তো গোপীগণের স্বামীদিগের অন্তর্যামী পুরুষ, ক্রীড়ার জন্য বিশেষ ক্ষেত্রে দেহধারণ করিয়াছেন বৈ'ত নয় তবে আর কি দোষ হইল ?'

গীতা এই যুক্তি সমর্থন করে না। প্রধান ব্যক্তিরা যে যে আচরণ করেন অন্য লোকেরা তাহাই অনুকরণ করে।

'যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরোজনঃ।' (গীতা ৩।২১)

যিনি ধর্মসংস্থাপক ও ধর্মজগতের আদর্শ, জনসাধারণ তাঁহার অনুসরণ করিবে, ইহা অস্বাভাবিক নহে। এই সকল কৈফিয়ৎ ন্যায়ালয়ে নিরপরাধ প্রমাণের পক্ষে পর্যাপ্ত কি না সুধীগণের বিবেচ্য।

ছাব্বিশ

"অতএব অবতারবাদ সমর্থন করা নিতান্তই অজ্ঞান-কল্পনা মাত্র। তাহা মানবসমাজকে বিনাশের পথে লইয়া যায়।"

(ধর্মের তত্ত্ব ও সাধন)

বাসুদেব কৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রাচীন বৌদ্ধ জাতকেও উল্লেখ দৃষ্ট হয় :—

"যং যং কামী কাময়তি অপি চণ্ডালিকামপি,
সব্বেহি সদিসো হোতি নত্থি কামে অসদিসো।
অত্থি জংবাবতী নাম মাতা সিবিস্‌স রাজিনো,
সা ভরিয়া বাসুদেবস্‌স কণ্‌হস্‌স মহিষী পিয়া।"

(জাতক ষষ্ঠ খণ্ড, ৪২১, ফসবোল সংস্করণ)

কামী মানুষ যেই যেই স্ত্রীর কামনা করে—চণ্ডালিকা হইলেও সে তাহার প্রতি মুগ্ধ হয়। কামভোগে উচ্চ-নীচ ভেদ নাই, সকলেই সমান। শিবি রাজার মাতার নাম জংবাবতী, তিনি ছিলেন বাসুদেব কৃষ্ণের প্রিয়া ভার্যা ও অগ্রমহিষী।

টীকাকার বলেন, 'একদিন মহারাজ কৃষ্ণ স্বীয় উদ্যানের পথে এক সুন্দরী তন্বী, অবিবাহিতা চণ্ডালতরুণীকে দেখিতে পান, তাহাকে তিনি পাটরাণী করিয়া লন। তখন কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার ছিলেন না, ন্যায়পরায়ণ রাজা ছিলেন, জাতিভেদ মানিতেন না।

সাতাশ

তৎপরে 'নিদ্দেসে' বাসুদেব ও তৎপন্থী সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। পাণিনির—'বাসুদেবার্জুনভ্যাং বুন্' ৪।৩।৯৮ সূত্রে ঐ সম্প্রদায়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। উহারা বিশেষ চিহ্নধারণ করিয়া বাসুদেবের মূর্তিসহ দ্বারে দ্বারে ঘুরিত এবং উদরনির্বাহ করিত। মহারাষ্ট্রের পুনাদি জিলায় বাসুদেবা নামক লোক-দিগকে দেখিলে ঐ সম্প্রদায়ের কথা স্মরণ হয়। উহারা মাথায় ময়ূর পাখার উঁচু টুপি এবং দেহে লম্বা চোগান পরে আর প্রাতঃকালে বাসুদেবের নামে ভিক্ষা করে।

বাসুদেব ছিলেন গুপ্তরাজাদের কুলদেবতা। শকদের পতনের পর যেমন মহাদেব লিঙ্গরূপে রূপান্তরিত হন, তেমনি গুপ্তদের অবনতির সময়ে বাসুদেব হইলেন ব্যভিচারী গোপাল। রাজাদের বিলাসিতা যত বাড়িয়াছে বাসুদেবও তত বিলাসী হইয়াছেন।' (ভারতীয় সংস্কৃতি ঔর অহিংসা)।

ক্ষেত্রবিশেষে রক্তমাংসের মানুষ বুদ্ধিবলে আপনাকে ভগবানের অবতার, অংশ, কিংবা সম্পর্কিত করিয়া স্বীয় দুর্বলতা আচ্ছাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। কোথাও অন্ধ ভক্তের হাতে পড়িয়া তথাকথিত ভগবানের শোচনীয় অধঃপতন ঘটিয়াছে। ধম্মপদ অবতারবাদ মানে না।

আঠাশ

ডক্টর অটো সাহেবের মতে গীতার কুরুক্ষেত্রযুদ্ধবিষয়ক আখ্যায়িকা-অংশই মহাভারতের প্রকৃত অংশ। উহার শ্লোক সংখ্যা ১২৮ এর অনধিক। ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম, যোগ প্রভৃতি সম্বন্ধীয় গীতার উপদেশগুলি পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থ এবং শ্রীকৃষ্ণের বাণীরূপে প্রচলন করিবার উদ্দেশ্যেই মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, সুতরাং এইগুলি প্রক্ষিপ্ত।

গার্বে ও হপকিন্‌স্-এর মতে অনেক লেখক বিভিন্ন শতাব্দীতে গীতায় স্ব স্ব রচনা সংযোগ করিয়াছেন। বার্ণেটের ধারণা যে গীতাকারের যত্নে বিভিন্ন ধর্মমতের সুসামঞ্জস্য হইয়াছিল।

বিভিন্ন দেশে গীতার পাণ্ডুলিপিতে শ্লোকসংখ্যার বৈষম্য এই সকল উক্তি সমর্থন করে। ৭০টি মাত্র শ্লোকের গীতা আবিষ্কৃত হইয়াছে। কাথিয়াবার গণ্ডাল স্টেটে ১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দের হস্তলিখিত যে পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে, উহাতে প্রচলিত গীতা হইতে ২১টি অতিরিক্ত শ্লোক ও ২৫০টি পাঠান্তর দেখা যায়। মাদ্রাজের ধর্মমণ্ডলের মুদ্রিত গীতায় প্রচলিত গীতা হইতে ৩৭টি শ্লোক বাদ দিয়া মহাভারতের উদ্যোগ, অনুশাসন ও শান্তি পর্ব হইতে ৮২টি শ্লোক যথেচ্ছভাবে গ্রহণপূর্বক ৭৪৫ শ্লোকসংখ্যা পূর্ণ করা হইয়াছে। একাদশ শতকে বিখ্যাত

উনত্রিশ

মুসলমান ঐতিহাসিক আল্‌বেরুণী স্বীয় গ্রন্থে গীতার যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, প্রচলিত গীতায় তাহা নাই। সম্রাট্‌ আকবরের সময়ে গীতার যে ফার্সী অনুবাদ হয় উহার শ্লোকসংখ্যা ৭৪০। বর্তমানে অনেক পণ্ডিত ৭৪৫ সংখ্যাই সমর্থন করেন। শঙ্করাচার্যের সময় পর্যন্ত ইহাতে শ্লোক ছিল ৭০০।

ধম্মপদ মোট ৪২৩টি গাথায় সম্পূর্ণ। এবং এই গাথাগুলি এক এক ঘটনা বা কাহিনীর সহিত সংযুক্ত। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ঘটনা সম্পর্কে একাধিক গাথাও উক্ত হইয়াছিল। সেইজন্য মোট একোনত্রিশত (২৯৯টি) কাহিনী পাওয়া যায়।

খ্রীষ্টীয় ৪৫৫-৫২৮ পর্যন্ত গুপ্তযুগ। ঐ সময় ভারতকাব্য মহাভারতে পরিণতি লাভ করে। উহার অনেক স্থানে হূণদের উল্লেখ আছে। স্কন্দগুপ্ত হূণদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ইহার অব্যবহিত পরবর্তী চৈনিক পরিব্রাজক 'হিউএনচাঙ'এর ভ্রমণ বৃত্তান্ত হূণদের আক্রমণ ও ধ্বংসাবশেষের সন্ধান দেয়। এই সময় আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রয়োজন অনুভূত হয়। গুপ্তরাজ বালাদিত্যের সময় (৪৬৮ খ্রীষ্টাব্দে) যুদ্ধের প্ররোচনা দানের নিমিত্ত গীতার প্রথমাংশ রচিত ও মহাভারতে সংযুক্ত হয়। (ভাঃ সঃ অঃ ১২৭) সহস্র বৎসরের

ত্রিশ

প্রচলিত বৌদ্ধসভ্যতার প্রতিক্রিয়ারূপেই গীতার সৃষ্টি। একক কোন মতের পক্ষে হয়ত টিঁকিয়া থাকা তখন সম্ভব ছিল না সেই কারণে সাংখ্য, যোগ, বেদ, উপনিষদ্, সগুণ, নির্গুণ, বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন মত ও গ্রন্থের শ্লোকাবলী একত্র সংগৃহীত হয়।

পণ্ডিতেরা বলেন গীতার 'এবং প্রবর্তিতং চক্রম্' ৩।১৬ বৌদ্ধ ধর্ম-চক্রের প্রভাব সূচনা করে। 'গীতাসূপনিষৎসু' উক্তি দ্বারা ইহা শ্রুতি-স্মৃতির সঙ্গে রচিত বলিয়া যদি কেহ প্রাচীনত্বের দাবী করে, তাহা যুক্তিসহ নহে। সম্রাট্ আকবরের সময়ে রচিত দশ সূত্র সমন্বিত 'আল্লোপনিষদ্' নামের দরুণ প্রাচীনত্বের দাবী করিতে পারে না। বস্তুতঃ শুধু প্রাচীনত্বের দ্বারা কোন গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি হয় না।

ধম্মপদের ১২।৪ গাথার সহিত গীতার ৫।৬ শ্লোকের সামঞ্জস্য দেখা যায়। পণ্ডিতেরা বলেন, 'ইহা ধম্মপদ বাণীরই বিস্তার মাত্র। আত্মশরণ গীতার মূলনীতি নহে। কারণ, প্রথমতঃ আত্মশরণ নীতি ও ভক্তি পরস্পরের অনুকূল বা পরিপূরক নয় এবং গীতাধর্ম যে আসলে ভক্তির ধর্ম এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণকথিত 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'। (গীতা ১৮।৬৬) বুদ্ধ কথিত 'অত্তদীপা অত্তসরণা

অনঞ্ঞ্ঞ-সরণা বিহরথ। (পরিনিব্বান সূত্র) এই দুই নীতি যে সম্পূর্ণরূপেই পরস্পর-বিরোধী একথা বলারও অপেক্ষা রাখে না। পক্ষান্তরে আত্মশরণ ও উত্থান যে বৌদ্ধধর্মের অন্যতম প্রধান নীতি তাতে সন্দেহ নাই! (ধম্মপদ পরিচয় ২৭ পৃঃ) স্ববিরোধী হইলেও গীতায় এই নীতি সগৌরবে বিরাজমান।

ধম্মপদের ৭।৮ গাথায় ধর্মসেনাপতি সারীপুত্ত থেরের নিকট পুরুষোত্তম আদর্শ-বর্ণিত হইয়াছে। ৬৩ গাথায় ছন্ন থেরকে তথাবিধ পুরুষোত্তম ভজনার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। গীতার ১৫শ অধ্যায়েও পুরুষোত্তম যোগ এবং ১৫।১৮, ১৯ শ্লোকে পুরুষোত্তম-আদর্শ ও ভজনা প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। উত্তর-কালে উহাই গীতায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে।

ধম্মপদ ২০।৪ গাথার স্মরণীয় রূপে গীতাব ১৮।৬৬ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। বন্ধনমুক্তি সম্বন্ধে ধম্মপদ আত্মনির্ভরতা শিক্ষা দিয়াছে। গীতার শিক্ষা বিপরীত। বুদ্ধগণ ভববন্ধন হইতে মুক্তির স্বীয় আবিষ্কৃত পথ শিক্ষা দেন মাত্র। মুক্তিকামীকেই তজ্জন্য উদ্যম করিতে হয়। আপন মুক্তি আপনার হাতে, কাহারও অনুগ্রহ ভিক্ষায় কিংবা মধ্যস্থতায় প্রকৃত মুক্তি সম্ভব নহে। ইহা কত বড় আত্মনির্ভরতা ও আশ্বাসের বাণী।

যোগক্ষেম বহনের ন্যায় সর্বপাপমুক্তির আশ্বাসও অনর্থক। যদি শরণাগত ভক্তের পাপমুক্তি ভগবানের দ্বারা সম্ভব হইত তবে 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ' এই মিথ্যার দরুন ভক্ত যুধিষ্ঠিরকে নরক-দর্শন করিতে হইত না। বস্তুতঃ পাপের পরিণাম ও পুণ্যের পুরস্কার, শুদ্ধি ও অশুদ্ধি, বন্ধন ও মুক্তি ধম্মপদের ১২।৫,৯ গাথানুসারে ব্যক্তিগত ব্যাপার। একে অপরকে শুদ্ধ বা মুক্ত করিতে পারে না।

গীতা কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রেরণা দানের নিমিত্ত কেবল অর্জুনকেই বলা হইয়াছে। ধম্মপদ প্রশান্ত হৃদয়ে জীব-কল্যাণ প্রেরণায় বহুজনকে উপদিষ্ট। যুদ্ধ ধ্বংসের পথ, যুদ্ধ দ্বারা প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না। রোহিনী নদীর জলের জন্য শাক্য ও কোলিয়ের সংগ্রাম ও কাশী রাজ্যের জন্য মগধরাজ অজাতশত্রুর সহিত যুদ্ধে পরাজিত কোশলরাজ প্রসেনজিতের অনুতাপ প্রশমনের জন্য ধম্মপদের ১৫।১, ২, ৩ ও ৫ গাথা বর্ণিত। যুদ্ধ সম্বন্ধে ইহাই ধম্মপদের সনাতন নীতি।

ধম্মপদের প্রভাব

ধম্মপদ বিশ্ব-সংস্কৃতিকে যেমন সমৃদ্ধ করিয়াছে, তেমনি ভারতের অনেক ধর্মমত ও সাহিত্য ইহা দ্বারা পুষ্ট হইয়াছে।

তেত্রিশ

ইহার অপ্রমাদ নীতি মহাভারতে ও খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতকের খোদিত বেশনগরের গরুড়স্তম্ভে দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকের ধারণা দম, ত্যাগ ও অপ্রমাদ ভাগবত সম্প্রদায়ের মূলনীতি। এই অনুমান সর্বৈব সত্য নহে। ইহারা বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি। ঐতিহাসিকদের বিচারেও এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত। ডক্টর বড়ুয়া বলেন—

"অপ্রমাদই হল ভগবান বুদ্ধের সমস্ত শিক্ষার ভিত্তি বা মূলনীতি। তাঁর মতে এই অপ্রমাদ কথাটির মধ্যেই তাঁর সমস্ত উপদেশের সারমর্ম নিহিত রয়েছে।"

—Asoka and his Inscriptions. pp. 27. 250.

ডক্টর হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী বলেন—

"প্রত্যেকের নির্বাণ লাভের জন্য উদ্যম ও অপ্রমাদ অত্যাবশ্যক ইহাই ভগবান বুদ্ধের শেষবাণী।"

—ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৯৩৪) পৃঃ ৪৯

পণ্ডিতেরা বলেন "স্বাধিকার বা স্বকর্ত্তব্যে অবিচলিত নিষ্ঠাই অপ্রমাদ।" অপ্রমত্ততার জন্য সদাজাগ্রত উত্থান ও আত্মনির্ভরতা বা পুরুষকারের প্রয়োজন। তাই ধম্মপদে অপ্রমাদের সঙ্গে এই দুই নীতির প্রতিও জোর দেওয়া হইয়াছে। আত্মনিষ্ঠা ব্যতীত·

উত্থান ও অপ্রমাদ সম্ভব নহে। ভাগবতেরা কিন্তু ভগবন্নিষ্ঠ— আত্মনিষ্ঠ নহেন। ঐ নীতির সহিত অপ্রমাদ সামঞ্জস্যহীন। মহাভারতের ভাগবত নীতি :—

"জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ,
ত্বয়া হৃষীকেশ, হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি।"

ধর্ম জানি তাতে আমার প্রবৃত্তি নাই, অধর্ম জানি তাতেও আমার নিবৃত্তি নাই, হে হৃষীকেশ! তুমি হৃদয়ে থাকিয়া যাহাতে নিযুক্ত কর, আমি তাহাই করি।

এই নীতিতে স্বাধিকার বা পুরুষকারের প্রকৃত মূল্য কতটুকু তাহা জ্ঞানীদের বিবেচ্য। অথচ ঐ সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য গ্রন্থ গীতায় অপ্রমাদের উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই।

ধম্মপদের অপ্রমাদ নীতিই সম্রাট অশোককে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অনুপ্রাণিত করে, সারা জীবন তিনি এই নীতির অনুসরণ ও প্রচার করায় তখন ইহা বিশেষ মর্য্যাদা লাভ করে। সুতরাং এই নীতি অপর সম্প্রদায় গ্রহণ করিবেন, ইহাও অযৌক্তিক নহে।

ধম্মপদের গাথার সহিত মহাভারত, মনুসংহিতা, হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থের শ্লোকের সহিত সামঞ্জস্য যথাস্থানে উল্লিখিত

হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ডক্টর ৺সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ বলেন—হিন্দু ও বৌদ্ধ গ্রন্থে উদ্ধৃত বচনসমূহের ঐক্যের কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন—পালি ভাষার বচনগুলিই মূল, সংস্কৃতে ঐ সকল বচন কালক্রমে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, অথবা উহাদের অনুকরণে সংস্কৃতে অনেক শ্লোক প্রস্তুত হইয়াছে।" (ধম্মপদ ভূমিকা ৶০)

অধ্যাপক ভাগবত মহাশয়ের ইংরেজী অনুবাদসহ ধম্মপদের পকেট সংস্করণ দেখিয়াই বাংলা ভাষায় এইরূপ সংস্করণের প্রয়োজন অনুভব করি। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়। কয়েকবার মুদ্রণের প্রয়াস করিয়াও ভুল প্রমাদ পরিলক্ষিত হওয়ায় তাহা কার্যে পরিণত হয় নাই। ইতিমধ্যে ধম্মপদের কয়েকটি সংস্করণ হইয়াছে। কিন্তু এ সংস্করণের অভাব পূর্ণ হয় নাই। আমাদের দুর্বলতার বিষয় অবগত হইয়া অধ্যাপক সেন মহাশয় বলেন—"সর্বাঙ্গ সুন্দর করিবার নিমিত্ত পনের বৎসর অপেক্ষা করার চেয়ে বার আনা সুন্দরেই তখন ইহা বাহির হওয়া উচিত ছিল, এ ভাবে রাখিলে হয়ত আর বাহির হইবে না।" সত্যই ইতিমধ্যে জীবনের যে বিপর্যয় গিয়াছে হয়ত মুদ্রণের সম্ভাবনা চিরতরে লুপ্ত হইত; তাঁহার পরামর্শ, উৎসাহ ও প্রুফ

দর্শনে সক্রিয় সাহায্যই ইহার মুদ্রণ সম্ভব হইল। অনুগ্রহপূর্বক ভূমিকা লিখিয়া তিনি ইহার মর্যাদা বৃদ্ধি করিলেন ; তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। কবি বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার প্রয়োজনীয় সংশোধন করিয়াছেন। বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার সহ-সম্পাদক শ্রীপ্রকাশ কুসুম বড়ুয়া বি, এ, ও আমার প্রিয় শিষ্য শ্রীমান্ শান্ত-রক্ষিত স্থবির ইহার মুদ্রণের উপযোগী প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়াছে। জগজ্জ্যোতির প্রচার-সচিব শ্রীমান জ্ঞানানন্দ ভিক্ষুর সহায়তা মুদ্রণ কার্য ত্বরান্বিত করিয়াছে, তজ্জন্য তাদের প্রতি ধন্যবাদ। ধম্মপদের অনুবাদে যাঁহারা অগ্রণী তাঁহাদের ঋণ অনস্বীকার্য।

ধম্মপদ মানব মাত্রেরই নিত্য পাঠ্য। বৌদ্ধ উপাসকগণ প্রাতে সন্ধ্যায় ইহার কয়েক বর্গ অধ্যয়ন না করিয়া অন্নজল গ্রহণ করেন না। সাধারণের ব্যবহার-সৌকর্যে ইহা অনূদিত হইল। ইহা কোন মৌলিকত্বের দাবী রাখে না। কেবল ক্ষুদ্র কলেবরে ধর্মপ্রাণ নরনারীর নিকট স্থান পাইবার প্রত্যাশা করে।

১, বুদ্ধিষ্ট টেম্পল ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২
১৪।৪।৫৪

ধর্ম্মাধার মহাস্থবির
উপাধ্যায়
নালন্দা বিদ্যাভবন

নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স।

সেই ভগবান্‌ অর্হৎ সম্যক্‌সম্বুদ্ধকে নমস্কার।

১ যমকবগ্‌গো

১ মনোপুব্বংগমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া,
মনসা চে পদুট্‌ঠেন ভাসতি বা করোতি বা,
ততো নং দুক্‌খমন্বেতি চক্‌কং'ব বহতো পদং।১

মন ধর্মসমূহের পূর্বগামী, মন ইহাদের প্রধান এবং ইহারা মনোময় বা মনের দ্বারা গঠিত। যদি কেহ দোষযুক্ত মনে কোন কথা বলে কিংবা কাজ করে, তবে শকটবাহীর [বলদের] পদানুগামী চক্রের ন্যায় দুঃখ তাহার অনুসরণ করে।

২ মনোপুব্বংগমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া,
মনসা চে পসন্নেন ভাসতি বা করোতি বা,
ততো নং সুখমন্বেতি ছায়া'ব অনপায়িনী।২

মন ধর্মসমূহের অগ্রণী, মন ইহাদের প্রধান এবং ইহারা মনের

দ্বারা গঠিত। যদি কেহ প্রসন্ন মনে কোন কথা বলে কিংবা কাজ করে, তবে অবিচ্ছিন্না ছায়ার ন্যায় সুখ তাহার অনুগামী হয়।

৩ 'অক্কোচ্ছি মং, অবধি মং, অজিনি মং, অহাসি মে',
যে চ তং উপনয্হন্তি, বেরং তেসং ন সম্মতি ।৩

আমাকে আক্রোশ করিল, আমাকে প্রহার করিল, আমাকে জয় করিল কিংবা আমার [সম্পত্তি] হরণ করিল,—যাহারা এইরূপ চিন্তা পোষণ করে তাহাদের শত্রুতার উপশম হয় না।

৪ 'অক্কোচ্ছি মং, অবধি মং, অজিনি মং, অহাসি মে,'
যে চ তং ন উপনয্হন্তি, বেরং তেসূপসম্মতি ।৪

আমাকে আক্রোশ করিল, আমাকে প্রহার করিল, আমাকে জয় করিল, আমার [সম্পত্তি] হরণ করিল,—যাহারা এইরূপ চিন্তা পোষণ করে না তাহাদের শত্রুতার উপশম হয়।

৫ নহি বেরেন বেরানি সম্মন্তী'ধ কুদাচনং,
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো ।৫

জগতে শত্রুতার দ্বারা কখনও শত্রুতার উপশম হয় না, মিত্রতার দ্বারাই শত্রুতার উপশম হয়; ইহাই সনাতন ধর্ম।

৬ পরে চ ন বিজানন্তি ময়মেত্থ যমামসে,
যে চ তত্থ বিজানন্তি, ততো সম্মন্তি মেধগা ।৬

আমরা এখানে [কলহে] নষ্ট হইতেছি অর্থাৎ অনুক্ষণ মৃত্যুর দিকে যাইতেছি, [কলহপ্রিয়] লোকেরা ইহা বুঝে না ; যাহারা ইহা উপলব্ধি করে তাহাদের কলহ প্রশমিত হয়।

৭ সুভানুপস্সিং বিহরন্তং, ইন্দ্রিয়েসু অসংবুতং,
ভোজনম্হি চ অমত্তঞ্ঞুং কুসীতং হীনবীরিয়ং,
তং বে পসহতি মারো বাতো রুক্খং'ব দুব্বলং ।৭

যে [দেহের বাহ্য] শোভাদর্শী, ইন্দ্রিয়সমূহে অসংযত, ভোজনে মাত্রাজ্ঞানহীন, আলস্যপরায়ণ ও হীনবীর্য, বায়ুবিধ্বস্ত দুর্বল বৃক্ষের ন্যায় মার [রিপুগণ] তাহাকেই অভিভূত করে।

৮ অসুভানুপস্সিং বিহরন্তং, ইন্দ্রিয়েসু সুসংবুতং,
ভোজনম্হি চ মত্তঞ্ঞুং, সদ্ধং, আরদ্ধবীরিয়ং,
তং বে নপ্পসহতি মারো বাতো সেলং'ব পব্বতং ।৮

যিনি [বাহ্য] শোভা দর্শনে বিরত [অশুভ ভাবনায় রত] ইন্দ্রিয়সমূহে; সুসংযত, ভোজনে মাত্রা রাখেন, শ্রদ্ধাবান্ ও

আরব্ধবীর্য, বায়ুতে অবিচলিত শিলাময় পর্বতের ন্যায় মার তাঁহাকে কখনও অভিভূত করিতে পারে না।

৯ অনিক্‌কসাবো কাসাবং যো বত্থং পরিদহেস্‌সতি,
অপেতো দমসচ্চেন ন সো কাসাবমরহতি।৯

যে কামরাগাদি কলুষযুক্ত হইয়া গৈরিক বস্ত্র পরিধান করে, অথচ সত্য ও দমগুণ-বিহীন, সে প্রকৃতপক্ষে গৈরিক বসনের অনুপযুক্ত।

১০ যো চ বন্তকসাবস্‌স সীলেসু সুসমাহিতো,
উপেতো দমসচ্চেন, স বে কাসাবমরহতি।১০

যিনি কলুষমুক্ত, শীলে সুপ্রতিষ্ঠিত, সংযতেন্দ্রিয় ও সত্যপরায়ণ, তিনিই গৈরিক বসন ধারণের যোগ্য।

১১ অসারে সারমতিনো, সারে চাসারদস্‌সিনো,
তে সারং নাধিগচ্ছন্তি, মিচ্‌ছাসংকপ্‌পগোচরা।১১

যাহারা অসারকে সার এবং সারবস্তুকে অসার মনে করে, সেই মিথ্যাকল্পনাবিলাসীরা প্রকৃত সারবস্তু লাভ করিতে পারে না।

১২ সারঞ্চ সারতো ঞত্বা, অসারঞ্চ অসারতো,

তে সারং অধিগচ্ছন্তি, সম্মাসংকপ্পগোচরা ।১২

যাঁহারা সারবস্তুকে সার এবং অসারবস্তুকে অসাররূপে জানেন, সেই সম্যক্‌সংকল্পগোচর ব্যক্তিরা প্রকৃত সারবস্তু লাভ করিতে সমর্থ হন।

১৩ যথা'গারং দুচ্ছন্নং, বুট্‌ঠি সমতিবিজ্‌ঝতি,

এবং অভাবিতং চিত্তং রাগো সমতিবিজ্‌ঝতি ।১৩

দুরাচ্ছাদিত গৃহে যেমন বৃষ্টি প্রবেশ করে, তেমনি সাধনা-বিহীন চিত্তে কামরাগ প্রবেশ করে।

১৪ যথা'গারং সুচ্ছন্নং, বুট্‌ঠি ন সমতিবিজ্‌ঝতি,

এবং সুভাবিতং চিত্তং রাগো ন সমতিবিজ্‌ঝতি ।১৪

সু-আচ্ছাদিত গৃহে যেমন বৃষ্টি প্রবেশ করে না, তেমনি সাধনাপূত চিত্তে বিষয়বাসনা প্রবেশ করে না।

১৫ ইধ সোচতি, পেচ্চ সোচতি,

পাপকারী উভয়ত্থ সোচতি;

সো সোচতি, সো বিহঞ্‌ঞতি,

দিস্বা কম্মকিলিট্‌ঠমত্তনো ।১৫

পাপকারী ইহলোক-পরলোক উভয়লোকে অনুশোচনা করে, সে স্বীয় মন্দ কর্ম দেখিয়া অনুতপ্ত ও মর্মাহত হয়।

১৬ ইধ মোদতি, পেচ্চ মোদতি,

কতপুঞ্‌ঞো উভয়ত্থ মোদতি ;

সো মোদতি, সো পমোদতি

দিস্বা কম্মবিসুদ্ধিমত্তনো ।১৬

কৃতপুণ্য ব্যক্তি ইহলোক-পরলোক উভয়লোকেই আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। স্বীয় কর্মশুদ্ধি দর্শন করিয়া তিনি আনন্দ ও পরমানন্দ লাভ করেন।

১৭ ইধ তপ্‌পতি, পেচ্চ তপ্‌পতি,

পাপকারী উভয়ত্থ তপ্‌পতি,

পাপং মে কতং'তি তপ্‌পতি,

ভিয্যো তপ্‌পতি দুগ্‌গতিং গতো ।১৭

পাপী ইহলোক ও পরলোক উভয়লোকেই মনস্তাপ ভোগ

করে। আমার দ্বারা পাপকর্ম করা হইয়াছে, এই ভাবিয়া সে অনুতপ্ত হয় এবং দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়া অধিকতর সন্তপ্ত হয়।

১৮ ইধ নন্দতি, পেচ্চ নন্দতি,

কতপুঞ্ঞো উভয়ত্থ নন্দতি ;

পুঞ্ঞং মে কতন্তি নন্দতি,

ভিয্যো নন্দতি সুগ্গতিং গতো।১৮

কৃতপুণ্য ব্যক্তি ইহলোক ও পরলোক উভয়ত্রই আনন্দিত হন। আমার দ্বারা পুণ্য করা হইয়াছে, ইহা স্মরণ করিয়া তিনি আনন্দিত হন এবং সুগতি প্রাপ্ত হইয়া তিনি পরমানন্দ লাভ করেন।

১৯ বহুংপি চে সহিতং ভাসমানো

ন তক্করো হোতি নরো পমত্তো,

গোপো'ব গাবো গণয়ং পরেসং

ন ভাগবা সামঞ্ঞস্স হোতি।১৯

রাখাল যেমন পরের গাভী গণনা করিয়াই গোরসের অধিকারী হয় না, সেইরূপ যে প্রমত্ত ব্যক্তি বহু সাহিত্য

(ধর্মগ্রন্থ) আবৃত্তি করে অথচ স্বয়ং তদনুরূপ আচরণ করে না সেও তেমনি শ্রামণ্যের অধিকারী হয় না।

২০ অপ্‌পম্পি চে সহিতং ভাসমানো
ধম্মস্‌স হোতি অনুধম্মচারী,
রাগং চ দোসং চ পহায মোহং,
সম্মপ্‌পজানো সুবিমুত্তচিত্তো
অনুপাদিযানো ইধ বা হুরং বা,
স ভাগবা সামঞ্ঞস্‌স হোতি।২০

যিনি অল্পমাত্র ধর্মগ্রন্থ আবৃত্তি করিয়াও ধর্মানুকূল জীবন গঠন করেন এবং রাগ, দ্বেষ ও মোহ পরিহারপূর্বক প্রজ্ঞাবান্ ও বিমুক্তচিত্ত হইয়া ঐহিক বা পারত্রিক কিছুতেই আকৃষ্ট হন না, তিনিই প্রকৃত শ্রামণ্যের অধিকারী।

তুলনীয় :—

স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। গীতা ২।৪০

এই ধর্মের অল্পমাত্রও মহাভয় হইতে ত্রাণ করে।

২ অপ্পমাদবগ্গো

১ অপ্পমাদো অমতপদং, পমাদো মচ্চুনো পদং,

অপ্পমত্তা ন মীয়ন্তি, যে পমত্তা যথামতা ।২১

অপ্রমাদ অমৃত ,লাভের উপায়, প্রমাদ মৃত্যুর পথ, অপ্রমত্ত ব্যক্তিরা অমর আর যাহারা প্রমত্ত তাহারা মৃতসদৃশ ।

তুলনীয় :—

১ প্রমাদং বৈ মৃত্যুমহং ব্রবীমি

তথাপ্রমাদমমৃতত্বং ব্রবীমি । মহাভারত, উদ্যোগ ৪১।৪

২ অপ্পমাদো খো একো ধম্মো । কোসল-সংযুত্ত ২।৭৮

অপ্রমাদই একমাত্র ধর্ম ।

৩ অপ্পমাদেন সম্পাদেথ ।—মহাপরিনিব্বানসুত্ত ।

অপ্রমাদের দ্বারা (স্বকর্তব্য) সম্পাদন কর ।

৪ খুদকা চ মহাৎপা চ ইমং পকমেয়ু ।

—ক্ষুদ্র গিরিলিপি অশোকানুশাসন,

ক্ষুদ্র-মহৎ সকলেই পরাক্রম (অপ্রমাদ) সহকারে কাজ করুক ।

২ এতং বিসেসতো ঞত্বা অপ্‌পমাদম্‌হি পণ্ডিতা,
অপ্‌পমাদে পমোদন্তি অরিয়ানং গোচরে রতা ।২২

অপ্রমত্ততার এই বৈশিষ্ট্য জ্ঞাত হইয়া পণ্ডিতগণ আর্যদের আচরিত ধর্মে রত থাকেন এবং অপ্রমাদে প্রমোদিত হন ।

৩ তে ঝায়িনো সাততিকা নিচ্চং দল্‌হপরাক্‌কমা,
ফুসন্তি ধীরা নিব্বানং যোগক্‌খেমং অনুত্তরং ।২৩

যাঁহারা ধ্যানপরায়ণ, সতত উদ্যোগী ও নিত্য দৃঢ়পরাক্রমশালী, সেই ধীর ব্যক্তিগণ অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ প্রত্যক্ষ করেন ।

তুলনীয় :—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং জনাঃ পর্যুপাসতে ।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌ ॥
—গীতা ৯।২২

যাহারা অনন্যচিত্ত হইয়া আমাকে উপাসনা করেন, সেই নিত্যাভিযুক্তদের যোগক্ষেম আমিই বহন করি ।

৪ উট্‌ঠানবতো সতিমতো সুচিকম্মস্‌স নিসম্মকারিনো,
সঞ্‌ঞতস্‌স চ ধম্মজীবিনো
অপ্‌পমত্তস্‌স যসো'ভিবড্‌ঢতি ।২৪

যিনি উত্তমশীল, স্মৃতিমান্, পবিত্রকর্মা ও বিশেষ বিবেচনা সহকারে কার্য সম্পাদন করেন এবং যিনি সংযত ও ধর্মতঃ জীবিকা নির্বাহ করেন, সেই অপ্রমত্ত ব্যক্তির যশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

৫ উট্‌ঠানেন'প্পমাদেন সঞ্ঞমেন দমেন চ

দীপং কয়িরাথ মেধাবী যং ওঘো নাভিকীরতি। ২৫

উত্থান, অপ্রমাদ, সংযম ও ইন্দ্রিয়দমন দ্বারা মেধাবী নিজের জন্য এমন দ্বীপ বা প্রতিষ্ঠা গঠন করিতে সমর্থ হন, যাহাকে সংসারস্রোত বিধ্বস্ত করিতে পারে না।

তুলনীয় :—

ত্রিনি অমুতপদানি সুঅনুঠিতানি

নয়ংতি স্বগ দম চাগ অপ্রমাদ।

—বেসনগর গরুড়স্তম্ভলিপি [খৃ-পূ ১ম শতাব্দী]

দম, ত্যাগ ও অপ্রমাদ, এই তিনটি অমৃতপদ সুঅনুষ্ঠিত হইলে স্বর্গ লাভ হয়।

৬ পমাদমনুযুঞ্জন্তি বালা দুম্মেধিনো জনা,

অপ্পমাদঞ্চ মেধাবী ধনং সেট্‌ঠং'ব রক্‌খতি।২৬

অজ্ঞ ও দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা প্রমাদে অনুরক্ত হয়, কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তি অপ্রমাদকে শ্রেষ্ঠ ধনের ন্যায় সযত্নে রক্ষা করেন।

৭ মা পমাদমনুযুঞ্জেথ, মা কামরতিসন্থবং ;
অপ্‌পমত্তো হি ঝায়ন্তো
পপ্‌পোতি বিপুলং সুখং ।২৭

কখনও প্রমাদের অনুসরণ করিও না, কাম ও রতি সম্ভোগে অনুরক্ত হইও না। যিনি অপ্রমত্তভাবে ধ্যান করেন তিনি পরম সুখের অধিকারী হন।

৮ পমাদং অপ্‌পমাদেন যদা নুদতি পণ্ডিতো,
পঞ্ঞাপাসাদমারুয্‌হ অসোকো সোকিনিং পজং,
পব্বতট্‌ঠো'ব ভুম্মট্‌ঠে, ধীরো বালে অবেক্‌খতি ।২৮

পণ্ডিত লোক অপ্রমাদের দ্বারা যখন প্রমাদকে অপনোদন করেন, তখন পর্বতারূঢ় ব্যক্তি যেমন ভূমিস্থ জনগণকে অবলোকন করেন, তদ্রূপ তিনি প্রজ্ঞারূপ প্রাসাদে আরোহণ করিয়া স্বয়ং শোকরহিত হইয়া শোকসন্তপ্ত জনসাধারণকে অবলোকন করেন।

৯ অপ্পমত্তো পমত্তেসু সুত্তেসু বহুজাগরো
অবলস্সং'ব সীঘস্সো হিত্বা যাতি সুমেধসো। ২৯

প্রমত্তদের মধ্যে যিনি অপ্রমত্ত, নিদ্রিতদের মধ্যে যিনি নিত্যজাগ্রত, দুর্বল অশ্বকে অতিক্রমকারী দ্রুতগামী অশ্বের ন্যায় সেই মেধাবী ব্যক্তি প্রমত্তগণকে অতিক্রম করিয়া (ধর্মপথে) অগ্রসর হন।

তুলনীয় :—
যা নিশা সর্বভুতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।—গীতা ২।৬৯
যাহা সকলের পক্ষে নিশাকাল অর্থাৎ সুপ্তির সময়, তখনই সংযমী জাগরূক থাকেন।

১০ অপ্পমাদেন মঘবা দেবানং সেট্‌ঠতং গতো,
অপ্পমাদং পসংসন্তি পমাদো গরহিতো সদা। ৩০

মঘবা (ইন্দ্র) অপ্রমাদের দ্বারা দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। পণ্ডিতেরা অপ্রমাদকে প্রশংসা করেন; প্রমাদ সর্বদা নিন্দার্হ।

১১ অপ্পমাদরতো ভিক্‌খু পমাদে ভয়দস্সি বা
সঞ্ঞোজনং অণুং থূলং ডহং অগ্গী'ব গচ্ছতি। ৩১

যে ভিক্ষু অপ্রমাদে রত তথা প্রমাদে ভয়দর্শী, তিনি স্থূল-সূক্ষ্ম বন্ধন (সংযোজন) সমূহ অগ্নির ন্যায় দগ্ধ করিতে করিতে অগ্রসর হন।

১২ অপ্পমাদরতো ভিক্খু পমাদে ভয়দস্সি বা
অভব্বো পরিহাণায় নিব্বানস্সেব সন্তিকে। ৩২

যে ভিক্ষু অপ্রমাদে রত তথা প্রমাদে ভয়দর্শী, সাধনমার্গ হইতে তাঁহার পতন অসম্ভব, তিনি নির্বাণের নিকটবর্তী হইয়াছেন।

৩ চিত্তবগ্গো

১ ফন্দনং চপলং চিত্তং দুরক্খং দুন্নিবারয়ং,
উজুং করোতি মেধাবী উসুকারো'ব তেজনং। ৩৩

শরনির্মাতা তীরের ফলাকে যেমন সোজা করে, জ্ঞানী পুরুষ স্পন্দনশীল, চঞ্চল, দুরক্ষণীয় ও দুর্নিবার্য চিত্তকে সেইরূপ সরল করেন।

২ বারিজো'ব থলে খিত্তো ওকমোকত উব্‌ভতো,

পরিফন্দতি'দং চিত্তং মারধেয্যং পহাতবে। ৩৪

জলাবাস হইতে উদ্ধৃত এবং স্থলে নিক্ষিপ্ত মৎস্যের ন্যায় এই চিত্ত ও মাররাজ্য ছাড়িবার নিমিত্ত ব্যাকুল হয়।

৩ দুন্নিগ্‌গহস্‌স লহুনো যত্থকামনিপাতিনো

চিত্তস্‌স দমথো সাধু চিত্তং দন্তং সুখাবহং। ৩৫

দুর্দমনীয়, লঘুগতি, যথেচ্ছবিচরণশীল চিত্তের দমন মঙ্গলজনক ; দমিত চিত্ত সুখাবহ হয়।

৪ সুদুদ্দসং সুনিপুণং যত্থকামনিপাতিনং,

চিত্তং রক্‌খেয্য মেধাবী চিত্তং গুত্তং সুখাবহং। ৩৬

বিজ্ঞব্যক্তি অতি দুর্বোধ্য, সুদক্ষ ও যথেচ্ছবিচরণশীল চিত্তকে রক্ষা করিবেন ; সুরক্ষিত চিত্ত সুখাবহ হয়।

৫ দূরংগমং একচরং অসরীরং গুহাসয়ং,

যে চিত্তং সঞ্‌ঞমেস্‌সন্তি মোক্‌খন্তি মারবন্ধনা।৩৭

দূরগামী, একচর, অশরীর ও হৃদয়গুহাশ্রিত চিত্তকে যাঁহারা সংযত করেন, তাঁহারা মারবন্ধন হইতে মুক্ত হন।

৬ অনবট্ঠিতচিত্তস্স সদ্ধম্মং অবিজানতো
পরিপ্লবপসাদস্স পঞ্ঞা ন পরিপূরতি ।৩৮

যাহার চিত্ত অনবস্থিত, যে ব্যক্তি সদ্ধর্মানভিজ্ঞ ও যাহার প্রসন্নতা বিক্ষুব্ধ, তাহার প্রজ্ঞা কখনও পরিপূর্ণ হয় না।

৭ অনবস্সুতচিত্তস্স অনন্বাহতচেতসো,
পুঞ্ঞপাপপহীনস্স নত্থি জাগরতো ভয়ং ।৩৯

যাহার চিত্ত অনাসক্ত ও অবিচলিত, যিনি পাপ-পুণ্যের বন্ধন পরিহার করিয়াছেন, সেই জাগ্রত ব্যক্তির পতনভয় আর থাকে না।

৮ কুম্ভূপমং কায়মিমং বিদিত্বা
নগরূপমং চিত্তমিদং ঠপেত্বা,
যোধেথ মারং পঞ্ঞায়ুধেন
জিতঞ্চ রক্খে অনিবেসনো সিয়া ।৪০

এই দেহকে কুম্ভবৎ (ভঙ্গুর) মনে করিয়া, এই চিত্তকে নগরের ন্যায় সুরক্ষিত করিয়া প্রজ্ঞাস্ত্র দ্বারা মারের সহিত

যুদ্ধ কর, এইরূপে বিজিত ধনকে সযত্নে রক্ষা কর; কিন্তু তৎপ্রতি আসক্তি রাখিও না।

৯ অচিরং বত'য়ং কায়ো পঠবিং অধিসেস্সতি
ছুদ্ধো অপেতবিঞ্ঞাণো নিরত্থং'ব কলিঙ্গরং ।৪১

হায়! অচিরে এই দেহ বিজ্ঞানহীন হইয়া তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় ধরাশায়ী হইবে।

১০ দিসো দিসং যং তং কয়িরা বেরী বা পন বেরিনং,
মিচ্ছাপণিহিতং চিত্তং পাপিয়ো নং ততো করে ।৪২

বৈরী বৈরীর বা শত্রু শত্রুর যতখানি (অনিষ্ট) করে, মিথ্যায় আকৃষ্ট চিত্ত মানুষের তদপেক্ষা অধিক ক্ষতি করিয়া থাকে।

১১ ন তং মাতা পিতা কয়িরা অঞ্ঞে বাপি চ ঞাতকা,
সম্মাপণিহিতং চিত্তং সেয্যসো নং ততো করে। ৪৩

মাতাপিতা কিংবা অপর জ্ঞাতিবর্গ যে উপকার মানুষের করিতে পারে না, সত্যনিবিষ্ট চিত্ত তাহার ততোধিক উপকার করে।

৪ পুপ্‌ফবগ্‌গো

১ কো ইমং পঠবিং বিজেস্‌সতি

যমলোকঞ্চ ইমং সদেবকং ?

কো ধম্মপদং সুদেসিতং

কুসলো পুপ্‌ফমিব পচেস্‌সতি ? ৪৪

কে দেবলোক ও যমলোক সহ এই পৃথিবী জয় করিবে ? দক্ষ মালাকারের পুষ্প চয়নের ন্যায় কে সুদেশিত ধর্মপদ সঞ্চয় করিবে ?

২ সেখো পঠবিং বিজেস্‌সতি যমলোকঞ্চ ইমং সদেবকং,

সেখো ধম্মপদং সুদেসিতং

কুসলো পুপ্‌ফমিব পচেস্‌সতি। ৪৫

শৈক্ষ্য (শিক্ষাব্রতী·) দেবলোক সহ এই পৃথিবী ও যমলোক জয় করিবেন। সুনিপুণ মালাকারের পুষ্প চয়নের ন্যায় শিক্ষার্থী সুদেশিত ধর্মপদ সঞ্চয় করিবেন।

৩ ফেণূপমং কায়মিমং বিদিত্বা

মরীচিধম্মং অভিসম্বুধানো,

ছেত্বান মারস্স পপুপ্ফকানি
অদস্সনং মচ্চুরাজস্স গচ্ছে। ৪৬

যিনি এই শরীরকে ফেনপিণ্ড ও মরীচিকার ন্যায় (অনিত্য ও মিথ্যা বলিয়া) সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করেন, তিনি মারের ফুলশর (পঞ্চকামে আসক্তি) ছেদন করিয়া মৃত্যুর অধিকারের বাহিরে গমন করেন।

৪ পুপ্ফানি হেব পচিনন্তং ব্যাসত্তমনসং নরং,
সুত্তং গামং মহোঘো'ব মচ্চু আদায় গচ্ছিত।৪৭

[ভোগের] পুষ্পচয়নে নিরত আসক্তচিত্ত ব্যক্তি—প্রবল স্রোতে প্লাবিত সুপ্ত গ্রামের ন্যায়—[কামনার অতৃপ্ত অবস্থায় সহসা] মৃত্যুর কবলে পতিত হয়।

তুলনীয় :—

সঞ্চিন্বানকমেবৈনং কামানামবিতৃপ্তকম্।
বৃকীবোরণমাসাদ্য মৃত্যুরাদায় গচ্ছতি॥

—মহাভারত, শান্তিপর্ব ৩২১।২০

বৃকী যেমন মেষ লইয়া পলায়ন করে, মৃত্যু তেমনই সঞ্চয় নিরত অতৃপ্তকাম ব্যক্তিদিগকে লইয়া প্রস্থান করে।

৫ পুপ্‌ফানি হেব পচিনন্তং ব্যাসত্তমনসং নরং,
অতিত্তং য়েব কামেসু অন্তকো কুরুতে বসং ।৪৮

[ভোগের] পুষ্পচয়নরত আসক্তমনা ব্যক্তিকে কামনার অতৃপ্ত অবস্থাতেই মৃত্যু অধিকার করে ।

৬ যথাপি ভমরো পুপ্‌ফং বণ্ণগন্ধং অহেঠয়ং,
পলেতি রসমাদায় এবং গামে মুনী চরে ।৪৯

ভ্রমর যেমন পুষ্পের বর্ণগন্ধ নষ্ট না করিয়া মধু আহরণ করিয়া যায়, ভিক্ষুও ঐভাবে লোকালয়ে বিচরণ করিবেন।

৭ ন পরেসং বিলোমানি ন পরেসং কতাকতং,
অত্তনো'ব অবেক্‌খেয্য কতানি অকতানি চ ।৫০

পরের বিচ্যুতির প্রতি কিংবা পরের কৃত ও অকৃত কার্যের প্রতি লক্ষ্য করিবে না ; নিজের কৃত ও অকৃত কার্যাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

৮ যথাপি রুচিরং পুপ্‌ফং বণ্ণবন্তং অগন্ধকং,
এবং সুভাসিতা বাচা অফলা হোতি অকুব্বতো ।৫১

যেমন সুন্দর বর্ণসম্পন্ন পুষ্প গন্ধবিহীন হইলে নিরর্থক হয়, সেইরূপ সুভাষিত বাক্য ও কার্যে পরিণত না করিলে নিষ্ফল হয়।

৯ যথাপি রুচিরং পুপ্‌ফং বণ্ণবন্তং সগন্ধকং,
এবং সুভাসিতা বাচা সফলা হোতি সকুব্বতো।৫২

যেমন মনোহর বর্ণবিশিষ্ট পুষ্প সুগন্ধযুক্ত হইলে সার্থক হয়, তদ্রূপ সুভাষিত বাক্যও কার্যে পরিণত হইলে সফল হয়।

১০ যথাপি পুপ্‌ফরাসিম্‌হা কয়িরা মালাগুণে বহু,
এবং জাতেন মচ্চেন কত্তব্বং কুসলং বহুং।৫৩

যেমন পুষ্পরাশি হইতে নানাবিধ মাল্য প্রস্তুত করা যায়, তদ্রূপ যে মানবজন্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহারও বহুবিধ সৎকর্ম্ম করা উচিত।

১১ ন পুপ্‌ফগন্ধো পটিবাতমেতি
ন চন্দনং তগর মল্লিকা বা,
সতঞ্চ গন্ধো পটিবাতমেতি
সব্বা দিসা সপ্‌পুরিসো পবাতি।৫৪

পুষ্পগন্ধ বায়ুর প্রতিকূলে প্রবাহিত হয় না; চন্দন কিংবা টগর মল্লিকা প্রভৃতির গন্ধও না; কিন্তু সৎলোকের গুণসুরভি বায়ুর প্রতিকূলেও গমন করে; সৎপুরুষ সকল দিকেই পরিব্যাপ্ত হন।

১২ চন্দনং তগরং বা'পি উপ্‌পলং অথ বস্‌সিকী,

এতেসং গন্ধ জাতানং সীলগন্ধো অনুত্তরো ।৫৫

চন্দন, টগর, উৎপল কিংবা চামেলী প্রভৃতি সুগন্ধরাশি অপেক্ষা শীলবান্ ব্যক্তির শীলসৌরভ উৎকৃষ্টতম।

১৩ অপ্‌পমত্তো অয়ং গন্ধো যা'য়ং তগরচন্দনী,

যো চ সীলবতং গন্ধো বাতি দেবেসু উত্তমো ।৫৬

টগর কিংবা চন্দনের সুগন্ধ অল্পমাত্র। চরিত্রবানের উত্তম গুণসৌরভ দেবতাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়।

১৪ তেসং সম্পন্নসীলানং অপ্‌পমাদ্‌বিহারিনং.

সম্‌মদঞ্‌ঞা বিমুত্তানং মারো মগ্‌গং ন বিন্দতি ।৫৭

যাঁহাদের শীল পরিপূর্ণ, যাঁহারা অপ্রমত্ত এবং সম্যক্‌রূপে

সত্য জ্ঞাত হইয়া বিমুক্ত হইয়াছেন, মার তাঁহাদের গতিপথ জানিতে পারে না।

১৫ যথা সংকারধানস্মিং উজ্ঝিতস্মিং মহাপথে,
পদুমং তত্থ জায়েথ সুচিগন্ধং মনোরমং ।৫৮

১৬ এবং সংকারভূতেসু অন্ধভূতে পুথুজ্জনে,
অতিরোচতি পঞ্ঞায় সম্মাসম্বুদ্ধসাবকো ।৫৯

রাজপথে পরিত্যক্ত আবর্জনারাশির মধ্যে যেমন ক্বচিৎ পবিত্র সুগন্ধযুক্ত মনোরম পদ্ম জন্মে, তেমনি আবর্জনারূপ অজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াও সম্যক্‌সম্বুদ্ধের শ্রাবক প্রজ্ঞাদীপ্তিতে বিরাজ করেন।

৫ বালবগ্গো

১ দীঘা জাগরতো রত্তি দীঘং সন্তস্স যোজনং,
দীঘো বালানং সংসারো সদ্ধম্মং অবিজানতং ।৬০

যে ব্যক্তি জাগিয়া থাকে তাহার রাত্রি দীর্ঘ হয়; শ্রান্ত

ব্যক্তির পথ দীর্ঘ হয়; সদ্ধর্মানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সংসার ।ণ দীর্ঘ হয়।

২ চরংচে নাধিগচ্ছেয্য সেয্যং সদিসমত্তনো,
একচরিয়ং দল্হং কয়িরা নত্থি বালে সহায়তা ।৬১

[সংসারযাত্রায়] যদি নিজের সদৃশ কিংবা উন্নততর সঙ্গী লা' না হয় তবে দৃঢ়তার সহিত একাই চলিবে; মূর্খের সং সাহচর্য হয় না।

৩ পুত্তামত্থি ধনমত্থি ইতি বালো বিহঞ্ঞতি,
অত্তাহি অত্তনো নত্থি কুতো পুত্তো কুতো ধনং ?৬২

আমার পুত্র আছে, আমার ধন আছে এইরূপ চিন্তা করিয়া অজ্ঞ লোক দুঃখ পায়; আপনই আপনার নহে, পুত্র কিংবা ধন কিরূপে (আপন) হইবে ?

৪ যো বালো মঞ্ঞতি বাল্যং পণ্ডিতো বা'পি তেন সো,
বালো চ পণ্ডিতমানী স বে বালো' তি বুচ্চতি ।৬৩

যে মূর্খ নিজের অজ্ঞতা সম্বন্ধে সচেতন, তদ্বারা সে

সেই পরিমাণে পণ্ডিত, কিন্তু যে মূর্খ নিজেকে পণ্ডিত বলিয়া অভিমান করে সে-ই যথার্থ মূর্খ বলিয়া কথিত হয়।

৫ যাব জীবংপি চে বালো পণ্ডিতং পয়িরুপাসতি,
ন সো ধম্মং বিজানাতি দব্‌বী সূপ্‌রসং যথা ।৬৪

দর্বী (চামচ) যেমন স্থপরস জানিতে পারে না, সেইরূপ মূর্খ আজীবন পণ্ডিতসান্নিধ্যে বাস করিয়াও ধর্ম কি বস্তু জানিতে পারে না।

৬ মুহুত্তমপি চে বিঞ্‌ঞূ পণ্ডিতং পয়িরুপাসতি,
খিপ্‌পং ধম্মং বিজানাতি জিব্‌হা সূপরসং যথা ।৬৫

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যদি মুহূর্তকালের জন্যেও পণ্ডিতের সাহচর্য করেন, জিহ্বার স্থপরস আস্বাদনের ন্যায় অচিরেই তিনি ধর্মতত্ত্ব উপলব্ধি করেন।

৭ চরন্তি বালা দুম্মেধা অমিত্তেনে'ব অত্তনা,
করোন্তা পাপকং কম্মং যং হোতি কটুকপ্‌ফলং ।৬৬

মন্দবুদ্ধি মূর্খগণ দুঃখ-ফলপ্রসূ পাপকর্ম করিয়া নিজের শত্রুরই সাহচর্য করে।

৮ ন তং কম্মং কতং সাধু যং কত্বা অনুতপ্পতি,
যস্স অস্সুমুখো রোদং বিপাকং পটিসেবতি।৬৭

যাহা করিয়া পরে অনুতাপ করিতে হয়, অশ্রুমুখে রোদন করিয়া যে কাজের ফল ভোগ করিতে হয়. সেইরূপ কর্ম না করাই ভাল।

৯ তংচ কম্মং কতং সাধু যং কত্বা নানুতপ্পতি,
যস্স পতীতো সুমনো বিপাকং পটিসেবতি।৬৮

যাহা করিয়া অনুতাপ করিতে হয় না, যে কাজের ফল সানন্দে ও প্রসন্নমনে ভোগ করিতে পারা যায়, সেইরূপ কর্মই করা ভাল।

১০ মধু'ব মঞ্ঞতি বালো যাব পাপং ন পচ্চতি,
যদা চ পচ্চতি পাপং অথ বালো দুক্খং নিগচ্ছতি।৬৯

যতদিন পাপ পরিণতি লাভ না করে ততদিন মূর্খ উহাকে মধুময় মনে করে, কিন্তু পাপ যখন পরিণত হয় তখন মূর্খকে দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

১১ মাসে মাসে কুসগ্গেন বালো ভুঞ্জেথ ভোজনং,
ন সো সংখতধম্মানং কলং অগ্ঘতি সোলসিং ।৭০

মূর্খ যদি (তপশ্চর্যাকল্পে) মাসে মাসে কুশাগ্রের দ্বারা (একবারমাত্র) আহার করে, তথাপি সে জ্ঞাতধর্মা ব্যক্তির ষোল কলার এক কলার যোগ্যও হয় না।

১২ ন হি পাপং কতং কম্মং সজ্জু খীরং'ব মুচ্চতি,
ডহন্তং বালমন্বেতি ভস্মাচ্ছন্নো'ব পাবকো ।৭১

স্বকৃত পাপকর্ম সদ্য দুগ্ধের ন্যায় সহসা বিনষ্ট হয় না, ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নির ন্যায় উহা মূর্খকে দহন করিতে করিতে তাহার অনুসরণ করে।

১৩ যাবদেব অনথায় ঞত্তং বালস্স জায়তি,
হন্তি বালস্স সুক্কংসং মুদ্ধমস্স বিপাতয়ং ।৭২

কেবলমাত্র অনর্থের জন্যই মূর্খ লোকের শিল্পজ্ঞান জন্মে; উহা [মূর্খের প্রজ্ঞা] শির নিপাত করিয়া তাহার সৌভাগ্য নাশ করে।

১৪ অসতং ভাবনমিচ্ছেয্য পুরেক্‌খারঞ্চ ভিক্‌খুসু,
আবাসেসু চ ইস্‌সরিয়ং পূজা পরকুলেসু চ।৭৩

[নির্বোধ ভিক্ষু] যে সম্মান প্রাপ্য নহে উহা লাভের ইচ্ছা করে, ভিক্ষুদের মধ্যে প্রাধান্য, বিহারে আধিপত্য ও গৃহীদের পূজা লাভের প্রত্যাশা করে।

১৫ মমেব কতমঞ্‌ঞন্তু গিহী পব্বজিতা উভো
মমেবাতিবসা অস্‌সু কিচ্চাকিচ্চেসু কিস্মিচি।
ইতি বালস্‌স সংকপ্‌পো ইচ্ছা মানো চ বড্‌ঢতি।৭৪

গৃহী ও প্রব্রজিত উভয়েই [বিহারের যাবতীয়] কাজ আমার দ্বারা কৃত মনে করুক, সমস্ত কর্তব্যাকর্তব্যে আমারই বশবর্তী হউক—এইরূপে নির্বোধের সঙ্কল্প, আকাঙ্ক্ষা ও অভিমান বৃদ্ধি পায়।

১৬ অঞ্‌ঞা হি লাভূপনিসা অঞ্‌ঞা নিব্বানগামিনী,
এবমেতং অভিঞ্‌ঞায় ভিকখু বুদ্ধস্‌স সাবকো
সক্কারং নাভিনন্দেয্য বিবেকমনুব্রূহয়ে।৭৫

লাভের উপায় এক, নির্বাণের উপায় আর—ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া বুদ্ধশ্রাবক ভিক্ষু সম্মান [সৎকার] কামনা করিবনে না। তিনি অনাসক্তি [বিবেক] অনুশীলন করিবেন।

৬ পণ্ডিতবগ্‌গো

১ নিধীনং'ব পবত্তারং যং পস্‌সে বজ্‌জদস্‌সিনং,
নিগ্‌গয়্‌হবাদিং মেধাবিং তাদিসং পণ্ডিতং ভজে ;
তাদিসং ভজমানস্‌স সেয়্যো হোতি ন পাপিয়ো ।৭৬

যিনি [তোমার] ত্রুটি প্রদর্শন করেন ও তজ্জন্য ভৎর্সনা করেন, সেই মেধাবীকে গুপ্তনিধিপ্রদর্শকের ন্যায় দেখিবে। যে ব্যক্তি তাদৃশ পণ্ডিতকে ভজনা করে তাহার মঙ্গলই হয়, অমঙ্গল হয় না।

২ ওবদেয়্যানুসাসেয়্য অসব্ভা চ নিবারয়ে,
সতং হি সো পিয়ো হোতি অসতং হোতি
অপ্‌পিয়ো ।৭৭

যিনি উপদেশ দেন, অনুশাসন করেন এবং অসভ্যতা নিবারণ করেন তিনি অসতের অপ্রিয় এবং সৎলোকের প্রিয় হন।

৩ ন ভজে পাপকে মিত্তে ন ভজে পুরিসাধমে,
ভজেথ মিত্তে কল্যাণে ভজেথ পুরিসুত্তমে ।৭৮

পাপী মিত্রের সংসর্গ করিবে না, নরাধম ব্যক্তির সংসর্গ করিবে না; কল্যাণমিত্রদের ও পুরুষোত্তমদের সংসর্গ করিবে।

৪ ধম্মপীতি সুখং সেতি বিপ্পসন্নেন চেতসা,
অরিয়প্পবেদিতে ধম্মে সদা রমতি পণ্ডিতো ।৭৯

ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি প্রসন্নচিত্তে সুখে বাস করেন; পণ্ডিতব্যক্তি আর্যোপদিষ্ট ধর্মে সর্বদা রত থাকেন।

৫ উদকং হি নয়ন্তি নেত্তিকা উসুকারা নময়ন্তি তেজনং,
দারুং নময়ন্তি তচ্ছকা অত্তানং দময়ন্তি পণ্ডিতা ।৮০

সেচকগণ জলকে [যথেচ্ছ] পরিচালিত করে, শরনির্মাতা শরকে ইচ্ছানুরূপ গঠন করে, সূত্রধরেরা কাষ্ঠখণ্ডকে আয়ত্ত করে; আর পণ্ডিতগণ দমন করেন নিজেকে।

৬ সেলো যথা একঘনো বাতেন ন সমীরতি,
এবং নিন্দাপসংসাসু ন সমিঞ্‌জন্তি পণ্ডিতা ।৮১

কঠিন পর্বত যেমন বায়ুদ্বারা কম্পিত হয় না, তদ্রূপ পণ্ডিত ব্যক্তিরা নিন্দাপ্রশংসাতে বিচলিত হন না।

৭ যথাপি রহদো গম্ভীরো বিপ্‌পসন্নো অনাবিলো,
এবং ধম্মানি সুত্বান বিপ্‌পসীসদন্তি পণ্ডিতা । ৮২

গভীর, স্বচ্ছ ও অনাবিল, হ্রদের ন্যায় পণ্ডিতব্যক্তিরা ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন হন।

৮ সব্‌থ বে সপ্‌পুরিসা চজন্তি
ন কামকামা লপয়ন্তি সন্তো,
সুখেন পুট্‌ঠা অথবা দুখেন
ন উচ্চাবচং পণ্ডিতা দস্‌সয়ন্তি ।৮৩

সৎপুরুষেরা সমস্ত আসক্তি বর্জন করেন; সন্তগণ কাম্য বস্তুর আলোচনা করেন না; তাঁহারা সুখে উল্লসিত কিংবা দুঃখে অবসন্ন হন না।

৯ ন অত্তহেতু ন পরস্‌স হেতু
ন পুত্তমিচ্ছে ন ধনং ন রট্‌ঠং,
ন ইচ্ছেয়্য অধম্মেন সমিদ্ধিমত্তনো
স সীলবা পঞ্‌ঞবা ধম্মিকো সিয়া ।৮৪

যিনি অধর্মতঃ নিজের জন্য কিংবা পরের জন্য পুত্র, ধন বা রাষ্ট্র কামনা করেন না, এমন কি আপন সমৃদ্ধিও ইচ্ছা করেন না তিনিই প্রকৃত শীলবান্‌, প্রজ্ঞবান্‌ ও ধার্মিক।

১০ অপ্‌পকা তে মনুস্‌সেসু যে জনা পারগামিনো,
অথায়ং ইতরা পজা তীরমেবানুধাবতি ।৮৫

[ধর্ম সাগরের] পারগামী মানুষের সংখ্যা নিতান্তই অল্প ; অবশিষ্ট জনতা তার তীরেই ধাবমান।

১১ যে চ খো সম্মদক্‌খাতে ধম্মে ধম্মানুবত্তিনো,
তে জনা পারমেস্‌সন্তি মচ্চুধেয়্যং সুদুত্তরং ।৮৬

যাঁহারা সুব্যাখ্যাত ধর্মানুযায়ী জীবনগঠনে প্রবৃত্ত, কেবল তাঁহারাই সুদুস্তর মৃত্যুর অধিকার উত্তীর্ণ হইয়া পরপারে গমন করিবেন।

১২ কণ্হং ধম্মং বিপ্পহায় সুক্কং ভাবেথ পণ্ডিতো,
ওকা অনোকং আগম্ম বিবেকে যত্থ দূরমং ।৮৭
১৩ তত্রাভিরতিমিচ্ছেয্য, হিত্বা কামে অকিঞ্চনো
পরিয়োদপেয্য অত্তানং চিত্তক্লেসেহি পণ্ডিতো ।৮৮

পণ্ডিত অসত্য (কৃষ্ণ) ধর্ম ত্যাগ করিয়া সত্য (শুক্ল) ধর্ম অনুসরণ করিবেন ; আগার হইতে অনাগারত্ব লাভ করিয়া যে নিঃসঙ্গতায় (বিবেকে) আনন্দলাভ দুঃসাধ্য সেই নিঃসঙ্গতাতেই তিনি অভিরতি (আনন্দ) লাভের সাধনা করিবেন ; কামনা ত্যাগ করিয়া ও অকিঞ্চন হইয়া পণ্ডিত চিত্তক্লেশ হইতে নিজেকে পরিশুদ্ধ রাখিবেন।

১৪ যেসং সম্বোধিঅঙ্গেসু সম্মা চিত্তং সুভাবিতং,
আদান-পটিনিস্সগ্গে অনুপাদায় যে রতা
খীনাসবা জুতীমন্তো তে লোকে পরিনিব্বুতা ।৮৯

সম্বোধি-অঙ্গে যাঁহাদের চিত্ত সুগঠিত হইয়াছে, যাঁহারা গ্রহণে অনাসক্ত ও বৈরাগ্যনিরত, সেই ক্ষীণপাপ দ্যুতিমান্‌গণ ইহ জগতেই নির্বাণ লাভ করিয়াছেন।

২

৭ অরহন্তবগ্গো

১ গতদ্ধিনো বিসোকস্স বিপ্পমুত্তস্স সব্বধি
সব্বগন্থপ্পহীনস্স পরিলাহো ন বিজ্জতি।৯০

যাঁহার সংসারের পথ শেষ হইয়াছে, যিনি বিগতশোক, সর্বপ্রকারে বিমুক্ত ও সর্ববন্ধনবিহীন হইয়াছেন, তাঁহার দুঃখ [পরিদাহ] থাকে না।

২ উয়্যুঞ্জন্তি সতিমন্তো ন নিকেতে রমন্তি তে,
হংসা'ব পল্ললং হিত্বা ওকমোকং জহন্তি তে।৯১

যাঁহারা স্মৃতিমান্ ও উদ্যমশীল তাঁহারা গৃহে আসক্ত নহেন; হংস যেমন জলাশয় ত্যাগ করিয়া যায়, তাঁহারাও তেমনই গৃহ পরিত্যাগ করেন।

৩ যেসং সন্নিচয়ো নত্থি যে পরিঞ্ঞাতভোজনা,
সুঞ্ঞতো অনিমিত্তো চ বিমোক্খো যস্স গোচরো,
আকাসে'ব সকুন্তানং গতি তেসং দুরন্নয়া।৯২

যাঁহাদের সঞ্চয় নাই, যাঁহারা পরিজ্ঞাতভোজী, শূন্যতা

ও অনিমিত্ত-রূপ বিমোক্ষ যাঁহাদের গোচর হইয়াছে, আকাশে বিহঙ্গের গতির ন্যায় তাঁহাদের গতি দুর্জ্ঞেয়।

৪ যস্সা'সবা পরিক্খীণা আহারে চ অনিস্সিতো,
সুঞ্ঞতো অনিমিত্তো চ বিমোক্খো যস্স গোচরো,
আকাসে'ব সকুন্তানং পদং তস্স দুরন্নয়ং ।৯৩

যাঁহার পাপসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, যিনি আহারে অনাসক্ত, শূন্যতা ও অনিমিত্ত-রূপ বিমোক্ষ যাঁহার গোচর হইয়াছে, নভশ্চর বিহঙ্গের ন্যায় তাঁহার পদাঙ্ক নিরূপণ অসম্ভব।

৫ যস্সিন্দ্রিয়ানি সমথং গতানি
অস্সা যথা সারথিনা সুদন্তা,
পহীনমানস্স অনাসবস্স
দেবাপি তস্স পিহয়ন্তি তাদিনো ।৯৪

সারথি দ্বারা সংযত অশ্বের ন্যায় যাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ শান্ত হইয়াছে, যিনি নিরভিমান ও নিষ্কলুষ তদ্রূপ ব্যক্তিদের সাহচর্য দেবতাদেরও স্পৃহনীয়।

৬ পঠবীসমো নো বিরুজ্ঝতি
ইন্দখীলূপমো তাদি সুব্বতো,
রহদো'ব অপেতকদ্দমো
সংসারা ন ভবন্তি তাদিনো ।৯৫

যিনি পৃথিবীর ন্যায় অক্ষুব্ধ, স্তম্ভের [ইন্দ্রখীল] ন্যায় দৃঢ়, সরোবরের ন্যায় অনাবিল তাদৃশ ব্যক্তির সংসার [জন্মান্তর] হয় না।

৭ সন্তং তস্স মনং হোতি সন্তা বাচা চ কম্মঞ্চ,
সম্মদঞ্ঞাবিমুত্তস্স উপসন্তস্স তাদিনো ।৯৬

যিনি সম্যক্‌জ্ঞানবিমুক্ত ও শান্ত হইয়াছেন, তাঁহার মন, বাক্য ও কার্য শান্ত হয়।

৮ অস্সদ্ধো অকতঞ্ঞূ চ সন্ধিচ্ছেদো চ যো নরো,
হতাবকাসো বন্তাসো সবে উত্তমপোরিসো ।৯৭

যিনি অন্ধবিশ্বাসহীন [অশ্রদ্ধ], যিনি অকৃতজ্ঞ [নির্বাণজ্ঞ], যাঁহার বন্ধনছিন্ন, [পুনর্জন্মের] অবকাশ নষ্ট এবং কামনা নিবৃত্ত হইয়াছে—তিনিই পুরুষোত্তম।

৯ গামে বা যদি বা'রঞ্ঞে নিন্নে বা যদি বা থলে,
যত্থা'রহন্তো বিহরন্তি তং ভূমিং রামণেয়্যকং।৯৮

গ্রামে কিংবা অরণ্যে, নিম্নে কিংবা [উচ্চ] ভূমিতে—যেখানেই অর্হতগণ অবস্থান করেন—সে স্থানই রমণীয়।

১০ রমণীয়ানি অরঞ্ঞানি যত্থ ন রমতি জনো,
বীতরাগা রমিস্সন্তি ন তে কামগবেসিনো।৯৯

সাধারণ লোক যেখানে আনন্দ পায় না, সেই অরণ্যসকল রমণীয়; বীতরাগ ব্যক্তিগণ তথায় আনন্দানুভব করেন—কারণ তাঁহারা কামান্বেষী নহেন।

৮ সহস্সবগ্গো

১ সহস্সমপি চে বাচা অনত্থপদসংহিতা,
একং অত্থপদং সেয়্যো যং সুত্বা উপসম্মতি।১০০

অর্থহীন সহস্র বাক্য অপেক্ষা একটিমাত্র সার্থক বাক্য—যাহা শুনিয়া লোকে শান্তিলাভ করে—তাহাই শ্রেয়।

২ সহস্‌সম্‌পি চে গাথা অনত্থপদসংহিতা,
একং গাথাপদং সেয়্যো যং সুত্বা উপসম্মতি ।১০১

অর্থহীন পদযুক্ত সহস্র গাথা অপেক্ষা একটি গাথাই শ্রেয়ঃ—যাহা শুনিয়া লোকে শান্তিলাভ করে।

৩ যো চ গাথাসতং ভাসে অনত্থপদসংহিতা,
একং ধম্মপদং সেয়্যো যং সুত্বা উপসম্মতি ।১০২

অর্থহীন শত গাথা অপেক্ষা একটি ধর্মপদ ও শ্রেয়, [কারণ] উহা শুনিয়া লোকে শাস্তি লাভ করে।

৪ যো সহস্‌সং সহস্‌সেন সঙ্গামে মানুসে জিনে,
একঞ্চ জেয়্যমত্তানং স বে সঙ্গামজুত্তমো ।১০৩

যে ব্যক্তি সংগ্রামে সহস্র সহস্র মানুষকে জয় করে তাহার তুলনায় যিনি কেবলমাত্র নিজেকে জয় করেন—তিনিই সর্বোত্তম সংগ্রামজয়ী।

৫ অত্তা হবে জিতং সেয়্যো যা চা'য়ং ইতরা পজা,
অত্তদন্তস্‌স পোসস্‌স নিচ্চং সঞ্ঞতচারিনো। ১০৪

৬ নেব দেবো ন গন্ধব্বো ন মারো সহব্রহ্মুনা,
জিতং অপজিতং কয়িরা তথারূপস্‌স জন্তুনো । ১০৫

অপর সকলকে জয় করা অপেক্ষা আত্মজয়ই শ্রেষ্ঠ; নিত্যসংযমী, আত্মজয়ী ও তথাবিধ পুরুষের জয়কে ব্রহ্মাসহ দেবতা, মার ও গন্ধর্ব কেহই অপজয় করিতে পারে না।

৭ মাসে মাসে সহস্‌সেন যো যজেথ সতং সমং
একঞ্চ ভাবিতত্তানং মুহুত্তমপি পূজয়ে,
সায়েব পূজনা সেয়্যো যঞ্চে বস্‌সসতং হুতং ।১০৬

প্রতিমাসে সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া শতবর্ষ যজ্ঞানুষ্ঠান করা এবং কোনও ভাবিতাত্মা (সাধনসিদ্ধ) পুরুষকে মুহূর্তের জন্যও পূজা করা—(এই দুইএর মধ্যে) সেই পূজাই শতবর্ষের আহুতি অপেক্ষা শ্রেয়।

৮ যো চে বস্‌সসতং জন্তু অগ্‌গিং পরিচরে বনে,
একঞ্চ ভাবিতত্তানং মুহুত্তমপি পূজয়ে,
সায়েব পূজনা সেয়্যো যঞ্চে বস্‌সসতং হুতং ।১০৭

শতবর্ষ অরণ্যে অগ্নি-পরিচর্যা করা এবং কোনও শুদ্ধচিত্ত

ব্যক্তিকে মুহূর্তের জন্যও পূজা করা—(এই দুইএর মধ্যে) শতবর্ষের অগ্নিহোত্র অপেক্ষা সেই পূজাই শ্রেয়।

৯ যং কিঞ্চি য়িট্‌ঠং চ হুতং চ লোকে
সংবচ্ছরং যজেথ পুঞ্ঞপেক্‌খো,
সব্বম্‌পি তং ন চতুভাগমেতি,
অভিবাদনা উজ্‌জুগতেসু সেয়্যো ।১০৮

লোকে পুণ্যকামী হইয়া সংবৎসর কোন যজ্ঞ বা হোম করার ফল ঋজুপ্রতিপন্ন আর্যদের প্রতি অভিবাদনের ফলের এক চতুর্থাংশতুল্যও নহে ; অভিবাদনের ফলই শ্রেষ্ঠতর।

১০ অভিবাদনসীলিস্‌স নিচ্চং বদ্ধাপচায়িনো,
চত্তারো ধম্মা বড্‌ঢন্তি আয়ুবণ্ণো সুখং বলং ।১০৯

(জ্ঞান ও বয়ো) বৃদ্ধের প্রতি সতত অভিবাদন ও সম্মান প্রদর্শনকারীর আয়ু, বর্ণ, সুখ ও বল—এই চতুর্বিধ সম্পদ্‌ বৃদ্ধি হয়।

১১ যো চ বস্‌সসতং জীবে দুস্‌সীলো অসমাহিতো,
একাহং জীবিতং সেয়্যো সীলবন্তস্‌স ঝায়িনো ।১১০

যে ব্যক্তি দুঃশ্চরিত্র ও অসমাহিত হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা সচ্চরিত্র ধ্যানী ব্যক্তির একদিনের জীবনও শ্রেয়ঃ।

১২ যো চ বস্সসতং জীবে দুপ্পঞ্ঞো অসমাহিতো,
একাহং জীবিতং সেয়্যো
পঞ্ঞাবন্তস্স ঝায়িনো।১১১

যে ব্যক্তি প্রজ্ঞাহীন ও অসমাহিত হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা প্রজ্ঞাবান্ ও ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তির একদিন বাঁচিয়া থাকাও শ্রেয়ঃ।

১৩ যো চ বস্সসতং জীবে কুসীতো হীনবীরিয়ো,
একাহং জীবিতং সেয়্যো বিরিয়মারভতো দল্হং।১১২

যে ব্যক্তি অলস ও হীনবীর্য হইয়া শতবর্ষ বাঁচিয়া থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা দৃঢ়পরাক্রম ও বীর্যপরায়ণ পুরুষের একটি দিনের জীবনও শ্রেয়ঃ।

১৪ যো চ বস্সসতং জীবে অপস্সং উদয়ব্যয়ং,
একাহং জীবিতং সেয়্যো পস্সতো উদয়ব্যয়ং।১১৩

যে ব্যক্তি (পঞ্চস্কন্ধের) উদয়বিলয় পর্যবেক্ষণ না করিয়া শতবর্ষ বাঁচিয়া থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা উদয়বিলয় দর্শনকারীর একদিবসের জীবনও শ্রেয়ঃ।

১৫ যো চ বস্সসতং জীবে অপস্সং অমতং পদং,
একাহং জীবিতং সেয়্যো পস্সতো অমতং পদং।১১৪

অমৃতপদ দর্শন না করিয়া যে ব্যক্তি শতবর্ষ জীবত থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা অমৃতপদদর্শীর এক দিবসের জীবনও শ্রেয়ঃ।

১৬ যো চ বস্সসতং জীবে অপস্সং ধম্মমুত্তমং,
একাহং জীবিতং সেয়্যো পস্সতো ধম্মমুত্তমং।১১৫

যে ব্যক্তি উত্তম ধর্ম দর্শন না করিয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা যিনি ঐ ধর্ম দর্শন করিয়াছেন তাঁহার একদিনের জীবনও শ্রেয়ঃ।

৯ পাপবগ্‌গো

১ অভিত্থরেথ কল্যাণে, পাপা চিত্তং নিবারয়ে,
দন্ধং হি করোতো পুঞ্‌ঞং
পাপস্‌মিং রমতে মনো ।১১৬

কল্যাণকর্ম অতি সত্বর কর, পাপ হইতে চিত্তকে নিবৃত্ত রাখ, বিলম্বে পুণ্যকর্মকারীর মন পাপেতেই রমিত হয়।

২ পাপঞ্চে পুরিসো কয়িরা ন তং কয়িরা পুনপ্‌পুনং
ন তম্‌হি ছন্দং কয়িরাথ, দুক্‌খো পাপস্‌স
উচ্চয়ো ।১১৭

যদি কেহ [দৈবাৎ] পাপকর্ম করিয়া থাকে উহা যেন সে বারংবার না করে এবং উহাতে যেন তাহার রুচি না জন্মায়, (কারণ) পাপের সঞ্চয় দুঃখজনক ।

৩ পুঞ্‌ঞঞ্চে পুরিসো কয়িরা কয়িরাথেনং পুনপ্‌পুনং,
তম্‌হি ছন্দং কয়িরাথ সুখো পুঞ্‌ঞস্‌স উচ্চয়ো ।১১৮

যদি কেহ পুণ্যকর্ম করে, তবে উহা যেন সে পুনঃপুনঃ করে এবং উহাতে যেন রুচি জন্মায়, (কারণ) পুণ্যের সঞ্চয় সুখকর।

৪ পাপোপি পস্সতি ভদ্রং যাব পাপং ন পচ্চতি,
যদা চ পচ্চতি পাপং অথ পাপো পাপানি
পস্সতি ।১১৯

যতক্ষণ পাপকর্ম পরিপক্ক না হয় ততক্ষণ পাপী মঙ্গল দর্শন করে; কিন্তু পাপ যখন পরিপক্ক হয় তখন পাপী অমঙ্গল দেখিতে পায়।

৫ ভদ্রোপি পস্সতি পাপং যাব ভদ্রং ন পচ্চতি,
যদা চ পচ্চতি ভদ্রং অথ ভদ্রো ভদ্রানি
পস্সতি ।১২০

কল্যাণকর্ম যতদিন ফল প্রদান না করে, ততদিন অকল্যাণ মনে হয়; কিন্তু উহা যখন ফলপ্রসূ হয় তখন পুণ্যবান্ কল্যাণের সাক্ষাৎ পান।

তুলনীয় :—
অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমস্ত বিনশ্যতি ॥—মনু ৪।১৭৪

অধর্মের দ্বারা মানুষ আপাততঃ সমৃদ্ধ হয় এবং কল্যাণের দেখা পায়, অতঃপর শত্রুদেরও জয় করে, (কিন্তু পরিণামে) সমূলে বিনষ্ট হয়।

৬ মাপ্পমঞ্ঞেথ পাপস্স
ন মং তং আগমিস্সতি,
উদবিন্দুনিপাতেন উদকুম্ভোপি পূরতি ;
পূরতি বালো পাপস্স থোকথোকম্পি
আচিনং।১২১

'ইহা আমায় ফল দিবে না' এই ভাবিয়া পাপকে সামান্য মনে (অবহেলা) করিও না। বিন্দু বিন্দু বারিপাতে যেমন কুম্ভ পূর্ণ হয়, তদ্রূপ অল্প অল্প পাপ সঞ্চয় করিয়া অজ্ঞব্যক্তি পাপে পূর্ণ হয়।

৭ মাপ্পঞ্ঞেথ পুঞ্ঞস্স ন মং তং আগমিস্সতি,
উদবিন্দু নিপাতেন উদকুম্ভোপি পূরতি ;
ধীরো পূরতি পুঞ্ঞস্স থোকথোকম্পি
আচিনং।১২২

'এই পুণ্য আমায় ফল দিবে না' এই ভাবিয়া পুণ্যকার্যে অবহেলা করিও না ; বিন্দু বিন্দু জল পড়িয়া কুম্ভ পূর্ণ হয়, অল্প অল্প পুণ্য সঞ্চয় করিয়া বিজ্ঞব্যক্তি পুণ্যের পূর্ণতা সাধন করেন।

৮ বাণিজো'ব ভয়ং মগ্‌গং অপ্‌পসত্থো মহদ্ধনো,
বিসং জীবিতুকামো'ব পাপানি পরিবজ্জয়ে।১২৩

প্রচুর ধনশালী নিঃসঙ্গ বণিকের ভয়ের পথ পরিহারের ন্যায় এবং বাঁচিতে ইচ্ছুক ব্যক্তির বিষ পরিত্যাগের ন্যায় পাপসমূহ পরিবর্জন করিবে।

৯ পাণিম্‌হি চে বণো না'স্‌স হরেয্য পাণিনা বিসং,
নাব্‌বণং বিসমন্বেতি, নত্থি পাপং অকুব্বতো।১২৪

যদি হাতে ক্ষত না থাকে তবে উহা দ্বারা বিষও আহরণ করা যায় ; ব্রণহীন ব্যক্তির (দেহে) বিষ প্রবেশ করে না। প্রবৃত্তিহীন ব্যক্তির (অন্তরেও) পাপ সংক্রমিত হয় না।

১০ যো অপ্‌পদুট্‌ঠস্‌স নরস্‌স দুস্‌সতি
সুদ্ধস্‌স পোসস্‌স অনঙ্গণস্‌স,

তমেব বালং পচ্চেতি পাপং
সুখুমো রজো পটিবাতং'ব খিত্তো ।১২৫

যে নির্দোষ, নিরপরাধ, নির্মলচরিত্র লোকের অনিষ্ট করে, বায়ুর প্রতিকূলে নিক্ষিপ্ত ধূলিকণার ন্যায় কৃত পাপকর্মের ফল সেই মূর্খের নিকট প্রত্যাবর্তন করে।

১১ গব্ভমেকে উপ্পজ্জন্তি নিরয়ং পাপকম্মিনো,
সগ্গং সুগতিনো যন্তি পরিনিব্বন্তি অনাসবা ।১২৬

(মৃত্যুর পর) কেহ কেহ মাতৃগর্ভে ও পাপীরা নরকে উৎপন্ন হয়; ধার্মিক ব্যক্তিরা স্বর্গ লাভ করেন এবং ক্ষীণাস্রবগণ পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন।

১২ ন অন্তলিক্খে ন সমুদ্দমজ্ঝে
ন পব্বতানং বিবরং পবিস্স,
ন বিজ্জতি সো জগতিপ্পদেসো
যত্থট্ঠিতো মুঞ্চেয্য পাপকম্মা ।১২৭

অন্তরীক্ষে, সমুদ্রমধ্যে কিংবা পর্বতবিবরে যেখানেই প্রবেশ

কর না কেন, জগতে এমন স্থান নাই যেখানে থাকিয়া পাপকর্ম (ফলভোগ) হইতে মুক্তি পাওয়া যায়।

১৩ ন অন্তলিক্‌খে ন সমুদ্দমজ্‌ঝে
ন পব্‌বতানং বিবরং পবিস্‌স,
ন বিজ্‌জতি সো জগতিপ্‌পদেসো
যত্থট্‌ঠিতং নপ্‌পসহেয়্য মচ্চু ।১২৮

জগতে এমন কোন প্রদেশ বিদ্যমান নাই, যেখানে অবস্থিত ব্যক্তিকে মৃত্যু বিনাশ (প্রসহন) করে না—অন্তরীক্ষে নহে, সমুদ্রমধ্যে নহে, পর্বতগুহায় প্রবেশ করিয়াও নহে।

১০ দণ্ডবগ্‌গো

১ সব্বে তসন্তি দণ্ডস্‌স সব্বে ভায়ন্তি মচ্‌চুনো,
অত্তানং উপমং কত্বা ন হনেয়্য ন ঘাতয়ে ।১২৯

সকলেই দণ্ডকে ভয় করে, মৃত্যুর ভয়ে সকলেই সন্ত্রস্ত, নিজের সহিত তুলনা করিয়া কাহাকেও আঘাত কিংবা হত্যা করিবে না।

২ সব্বে তসন্তি দণ্ডস্স সব্বেসং জীবিতং পিয়ং
অত্তানং উপমং কত্বা ন হনেয্য ন ঘাতয়ে ।১৩০

সকলেই দণ্ডকে ভয় করে, জীবন সকলের প্রিয়; সুতরাং নিজের সহিত তুলনা করিয়া কাহাকেও প্রহার করিবে না কিংবা আঘাত করিবে না।

তুলনীয় :—

১। আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥

—গীতা ৬।৩২

হে অর্জুন, যিনি সকলের সুখ ও দুঃখকে সমভাবে নিজের মত মনে করিয়া দেখেন তাঁহাকে পরম যোগী বলিয়া মনে করি।

২। প্রাণা যথাত্মনোঽভীষ্টা ভূতানামপি তে তথা।
আত্মৌপম্যেন ভূতেষু দয়াং কুর্বন্তি সাধবঃ॥

—হিতোপদেশ ১ম ভাগ

নিজের প্রাণ নিজের কাছে যেমন প্রিয়, জীবগণেরও তেমনি প্রিয়। তাই সাধুরা নিজের মত করিয়া জীবে দয়া করেন।

৩ সুখকামানি ভূতানি যো দণ্ডেন বিহিংসতি,

অত্তনো সুখমেসনো পেচ্চ সো ন লভতে সুখং ।১৩১

আত্মসুখ অন্বেষণ করিয়া যে অপর সুখাভিলাষী প্রাণিগণকে দণ্ড দ্বারা হিংসা করে, পরলোকে সে কখনও সুখ লাভ করে না।

৪ সুখকামানি ভূতানি যো দণ্ডেন ন হিংসতি,

অত্তনো সুখমেসনো পেচ্চ সো লভতে সুখং ।১৩২

আত্মসুখাভিলাষী হইয়া যিনি অপরাপর সুখকামী প্রাণি-গণকে দণ্ডদ্বারা হিংসা করে না, পরলোকে তিনি নিশ্চয় সুখলাভ করিবেন।

৫ মা' বোচ ফরুসং কঞ্চি বুত্তা পটিবদেয়্যু তং,

দুক্‌খা হি সারম্ভকথা পটিদণ্ডা ফুসেয়্যু তং ।১৩৩

কাহাকেও কটু বাক্য বলিও না, যাহাদিগকে কটু কথা বলিবে তাহারাও তোমাকে কটু কথা বলিতে পারে। ক্রোধযুক্ত বাক্য [সংরম্ভবাক্য] দুঃখকর, তজ্জন্য দণ্ডের প্রতিদণ্ড তোমাকেই স্পর্শ করিবে।

৬ সচে নেরেসি অত্তানং কংসো উপহতো যথা,
এস পত্তো'সি নিব্বানং সারম্ভো তে ন বিজ্জতি।১৩৪

আঘাতপ্রাপ্ত কাংস্যের ন্যায় যদি নিজেকে নীরব রাখিতে পার তবেই তুমি নির্বাণপ্রাপ্ত ; তোমার ক্রোধজ বাদবিসম্বাদ আর থাকিবে না।

৭ যথা দণ্ডেন গোপালো গাবো পাচেতি গোচরং
এবং জরা চ মচ্চু চ আয়ুং পাচেন্তি পাণিনং।১৩৫

গোপাল যেমন দণ্ডাঘাতে গরু তাড়াইয়া গোচারণে লইয়া যায়, সেইরূপ জরা ও মৃত্যু প্রাণিদের আয়ুকে তাড়না করিতেছে।

৮ অথ পাপানি কম্মানি করং বালো ন বুজ্ঝতি,
সেহি কম্মেহি দুম্মেধো অগ্গিদড্ঢো'ব
তপ্পতি।১৩৬

নির্বোধ ব্যক্তি পাপানুষ্ঠান কালে উহার ফল সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকে, সুতরাং মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি স্বীয় কর্মদ্বারা অগ্নিদগ্ধের ন্যায় যন্ত্রণা ভোগ করে।

৯ যো দণ্ডেন অদণ্ডেসু অপ্‌পদুট্‌ঠেসু দুস্‌সতি,
দসন্নমঞ্‌ঞতরং ঠানং খিপ্‌পমেব নিগচ্ছতি।১৩৭

১০ বেদনং ফরুসং জানিং সরীরস্‌স চ ভেদনং
গরুকং বা'পি আবাধং চিত্তক্‌খেপং'ব পাপুণে।১৩৮

১১ রাজতো বা উপসগ্‌গং অব্‌ভক্‌খানং'ব দারুণং,
পরিক্‌খয়ং'ব ঞাতীনং, ভোগানং'ব পভঙ্গুনং।১৩৯

১২ অথব'স্‌স অগারানি অগ্‌গি ডহতি পাবকো,
কায়স্‌স ভেদা দুপ্‌পঞ্‌ঞো
নিরয়ং সো'পপজ্জতি।১৪০

অদণ্ডনীয় ও নিরপরাধকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া যে ব্যক্তি দণ্ডবিধান করে সেই ব্যক্তি ইহজন্মে সহসা দশবিধ অবস্থার অন্যতর লাভ করে :

তীব্র যন্ত্রণা, ধনক্ষয়, অঙ্গচ্ছেদ, পক্ষাঘাতাদি কঠিন ব্যাধি, ও চিত্তবিক্ষেপগ্রস্থ হয়। রাজা হইতে উপসর্গ বা যশঃলোপ, নিদারুণ অপবাদ, জ্ঞাতি ও সম্পত্তিবিনাশ, অথবা তাহার গৃহদাহ ঘটে ; দেহাবসানে সেই মন্দবুদ্ধি নরকে উৎপন্ন হয়।

১৩ ন নগ্গচরিয়া ন জটা ন পঙ্কা
নানাসকা থণ্ডিল সায়িকা বা,
রজো চ জল্লং উক্কুটিকপ্পধানং
সোধেন্তি মচ্চং অবিতিণ্ণকঙ্খং ।১৪১

নগ্নচর্যা, জটাধারণ, পঙ্কলেপন, অনশন, যজ্ঞভূমিশয্যা, ধূলি বা ভস্মমর্দন, স্বেদমলরক্ষণ কিংবা উৎকুটিক স্থিতিরূপ প্রচেষ্টা, এই সকল তপশ্চর্যার কিছুই সংশয়-অনুত্তীর্ণ ব্যক্তিকে পরিশুদ্ধ করিতে পারে না।

১৪ অলঙ্কতো চেপি সমং চরেয্য
সন্তো দন্তো নিয়তো ব্রহ্মচারী,
সব্বেসু ভূতেসু নিধায় দণ্ডং,
সো ব্রাহ্মণো সো সমনো স ভিক্খু ।১৪২

অলঙ্কৃত হইয়াও যিনি শান্ত, দান্ত ও নিয়ত ব্রহ্মচারী, যিনি সমস্ত প্রাণীর প্রতি হিংসাবর্জিত হইয়া শম-আচরণ করেন তিনিই ব্রাহ্মণ, তিনিই শ্রমণ এবং তিনিই ভিক্ষু।

১৫ হিরী নিসেধো পুরিসো কোচি লোকস্মিং বিজ্জতি,
যো নিন্দং অপ্‌পবোধতি অস্‌সো ভদ্রো
কসামিব ।১৪৩

সুশিক্ষিত অশ্ব যেমন কশাঘাতকে ঘৃণা করে, সেইরূপ যিনি নিন্দাকে অবজ্ঞা করেন এবং যিনি হ্রী-নিষেধ (অর্থাৎ লজ্জাহেতু অকুশল হইতে বিরত থাকেন), তেমন মহাপুরুষ জগতে খুব কমই আছেন ।

১৬ অস্‌সো যথা ভদ্রো কসানিবিট্‌ঠো
আতাপিনো সংবেগিনো ভবাথ,
সদ্ধায় সীলেন চ বিরিয়েন চ
সমাধিনা ধম্মবিনিচ্ছয়েন চ ;
সম্পন্ন বিজ্‌জাচরণা পতিস্‌সতা
পহস্‌সথ দুক্‌খমিদং অনপ্‌পকং ।১৪৪

কশাহত ভদ্র অশ্ব যেমন বেগবান্ হয়, তদ্রূপ তোমরা বীর্যবান্ ও সংবেগযুক্ত হও ; শ্রদ্ধা, শীল, বীর্য, সমাধি ও ধর্মবিনিশ্চয়-জ্ঞান দ্বারা বিদ্যাচরণসম্পন্ন ও স্মৃতিমান্ হও। ইহাতে তোমরা এই অপরিমেয় দুঃখরাশি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে ।

১৭ উদকং হি নয়ন্তি নেত্তিকা

উস্সুকারা নময়ন্তি তেজনং,

দারুং নময়ন্তি তচ্ছকা

অত্তানং দময়ন্তি সুব্বতা ।১৪৫

সেচপ্রণালীকারগণ যেমন জলকে চালিত করেন, শরনির্মাতাগণ যেমন শরের ঋজুতা সাধন করেন, তক্ষকগণ যেমন কাষ্ঠখণ্ডকে নমিত করেন, ব্রতপরায়ণ ব্যক্তিগণও তদ্রূপ নিজেকে দমন করেন।

১১ জরাবগ্গো

১ কো নু হাসো কিমানন্দো নিচ্চং পজ্জলিতে সতি,

অন্ধকারেন ওনদ্ধা পদীপং ন গবেস্সথ ।১৪৬

(রাগদ্বেষাদি অগ্নিতে) সতত প্রজ্জলিত থাকিয়া তোমাদের কিসের হাস্য ? কিসের আনন্দ ? [অবিদ্যারূপ] অন্ধকারে আবৃত থাকা সত্ত্বেও কেন তোমরা আলোর সন্ধান করিবে না ?

২ পস্‌স চিত্তকতং বিম্বং অরুকায়ং সমুস্‌সিতং,
আতুরং বহুসঙ্কপ্‌পং যস্‌স নত্থি ধুবং ঠিতি ।১৪৭

ব্রণযুক্ত, অস্থিসমুন্নত, রোগাতুর, বহু সংকল্পের বিষয়ীভূত, বস্ত্রাভরণে সুচিত্রিত এই দেহবিম্ব অবলোকন কর—যাহার ধ্রুব স্থিতি নাই।

৩ পরিজিন্নমিদং রূপং রোগনিড্‌ঢং পভঙ্গুরং
ভিজ্জতি পূতি সন্দেহো মরণন্তং হি জীবিতং ।১৪৮

এই রূপ (জড়দেহ) পরিজীর্ণ [অর্থাৎ জীর্ণতাধর্মী]। ইহা রোগের নীড় ও ভঙ্গুর। এই পূতিপূর্ণ দেহ ভগ্ন হয়, মরণেই এ জীবনের শেষ।

৪ যানি'মানি অপত্থানি অলাপূনে'ব সারদে,
কাপোতকানি অট্‌ঠীনি তানি দিস্বান কা রতি ?১৪৯

শরৎকালীন অলাবুর ন্যায় নিক্ষিপ্ত, কপোতের ন্যায় শুভ্র এই অস্থিগুলি দেখিলে আবার আসক্তি কিসের ?

৫ অট্‌ঠীনং নগরং কতং মংসলোহিতলেপনং
যত্থ জরা চ মচ্চু চ মানো মক্‌খো চ ওহিতো ।১৫০

রক্তমাংসলিপ্ত অস্থিসমূহের দ্বারা এই দেহনগর নির্মিত হইয়াছে—যেখানে জরা, মরণ, অহংকার ও কপটতা বিরাজ করে।

৬ জীরন্তি বে রাজরথা সুচিত্তা
অথো সরীরম্পি জরং উপেতি,
সতঞ্চ ধম্মো ন জরং উপেতি
সন্তো হবে সব্ভি পবেদয়ন্তি।১৫১

সুচিত্রিত রাজরথগুলি (কালে) জীর্ণ হয়। মনুষ্যদেহও সেইরূপ ক্রমে জরায় উপনীত হয়। কিন্তু সৎ ব্যক্তিদের ধর্ম কখনও জীর্ণ হয় না। সৎদিগের নিকট সাধুগণ এই অভিমতই প্রকাশ করেন।

৭ অপ্পস্সুতা'য়ং পুরিসো বলিবদ্দো'ব জীরতি,
মংসানি তস্স বড্ঢন্তি
পঞ্ঞা তস্স ন বড্ঢতি।১৫২

অল্পশ্রুত (অজ্ঞানী) পুরুষ বলদের ন্যায় জীর্ণ (অর্থাৎ বৃথাই

বৃদ্ধ) হয়। তাহার মাংসসমূহই কেবল বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তাহার প্রজ্ঞা বর্ধিত হয় না।

৮ অনেকজাতিসংসারং সন্ধাবিস্‌সং অনিব্‌বিসং,

গহকারকং গবেসন্তো দুক্‌খা জাতি পুনপ্‌পুনং ।১৫৩

গৃহকারকের সন্ধান করিতে গিয়া (যথার্থ জ্ঞানাভাবে) তাহাকে না পাইয়া সংসারে অনেক জন্ম পরিভ্রমণ করিয়াছি। পুনঃপুনঃ জন্ম দুঃখজনক।

৯ গহকারক ! দিট্‌ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি

সব্‌বা তে ফাসুকা ভগ্‌গা গহকূটং বিসঙ্‌খিতং ;

বিসঙ্‌খারগতং চিত্তং তণ্‌হানং খয়মজ্‌ঝগা ।১৫৪

গৃহকারক ! এক্ষণে আমি তোমার সন্ধান পাইয়াছি। তুমি পুনরায় গৃহ নির্মাণ করিতে সমর্থ হইবে না। তোমার সমুদয় পার্শ্বক (বরগা) ভগ্ন এবং গৃহকূট (শীর্ষ) বিচ্ছিন্ন (বিসংস্কৃত) হইয়াছে। (আমার) সংস্কারমুক্ত চিত্ত সমুদয় তৃষ্ণার ক্ষয় সাধন করিয়াছে।

১০ অচরিত্বা ব্রহ্মচরিয়ং অলদ্ধা যোব্বনে ধনং,
জিণ্ণকোঞ্চা'ব ঝায়ন্তি খীনমচ্ছেব পল্ললে।১৫৫

(যথাকালে) ব্রহ্মচর্য পালন না করিলে, যৌবনে ধনোপার্জন না করিলে, মৎস্যহীন সরোবরে জীর্ণ ক্রৌঞ্চের ন্যায় ধ্যান [অর্থাৎ অনুশোচনা] করিতে হয়।

১১ অচরিত্বা ব্রহ্মচরিয়ং অলদ্ধা যোব্বনে ধনং,
সেন্তি চাপাতিখীনা'ব পুরানানি অনুত্থুনং।১৫৬

(যথাকালে) ব্রহ্মচর্য পালন না করিলে, যৌবনে ধনার্জন না করিলে, (শেষকালে) মানুষকে অতীতের জন্য অনুশোচনায় জীর্ণ ধনুর ন্যায় পড়িয়া থাকিতে হয়।

১২ অত্তবগ্গো

১ অত্তানং চে পিয়ং জঞ্ঞা রক্খেয্য তং সুরক্খিতং,
তিণ্ণমঞ্ঞতরং যামং পটিজগ্গেয্য পণ্ডিতো।১৫৭

যদি কেহ নিজেকে প্রিয় মনে করে তবে তার নিজেকে

সুরক্ষিত রাখা উচিত। পণ্ডিত ত্রিযামের মধ্যে অন্ততঃ একযামও (আত্মরক্ষায়) সজাগ থাকিবেন। [অর্থাৎ জীবনের একতৃতীয়াংশও অবহিতভাবে যাপন করিবেন।]

২ অত্তানমেব পঠমং পতিরূপে নিবেসয়ে,
অথঞ্ঞমনুসাসেয্য ন কিলিস্‌সেয্য পণ্ডিতো।১৫৮

প্রথমে নিজেকে (স্বকর্তব্যে) নিবেশিত করিবে, অতঃপর অপরকে উপদেশ দিবে—তবেই পণ্ডিত ব্যক্তি ক্লেশপ্রাপ্ত হইবেন না।

৩ অত্তানঞ্চে তথা কয়িরা যথঞ্ঞমনুসাসতি,
সুদন্তো বত দমেথ অত্তাহি কির দুদ্দমো।১৫৯

লোকে অপরকে যে উপদেশ দেয় আপনাকে যদি অনুরূপ ভাবে গঠিত করে তবে স্বয়ং সুদান্ত হইয়া [পরকে] দমন করিতে পারিবে; বস্তুতঃ নিজকে দমন করা দুঃসাধ্য।

৪ অত্তাহি অত্তনো নাথো কোহি নাথো পরো সিয়া?
অত্তনা'ব সুদন্তেন নাথং লভতি দুল্লভং।১৬০

আপনিই আপনার নাথ (ত্রাণকর্তা); তদ্ভিন্ন অপর কে

কাহার নাথ? সুদান্ত ব্যক্তি আপনার মধ্যেই দুর্লভ আশ্রয় লাভ করেন।

তুলনীয় :—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈবহ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥
—গীতা ৬। ৫

আত্মা দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করিবে, আত্মাকে অবসন্ন করিবে না। কারণ আপনিই আপনার বন্ধু, আপনই আপনার শত্রু।

৫ অত্তনা'ব কতং পাপং অত্তজং অত্তসম্ভবং,
অভিমন্থতি দুম্মেমেধং বজিরং' বস্মময়ং মণিং।১৬১

পাষাণময় মণিকে তদুৎপন্ন বজ্র (হীরক) যেমন চূর্ণ-বিচূর্ণ করে, তদ্রূপ আত্মকৃত, আত্মজ ও আত্মসম্ভূত পাপকর্ম সেই নির্বোধকেই বিনষ্ট করে।

৬ যস্স'চ্চন্তদুস্সীল্যং মালুবা সালমিবোততং,
করোতি সো তথ'ত্তানং যথা নং ইচ্ছতি দিসো।১৬২

যে অত্যন্ত দুঃশীলতা দ্বারা মালুবালতাবিজড়িত শাল বৃক্ষের ন্যায় পরিবেষ্টিত হয়, শত্রু তাহার যে অনিষ্ট ইচ্ছা করে— সে-ই নিজের তদ্রূপ অনিষ্ট সাধন করে।

৭ সুকরানি অসাধূনি অত্তনো অহিতানি চ,
যং বে হিতঞ্চ সাধুঞ্চ তং বে পরমদুক্করং।১৬৩

অসাধু ও আপনার অহিতকর কর্ম করা সহজ, কিন্তু যাহা প্রকৃত হিতকর ও নির্দোষ তাদৃশ কর্ম অতিশয় দুষ্কর।

৮ যো সাসনং অরহতং অরিয়ানং ধম্মজীবিনং,
পটিক্কোসতি দুম্মেধো দিট্ঠিং নিস্সায় পাপিকং;
ফলানি কট্ঠকস্সে'ব অত্তঘঞ্ঞায় ফল্লতি।১৬৪

যে মূঢ় ভ্রান্তধারণাবশতঃ আর্য, ধর্মজীবী অর্হৎগণের অনুশাসনের প্রতি আক্রোশ করে, সে বাঁশের [ফলোদ্ভবের] ন্যায় নিজের ধ্বংসের নিমিত্তই ফলবান্ হয়।

৯ অত্তনা'ব কতং পাপং অত্তনা সঙ্কিলিস্সতি,
অত্তনা অকতং পাপং অত্তনা'ব বিসুজ্ঝতি;
সুদ্ধি অসুদ্ধি পচ্চত্তং, নাঞ্ঞো অঞ্ঞং
বিসোধয়ে।১৬৫

স্বকৃত পাপ নিজকেই কলুষিত করে, স্বীয় অকৃত পাপ নিজকেই বিশুদ্ধ রাখে। শুদ্ধি বা অশুদ্ধি সব নিজস্ব ব্যাপার; একে অপরকে বিশুদ্ধ করিতে পারে না।

১০ অত্তদত্থং পরত্থেন বহুনাপি ন হাপয়ে,
অত্তদত্থমভিঞ্ঞায় সদত্থপসুতো সিয়া।১৬৬

বহু পরার্থের প্রয়োজনেও স্বীয় পরমার্থ বিনষ্ট করিবে না; আত্মহিত পরিজ্ঞাত হইয়া পরমার্থসাধনে তৎপর থাকা সকলের উচিত।

১৩ লোকবগ্গো

১ হীনং ধম্মং ন সেবেয্য পমাদেন ন সংবসে
মিচ্ছাদিট্ঠিং ন সেবেয্য ন সিয়া লোকবদ্ধনো।১৬৭

হীন বিষয় সেবা করিও না। প্রমত্ততায় জীবন কাটাইও না। মিথ্যাদৃষ্টির সেবা করিও না। লোক (জন্মান্তরের সংখ্যা) বৃদ্ধি করিও না।

২ উত্তিট্‌ঠে নপ্‌পমজ্‌জেয়্য ধম্মং সুচরিতং চরে,
ধম্মচারী সুখং সেতি অস্মিং লোকে পরম্‌হি চ ।১৬৮

উত্তম কর, প্রমত্ত হইও না। উত্তমরূপে ধর্ম আচরণ কর। ধর্মাচারী ইহলোক ও পরলোকে সুখে অবস্থান করে।

৩ ধম্মং চরে সুচরিতং ন তং দুচ্‌চরিতং চরে,
ধম্মচারী সুখং সেতি অস্মিং লোকে পরম্‌হি চ ।১৬৯

ধর্ম উত্তমরূপে আচরণ করিবে; উহা অন্যায়ভাবে আচরণ করিবে না। ধর্মাচারী ইহলোকে ও পরলোকে সুখে কালযাপন করেন।

৪ যথা বুব্‌বুলকং পস্‌সে যথা পস্‌সে মরীচিকং,
এবং লোকং অবেক্‌খন্তং মচ্চু রাজা ন পস্‌সতি ।১৭০

লোকে যেমন বুদ্‌বুদ্‌ ও মরীচিকা দর্শন করে, যে ব্যক্তি জগৎকে তদ্রূপ (ভঙ্গুর ও অসার) বলিয়া জানেন, তিনি মৃত্যুরাজের দৃষ্টিবহির্ভূত হন।

৫ এথ পস্‌সথিমং লোকং চিত্তং রাজরথূপমং,
যত্থ বালা বিসীদন্তি নত্থি সঙ্গো বিজানতং ।১৭১

এস, বিচিত্র রাজরথের ন্যায় তোমরা এই দেহজগৎ নিরীক্ষণ কর। অজ্ঞ ব্যক্তিরা দেহে আসক্ত হয়, কিন্তু বিজ্ঞদের উহাতে কোন আকর্ষণ থাকে না।

৬ যো চ পুব্বে পমজ্জিত্বা পচ্ছা সো নপ্পমজ্জতি,
সো ইমং লোকং পভাসেতি অব্ভা মুত্তোব চন্দিমা।

পূর্বে প্রমত্ত হইয়াও যিনি পরে অপ্রমত্ত হ'ন, মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় তিনি এই জগৎ উদ্‌ভাসিত করেন।

৭ যস্স পাপং কতং কম্মং কুসলেন পিথীয়তি,
সো ইমং লোকং পভাসেতি অব্ভা মুত্তো'ব চন্দিমা।

যাহার পূর্বকৃত পাপকর্ম [পরবর্তী] লোকোত্তর কুশল কর্ম দ্বারা আবৃত হয়, তিনি মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় এই জগৎ আলোকিত করেন।

৮ অন্ধভূতো অয়ং লোকো তনুকে'খ বিপস্সতি,
সকুন্তো জালমুত্তো'ব অপ্পো সগ্গায় গচ্ছতি।১৭৪

এই জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। এইখানে অল্পসংখ্যক লোক

৩

সত্য দর্শনে সমর্থ। জালমুক্ত পক্ষীর ন্যায় অল্প লোক স্বর্গ লাভ করে।

৯ হংসাদিচ্চপথে যন্তি আকাসে যন্তি ইদ্ধিমা,
নীয়ন্তি ধীরা লোকম্হা জেত্বা মারং সবাহিনিং।১৭৫

হংসসমূহ আদিত্যপথে বিচরণ করে, ঋদ্ধিমানেরা আকাশে গমন করেন; ধীরগণ সসৈন্য মারকে জয় করিয়া সংসারবর্ত হইতে মুক্ত হন।

১০ একং ধম্মং অতীতস্স মুসাবাদিস্স জন্তুনো,
বিতিন্নপরলোকস্স নত্থি পাপং অকারিয়ং।১৭৬

একমাত্র ধর্মলঙ্ঘনকারী, মিথ্যাবাদী এবং পরলোকে বিশ্বাসহীন ব্যক্তির অকরণীয় এমন কোন পাপ কার্য নাই।

১১ ন বে কদরিয়া দেবলোকং বজন্তি
বালা হবে নপ্পসংসন্তি দানং
ধীরো চ দানং অনুমোদমানো
তেনেব সো হোতি সুখী পরত্থ।১৭৭

কৃপণ ব্যক্তিরা দেবলোকে যাইতে পারে না। মূর্খেরা কখনও দানের প্রশংসা করে না। পণ্ডিত ব্যক্তি দান অনুমোদন করেন এবং তদ্বারাই তিনি পরলোকে সুখী হন।

১২ পথব্যা একরজ্‌জেন সগ্‌গস্‌স গমনেন বা

সব্‌বলোকাধিপচ্‌চেন সোতাপত্তিফলং বরং ।১৭৮

পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজত্ব, স্বর্গে গমন এমন কি সর্বলোকের উপর আধিপত্য অপেক্ষাও স্রোতাপত্তিফল উৎকৃষ্ট।

১৪ বুদ্ধবগ্‌গো

১ যস্‌স জিতং নাবজীয়তি জিতমস্‌স নো যাতি

কোচিলোকে,

তং বুদ্ধমনন্তগোচরং অপদং কেন পদেন নেস্‌সথ?১৭৯

যাঁহার বিজয় পরাজয়ে পর্যবসিত হয় না, যাঁহার বিজিত রিপু

জগতে কিছুমাত্র তাঁহার অনুসরণ করে না, সেই রিপুজয়ী সর্বদর্শী বুদ্ধকে তোমরা কোন্ উপায়ে বিচলিত করিবে ?

২ যস্‌স জালিনী বিসত্তিকা তণ্‌হা নত্থি কুহিঞ্চি নেতবে,
তং বুদ্ধমনন্তগোচরং অপদং কেন পদেন নেস্‌সথ ?১৮০

জগতে কোথাও আবদ্ধ করার মত বিষময়ী, জালস্বরূপা তৃষ্ণা যাঁহার বিদ্যমান নাই, সেই নিষ্কলুষ (অপদ) অনন্তগোচর বুদ্ধকে তোমরা কোন্ উপায়ে বিচলিত করিবে ?

৩ যে ঝানপসুতা ধীরা নেক্‌খম্মুপসমে রতা,
দেবাপি তেসং পিহয়ন্তি সম্বুদ্ধানং সতীমতং ।১৮১

যে ধীরগণ সতত ধ্যাননিরত, নিষ্কাম শান্তিতে নিবিষ্ট সেই স্মৃতিমান্ সম্বুদ্ধগণের দর্শন দেবগণও স্পৃহা করেন ।

৪ কিচ্‌ছো মনুস্‌সপটিলাভো কিচ্ছং মচ্‌চানজীবিতং,
কিচ্ছং সদ্ধম্মসবনং কিচ্‌ছো বুদ্ধানং উপ্‌পাদো ।১৮২

মানবজন্মলাভ দুষ্কর, মানবজীবন বিপৎসঙ্কুল। সদ্ধর্ম শ্রবণ আয়াস সাধ্য ; বুদ্ধদের আবির্ভাব সহজ নহে ।

৫ সব্বপাপস্স অকরণং কুসলস্স উপসম্পদা
সচিত্তপরিয়োদপনং এতং বুদ্ধানসাসনং ।১৮৩

সর্বপ্রকার পাপ হইতে বিরতি (শীল), কুশল কর্মের পরিপূর্ণতা (প্রজ্ঞা) ও স্বীয় চিত্তের পবিত্রতা সাধন (সমাধি) —ইহাই বুদ্ধদের অনুশাসন।

৬ খন্তী পরমং তপো তিতিক্খা
নিব্বানং পরমং বদন্তি বুদ্ধা,
ন হি পব্বজিতো পরূপঘাতী
সমনো হোতি পরং বিহেঠয়ন্তো ।১৮৪

বুদ্ধগণ ক্ষান্তিও তিতিক্ষাকে পরম তপস্যা ও নির্বাণকে পরম বলেন। পরকে আঘাত দিয়া কেহ প্রব্রজিত কিংবা পরকে কষ্ট দিয়া কেহ শ্রমণ হইতে পারে না।

৭ অনূপবাদো অনূপঘাতো পাতিমোক্খে চ সংবরো
মত্তঞ্ঞুতা চ ভত্তস্মিং পন্তঞ্চ সয়নাসনং
অধিচিত্তে চ আয়াগো এতং বুদ্ধানসাসনং ।১৮৫

পরচর্চা ও পরপীড়ন না করা, প্রাতিমোক্ষের নির্দিষ্ট শীলে

পূর্ণ সংযম, ভোজনে মাত্রা জ্ঞান, নির্জনে শয়নাসন এবং উচ্চতর সাধনার অনুশীলন—ইহাই বুদ্ধগণের উপদেশ।

৮ ন কহাপণবস্‌সেন তিত্তি কামেসু বিজ্জতি,
অপ্‌পস্‌সাদা দুখা কামা ইতি বিঞ্‌ঞায় পণ্ডিতো।

৯ অপি দিববেসু কামেসু রতিং সো নাধিগচ্ছতি,
তণ্‌হাক্‌খয়রতো হোতি সম্‌মাসম্বুদ্ধসাবকো।১৮৭

সুবর্ণ মুদ্রা বর্ষণের দ্বারা বাসনার তৃপ্তি হয় না; কামের স্বাদ অল্প কিন্তু দুঃখ অধিক; পণ্ডিতগণ ইহা অবগত হইয়া দিব্য কামের প্রতিও অনুরক্ত হন না। সম্যক্‌সম্বুদ্ধের শ্রাবক তৃষ্ণাক্ষয়ে রত থাকেন।

১০ বহুং বে সরণং যন্তি পব্‌বতানি বনানি চ
আরামরুক্‌খচেত্যানি মনুস্‌সা ভয়তজ্জিতা।১৮৮

১১ নেতং খো সরণং খেমং নেতং সরণমুত্তমং
নেতং সরণমাগম্‌ম সব্‌বা দুক্‌খা পমুচ্‌চতি।১৮৯

ভয়বিহ্বল মনুষ্যগণ বন, পর্বত, উদ্যান, বৃক্ষ, চৈত্য প্রভৃতি

বহুবিধ আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু এই সকল শরণ নিরাপদ্ নহে কিংবা ইহারা উত্তম আশ্রয়ও নহে; এইরূপ আশ্রয় অবলম্বনের দ্বারা কেহ সর্ব দুঃখ হইতে মুক্তি পাইতে পারে না।

১২ যো চ বুদ্ধঞ্চ ধম্মঞ্চ সঙ্ঘঞ্চ সরণং গতো
চত্তারি অরিয়সচ্চানি সম্মপ্পঞ্ঞায় পস্সতি।

১৩ দুক্খং দুক্খসমুপ্পাদং দুক্খস্স চ অতিক্কমং,
অরিয়ঞ্চট্ঠঙ্গিকং মগ্গং দুক্খূপসমগামিনং।১৯১

১৪ এতং খো সরণং খেমং এতং সরণমুত্তমং,
এতং সরণমাগম্ম সব্বদুক্খা পমুচ্চতি।১৯২

যিনি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ গ্রহণ করেন, দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়, দুঃখ-অতিক্রমরূপ নিরোধ ও দুঃখোপশমকারী আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, এই চারি আর্যসত্য প্রজ্ঞাদ্বারা সম্যক্‌রূপে দর্শন করেন; তাঁহার পক্ষে এই সকল শরণ-জ্ঞানই নিরাপদ্, ক্ষেমংকর; ইহারাই শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। কারণ এই জ্ঞান ও শরণ অবলম্বন করিয়া যাবতীয় দুঃখ হইতে মুক্তি সম্ভব।

১৫ দুল্লভো পুরিসাজঞ্ঞো ন সো সব্বত্থ জায়তি,
যত্থ সো জায়তি ধীরো তং কুলং সুখমেধতি।১৯৩

(বুদ্ধের ন্যায়) পুরুষোত্তম দুর্লভ। তিনি সর্বত্র জন্মগ্রহণ করেন না। যেখানে সেই মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন সেই দেশ ও জাতি সুখ-সমৃদ্ধ হয়।

১৬ সুখো বুদ্ধানং উপ্পাদো সুখা সদ্ধম্মদেসনা,
সুখা সঙ্ঘস্স সামগ্গী সমগ্গানং তপো সুখো।১৯৪

(জগতে) বুদ্ধগণের উৎপত্তি সুখজনক। সদ্ধর্মের উপদেশ প্রচার সুখকর। সংঘের একতা সুখদায়ক; ঐক্যবদ্ধগণের তপস্যা সুখপ্রদ।

১৭ পূজারহে পূজয়তো বুদ্ধে যদি ব সাবকে,
পপঞ্চসমতিক্কন্তে তিণ্ণসোকপরিদ্দবে।১৯৫

১৮ তে তাদিসে পূজয়তো নিব্বুতে অকুতোভয়ে,
ন সক্কা পুঞ্ঞং সংখাতুং ইমেত্তম'পি কেনচি।১৯৬

যাঁহারা (তৃষ্ণা-দৃষ্টি-মানাদি) প্রপঞ্চ অতিক্রমকারী, শোক-পরিতাপ উত্তীর্ণ, নির্বাণমুক্ত ও নির্ভয় হইয়াছেন তাদৃশ পূজার্হ

বুদ্ধদিগকে অথবা তাঁহাদের শ্রাবকগণকে যাঁহারা পূজা করেন, কেহ তাহাদের পুণ্যের পরিমাণ করিতে সমর্থ হয় না।

১৫ সুখবগ্‌গো

১ সুসুখং বত জীবাম বেরিনেসু অবেরিনো,

বেরিনেসু মনুস্‌সেসু বিহরাম অবেরিনো।১৯৭

এস, আমরা বৈরীদের মধ্যে অবৈরীভাব লইয়া বাস করি; হিংসাকারীদের মধ্যে এস, আমরা অহিংস হইয়া সুখে জীবন ধারণ করি।

২ সুসুখং বত জীবাম আতুরেসু অনাতুরা,

আতুরেসু মনুস্‌সেসু বিহরাম অনাতুরা।১৯৮

এস, আমরা তৃষ্ণাতুরদের মধ্যে অনাতুর হইয়া কালাতিপাত করি; অধীর মনুষ্যদের মধ্যে ধীর হইয়া সুখে অবস্থান করি।

৩ সুসুখং বত জীবাম উস্সুক্কেসু অনুস্সুকা,
উস্সুক্কেসু মনুস্সেসু বিহরাম অনুস্সুকা ।১৯৯

বিষয়াসক্ত জনসাধারণের মধ্যে এস, আমরা অনাসক্ত হইয়া সুখে জীবন যাপন করি। উৎসুকদের মধ্যে এস, আমরা নিরুৎসুক হইয়া সুখে অবস্থান করি।

৪ সুসুখং বত জীবাম যেসং নো নত্থি কিঞ্চনং,
পীতিভক্খা ভবিস্সাম দেবা আভস্সরা যথা ।২০০

যেহেতু আমাদের কোন কিঞ্চন বা প্রত্যাশা নাই, তজ্জন্য আমরা অত্যন্ত সুখে জীবন যাপন করি ; আভাস্বর (দীপ্তিমান) দেবতাদের ন্যায় আমরা প্রীতি উপভোগ করি।

তুলনীয় :—

সুসুখং বত জীবামি যস্য মে নাস্তি কিঞ্চন।
মিথিলায়াম্ প্রদীপ্তায়াম্ ন মে দহতি কিঞ্চন।

—মহাভারত ১২শ পর্ব

৫ জয়ং বেরং পসবতি দুক্খং সেতি পরাজিতো,
উপসন্তো সুখং সেতি হিত্বা জয়পরাজয়ং ।২০১

যুদ্ধ জয় শত্রুর সৃষ্টি করে। পরাজিত অতিশয় দুঃখে কাল কাটায়। কিন্তু যিনি রাগদ্বেষাদি উপশম করিয়াছেন, তিনি জয়পরাজয় পরিহারপূর্বক শান্তিতেই জীবন যাপন করেন।

৬ নত্থি রাগসমো অগ্গি নত্থি দোসসমো কলি,
নত্থি খন্ধসমা দুক্খা নত্থি সন্তিপরং সুখং ।২০২

রাগের সমান অগ্নি নাই, দ্বেষের সমান কলি (পাপ) নাই। পঞ্চস্কন্ধসদৃশ দুঃখ নাই। শান্তি অপেক্ষা উত্তম সুখ নাই।

৭ জিঘচ্ছা পরমা রোগা সঙ্খারা পরমা দুখা,
এতং ঞত্বা যথাভূতং নিব্বানং পরমং সুখং ।২০৩

ক্ষুধা কঠিনতম রোগ, সংস্কারসমূহ নিদারুণ দুঃখ, ইহা যথার্থরূপে জ্ঞাত হইয়া জ্ঞানিগণ পরমসুখ নির্বাণ প্রত্যক্ষ করেন।

৮ আরোগ্যপরমা লাভা সন্তুট্ঠি পরমং ধনং
বিস্সাসপরমা ঞাতী নিব্বানং পরমং সুখং ।২০৪

আরোগ্য পরম লাভ; সন্তোষ পরম ধন; বিশ্বস্তলোকই পরমাত্মীয় এবং নির্বাণই পরম সুখ।

৯ পবিবেকরসং পীত্বা রসং উপসমস্‌স চ,
নিদ্দরো হোতি নিপ্‌পাপো ধম্‌মপীতিরসং পিবং।

যিনি বিবেকজাত রস ও ক্লেশোপসমের রস আস্বাদন করিয়াছেন এবং লোকোত্তর ধর্মজনিত প্রীতিরসে নিমগ্ন হইয়াছেন, তিনি নির্ভয় ও নিষ্পাপ হন।

১০ সাধু দস্‌সনমরিয়ানং সন্নিবাসো সদা সুখো,
অদস্‌সনেন বালানং নিচ্‌চমেব সুখী সিয়া।২০৬

আর্যগণের দর্শন শুভজনক; সর্বদা তাঁহাদের সান্নিধ্যলাভ সুখপ্রদ। মূর্খগণের অদর্শনে মানুষ সততই সুখী হইয়া থাকে।

১১ বালসঙ্গতচারী হি দীঘমদ্ধানং সোচতি,
দুক্‌খো বালেহি সংবাসো অমিত্তেনেব সব্‌বদা;
ধীরো চ সুখসংবাসো ঞাতীনং'ব সমাগমো।২০৭

১২ তস্‌মাহি:
ধীরঞ্চ পঞ্‌ঞঞ্চ বহুস্সুতঞ্চ
ধোরয়্‌হসীলং বতবন্তমারিয়ং,

তং তাদিসং সপ্পুরিসং সুমেধং
ভজেথ নক্খত্তপথং' ব চন্দিমা ।২০৮

মূর্খের সহিত সংসর্গকারী ব্যক্তির দীর্ঘকাল অনুশোচনা করিতে হয়। সর্বদা শত্রুসহবাসের ন্যায় মূর্খের সহবাস দুঃখজনক এবং পণ্ডিতের সহবাস পরমাত্মীয় সম্মেলনের ন্যায় সুখকর। তদ্ধেতু—

চন্দ্র যেরূপ নক্ষত্রপথ অনুসরণ করে তদ্রূপ তোমরাও প্রজ্ঞাবান্, শাস্ত্রজ্ঞ, ধুরন্ধর, শীলবান্, ধূতাঙ্গ ব্রতসম্পন্ন, আর্য, মেধাবান্, সৎপুরুষের অনুসরণ করিবে।

১৬ পিয়বগ্গো

১ অযোগে যুঞ্‌জমত্তানং যোগস্মিঞ্চ অযোজয়ং,
অত্থং হিত্বা পিয়গ্গাহী পিহেতত্তানুযোগিনং ।২০৯

২ মা পিয়েহি সমাগঞ্ছি' অপ্পিয়েহি কুদাচনং,
পিয়ানং অদস্সনং দুক্খং অপ্পিয়ানঞ্চ দস্সনং ।২১০

যিনি নিজেকে যোগ্য বিষয়ে নিযুক্ত না করিয়া অযোগ্য বিষয়ে নিযুক্ত করেন ও শ্রেয়ঃ ছাড়িয়া প্রিয়গ্রাহী হন, অতঃপর তিনি আত্মহিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের (আদর্শ) স্পৃহা করেন।

প্রিয় কিংবা অপ্রিয় ব্যক্তিদের সহিত কদাচ সমাসক্ত হইও না, কারণ প্রিয়দের অদর্শন এবং অপ্রিয়দের দর্শন উভয়ই দুঃখকর।

৩ তস্মা পিয়ং ন কয়িরাথ পিয়পায়োহি পাপকো,
গন্থা তেসং ন বিজ্জন্তি যেসং নত্থি পিয়াপ্পিয়ং।২১১

তদ্ধেতু [কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে] প্রিয় করিও না, কারণ প্রিয়বিয়োগ দুঃখকর; যাঁহাদের প্রিয় কিংবা অপ্রিয় নাই তাঁহাদের কোন বন্ধন থাকে না।

৪ পিয়তো জায়তে সোকো পিয়তো জায়তে ভয়ং,
পিয়তো বিপ্পমুত্তস্স নত্থি সোকো কুতো ভয়ং।২১২

প্রিয় হইতে শোক উৎপন্ন হয়। প্রিয় হইতে ভয় উৎপন্ন হয়। যিনি প্রিয়ানুরক্তি হইতে মুক্ত তাঁহার শোক থাকে না— ভয়ের কথা কি ?

৫ পেমতো জায়তো সোকো পেমতো জায়তে ভয়ং,
পেমতো বিপ্পমুত্তস্স নত্থি সোকো কুতো ভয়ং।

প্রেম হইতে শোক ও ভয় জন্মে, প্রেম হইতে মুক্ত ব্যক্তির শোক কিংবা ভয় থাকিতে পারে না।

৬ রতিয়া জায়তে সোকো রতিয়া জায়তে ভয়ং,
রতিয়া বিপ্পমুত্তস্স নত্থি সোকো কুতো ভয়ং।২১৪

রতি (বিষয়াসক্তি) হইতে শোক উৎপন্ন হয়; রতি হইতে ভয় উৎপন্ন হয়। যে ব্যক্তি উহা হইতে বিমুক্ত তাঁহার শোক বা ভয় নাই।

৭ কামতো জায়তে সোকো কামতো জায়তে ভয়ং
কামতো বিপ্পমুত্তস্স নত্থি সোকো কুতো ভয়ং।

কাম (বিষয়বাসনা) হইতে শোক উৎপন্ন হয়; কাম হইতে ভয় জন্মে। যিনি কামবিমুক্ত তাঁহার শোক ও ভয় থাকে না।

৮ তণ্‌হায় জায়তে সোকো তণ্‌হায় জায়তে ভয়ং,
তণ্‌হায় বিপ্‌পমুত্তস্‌স নত্থি সোকো কুতো ভয়ং ।২১৬

তৃষ্ণা হইতে শোক উৎপন্ন হয়, তৃষ্ণা হইতে ভয় উৎপন্ন হয় ; যিনি তৃষ্ণাবিমুক্ত তাঁহার শোক থাকে না, ভয়ই বা কোথায় ?

৮ সীলদস্‌সনসম্পন্‌নং ধম্মট্‌ঠং সচ্‌চবেদিনং,
অত্তনো কম্মকুব্‌বানং তং জনো কুরুতে পিয়ং ।২১৭

যিনি শীলবান্, সম্যক্‌দর্শনসম্পন্ন, সদ্ধর্মে স্থিত, সত্যবেদী, ও আত্মকর্তব্যসম্পাদনে নিযুক্ত, তিনি জনসাধারণের প্রিয় হন।

১০ ছন্দজাতো অনক্‌খাতে মনসা চ ফুটো সিয়া,
কামেসু চ অপ্‌পটিবদ্ধচিত্তো উদ্ধং সোতো' তি
বুচ্চতি ।২১৮

যাহার চিত্ত বাসনায় অপ্রতিবদ্ধ (নির্লিপ্ত), যাহার হৃদয় [জ্ঞানালোকে] বিকশিত হইয়াছে এবং অনির্বচনীয় নির্বাণে যাহার অভিলাষ জন্মিয়াছে, সেই আর্যপুরুষ ঊর্ধস্রোতা নামে অভিহিত হন।

১১ চিরপ্পবাসিং পুরিসং দূরতো সোত্থিমাগতং
ঞাতিমিত্তা সুহজ্জা চ অভিনন্দতি আগতং ।২১৯

১২ তথেব কতপুঞ্ঞম্পি অস্মা লোকা পরং গতং,
পুঞ্ঞানি পতিগণ্হন্তি পিয়ং ঞাতী'ব আগতং ।

দীর্ঘদিন প্রবাসী দূরদেশ হইতে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করিলে জ্ঞাতিমিত্র ও সুহৃদ্বর্গ যেমন তাঁহার আগমন অভিনন্দন করে, তদ্রূপ পুণ্যবান্ও ইহলোক হইতে পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুণ্যসমূহ আগত প্রিয়জ্ঞাতির ন্যায় তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করে ।

১৭ কোধবগ্গো

১ কোধং জহে বিপ্পজহেয্য মানং,
সঞ্ঞোজনং সব্বমতিক্কমেয্য,
তং নামরূপস্মিং অসজ্জমানং,
অকিঞ্চনং নানুপতন্তি দুক্খা ।২২১

ক্রোধ সংবরণ কর, অভিমান পরিত্যাগ কর, সর্ববিধ সংযোজন অতিক্রম কর। যিনি নামরূপের প্রতি নির্লিপ্ত ও অকিঞ্চন, দুঃখরাশি তাঁহার অনুসরণ করিতে পারে না।

২ যো বে উপ্পতিতং কোধং রথং ভন্তং'ব ধারয়ে,
তমহং সারথিং ব্রূমি রস্মিগ্গহো ইতরো জনো ।২২২

ধাবমান রথের গতিবেগ সংবরণের ন্যায় যিনি উৎপন্ন ক্রোধ দমন করিতে সমর্থ, আমি তাঁহাকেই প্রকৃত সারথি বলি, অপর ব্যক্তিরা বল্গাধারী মাত্র।

৩ অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে,
জিনে কদরিয়ং দানেন সচ্চেন অলিকবাদিনং ।২২৩

মৈত্রীর দ্বারা ক্রোধ জয় করিবে; সাধুতা দ্বারা অসাধুকে জয় করিবে; ত্যাগের দ্বারা কৃপণকে জয় করিবে ও সত্যের দ্বারা মিথ্যাবাদীকে জয় করিবে।

তুলনীয় :—

অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধম্ অসাধুং সাধুনা জয়েৎ।
জয়েৎ কদর্যং দানেন জয়েৎ সত্যেন চানৃতম্॥
—মহাভারত, উদ্‌যোগ পর্ব ৩৮।৭৩-৭৪

অক্রোধে জিনিবে ক্রোধ
অসাধুতা সাধু আচরণে।
অসত্য জিনিবে সত্যে
কদর্যে করিবে বশ ধনে ॥

—পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম ২।৮

৪ সচ্চং ভণে, ন কুজ্ঝেয্য, দজ্জাপ্পস্মিম্পি যাচিতো,
এতেহি তীহি ঠানেহি গচ্ছে দেবান সন্তিকে ।২২৪

সত্য বলিও, ক্রোধ করিও না ; প্রার্থিত হইয়া সামান্য কিছু দান করিও। এই ত্রিবিধ উপায়ে দেবগণের সান্নিধ্যে গমন করিবে।

৫ অহিংসকা যে মুনয়ো নিচ্চং কায়েন সংবুতা
তে যন্তি অচ্চুতং ঠানং যত্থ গন্ত্বা ন সোচরে ।২২৫

যে সকল মুনি অহিংসাপরায়ণ এবং সতত কায়-সংযত, তাঁহারা এমন অচ্যুত স্থানে (নির্বাণে) গমন করেন, যেখানে গিয়া শোক করিতে হয় না।

৬ সদা জাগরমানানং অহোরত্তানুসিক্খিনং,
নিব্বানং অধিমুত্তানং অত্থং গচ্ছন্তি আসবা ।২২৬

যাঁহারা সর্বদা স্মৃতিমান্, অহোরাত্র শিক্ষানুশীলনে রত, যাঁহারা নির্বাণ অভিলাষী তাঁহাদের পাপপ্রবৃত্তিসমূহ অস্তমিত হয়।

৭ পোরাণমেতং অতুল, নেতং অজ্জতনামিব,
নিন্দন্তি তুণ্হিমাসীনং নিন্দন্তি বহুভাণিনং,
মিতভাণিনম্পি নিন্দন্তি নত্থি লোকে অনিন্দিতো।

৮ ন চাহু ন চ ভবিস্সতি ন চেতরহি বিজ্জতি,
একন্তং নিন্দিতো পোসো একন্তং বা পসংসিতো।

হে অতুল, লোকে নীরবে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে যেমন নিন্দা করে, বহুভাষীকে এবং মিতভাষীকেও তেমনই নিন্দা করে—ইহা আজিকার (অদ্যতন) কথা নহে, ইহা চিরকালেরই (পোরাণ) কথা। একান্ত নিন্দিত কিংবা একান্ত প্রশংসিত ব্যক্তি অতীতে ছিল না, ভবিষ্যতে হইবে না এখনও বিদ্যমান নাই।

৯ যঞ্চে বিঞ্ঞূ পসংসন্তি অনুবিচ্চ সুবে সুবে,
অচ্ছিদ্দবুত্তিং মেধাবিং পঞ্ঞাসীলসমাহিতং ।২২৯

১০ নেক্‌খং জম্বোনদস্‌সেব কো তং নিন্দিতুমরহতি ?
দেবাপি তং পসংসন্তি ব্রহ্মুণাপি পসংসিতো ।২৩০

যদি বিজ্ঞগণ, কোন নিষ্কলঙ্কবৃত্তি, মেধাবী, প্রজ্ঞাবান্, শীল-সম্পন্ন ও সমাধিপরায়ণ ব্যক্তিকে দিনের পর দিন বিচার করিয়া প্রশংসা করেন, তবে জম্বুনদ (স্বর্ণ) নির্মিত নিষ্ক (কণ্ঠাভরণ) যেমন কেহ নিন্দা করে না, তেমন তাঁহাকেও কে নিন্দা করিতে সক্ষম ? দেবতাগণও তাঁহাকে প্রশংসা করেন, ব্রহ্মাকর্তৃকও তিনি প্রশংসিত।

১১ কায়প্পকোপং রক্‌খেয্য কায়েন সংবুতো সিয়া
কায়দুচ্চরিতং হিত্বা কায়েন সুচরিতং চরে ।২৩১

শারীরিক অত্যাচার দমন করিবে ; কায়-সংযত হইবে। কায়-দুশ্চরিত্রতা পরিত্যাগ করিয়া কায়-সুচরিত্র হইবে।

১২ বচীপকোপং রক্‌খেয্য বাচায় সংবুতো সিয়া,
বচীদুচ্চরিতং হিত্বা বাচায় সুচরিতং চরে ।২৩২

বাচনিক প্রকোপ দমন করিবে, বাক্যে সংযত হইবে। বাক্-দুশ্চরিত্রতা পরিত্যাগ করিয়া বাক্-সুচরিত হইবে।

১৩ মনোপকোপং রক্‌খেয়্য মনসা সংবুতো সিয়া
মনোদুচ্চরিতং হিত্বা মনসা সুচরিতং চরে ।২৩৩

মানসিক প্রকোপ দমন করিবে, মন সংযত হইবে। মানসিক দুশ্চরিত্রতা বর্জন করিয়া মনঃসুচরিত হইবে।

১৪ কায়েন সংবুতা ধীরা অথো বাচায় সংবুতা,
মনসা সংবুতা ধীরা তে বে সুপরিসংবুতা ।২৩৪

যে ধীরগণ কায়ে সংযত, বাক্যে সংযত ও মনে সংযত হন, তাঁহারাই সর্বতোভাবে সুসংযত।

১৮ মলবগ্‌গো

১ পণ্ডুপলাসো'ব দানি'সি,
যম পুরিসাপি চ তমুপট্‌ঠিতা,
উয্যোগমুখে চ তিট্‌ঠসি
পাথেয়্যম্‌পি চ তে ন বিজ্‌জতি ।২৩৫

২ সো করোহি দীপমত্তনো খিপ্পং বায়াম পণ্ডিতো ভব,
নিদ্ধন্তমলো অনঙ্গণো দিব্বং অরিয়ভূমিমেহিসি ।২৩৬

এখন তুমি (পতনোন্মুখ) পাণ্ডুপত্রের ন্যায় হইয়াছ, যমদূতেরা তোমার সমীপে উপস্থিত; তুমি এখন মৃত্যুমুখে অবস্থিত অথচ তোমার নিকট [পুণ্যরূপ] পাথেয় নাই। সুতরাং তুমি নিজের জন্য দ্বীপ [সুরক্ষিত আশ্রয়] গঠন কর। তজ্জন্য অবিলম্বে উদ্যম কর ও পণ্ডিত হও। তুমি নির্মল নিষ্কাম হইয়া দিব্য আর্যভূমিতে (ব্রহ্মলোকে) উপনীত হও।

৩ উপনীতবয়ো চ দানি'সি
সম্পয়াতো'সি যমস্স সন্তিকে,
বাসোপি চ তে নত্থি অন্তরা
পাথেয্যম্পি চ তে ন বিজ্জতি ।২৩৭

৪ সো করোহি দীপমত্তনো খিপ্পং বায়ম পণ্ডিতো ভব,
নিদ্ধন্তমলো অনঙ্গণো ন পুন জাতিজরং উপেহিসি।

এখন তোমার বয়স হইয়াছে, মৃত্যুর সমীপে অগ্রসর হইতেছ,

পথিমধ্যে তোমার কোন বিশ্রামস্থান নাই অথচ তোমার পাথেয় সঞ্চয় নাই। সুতরাং তুমি নিজের জন্য পুণ্যরূপ দ্বীপ (আশ্রয়) গঠন কর, সত্বর উদ্যোগী ও পণ্ডিত হও, নির্মল ও তৃষ্ণাহীন হও, তাহা হইলে পুনরায় জন্মজরার অধীন হইবে না।

৫ অনুপুব্বেন মেধাবী থোকথোকং খণে খণে,
কম্মারো রজতস্সেব নিদ্ধমে মলমত্তনো ।২৩৯

স্বর্ণকার যেমন বারংবার উত্তাপ প্রয়োগের দ্বারা রজতের মল পরিহার করে, তদ্রূপ মেধাবী ব্যক্তি ও ক্ষণে ক্ষণে অল্প অল্প করিয়া আপনার মল বিদূরিত করিবেন।

৬ অয়সা'ব মলং সমুট্ঠিতং তদুট্ঠায় তমেব খাদতি,
এবং অতিধোনচারিনং সক কম্মানি নয়ন্তি দুগ্গতিং।

লৌহজাত ময়লা যেমন নিজ উৎপত্তিস্থানকেই ক্ষয় করে, তদ্রূপ অত্যাচারী ব্যক্তিকে স্বকৃত কর্মসমূহই দুর্গতিগ্রস্ত করে।

৭ অসজ্ঝায়মলা মন্তা অনুট্ঠানমলা ঘরা,
মলং বণ্ণস্স কোসজ্জং পমাদো রক্খতো মলং ।২৪১

পুনঃপুনঃ আবৃত্তি (অভ্যাস) না করা মন্ত্রের মল, অনুত্থমই গৃহবাসের মল, আলস্য শারীরিক (সৌন্দর্যের) মল এবং রক্ষকের মল অসাবধানতা।

৮ মলিত্থিয়া দুচ্চরিতং মচ্ছেরং দদতো মলং,
মলাবে পাপকা ধম্মা অস্মিং লোকে পরম্হি চ ।২৪২
৯ ততো মলা মলতরং অবিজ্জা পরমং মলং,
এতং মলং পহত্বান নিম্মলা হোথ ভিক্খবো ।২৪৩

দুশ্চরিত্রতা স্ত্রীলোকের মল, মাৎসর্য দাতার মল, ইহলোক ও পরলোকে পাপকর্মসমূহ মলস্বরূপ। এই সকল মল অপেক্ষা অধিকতর মল অবিদ্যা। ভিক্ষুগণ, এই মল পরিহারপূর্বক তোমরা নির্মল হও।

১০ সুজীবং অহিরিকেন কাকসূরেন ধংসিনা,
পক্খন্দিনা পগব্ভেন সঙ্কিলিট্‌ঠেন জীবিতং ।২৪৪

যে খাদ্যসংগ্রহে নির্লজ্জ কাকের ন্যায় ধূর্ত, পরের অনিষ্টকারী, দুঃসাহসী, প্রগল্‌ভ এবং যে কলঙ্কিতজীবন যাপন করে, তাহার পক্ষে জীবিকানির্বাহ সহজ।

১১ হিরীমতা চ দুজ্জীবং নিচ্চং সুচিগবেসিনো,
অলীনেন'প্পগব্ভেন সুদ্ধাজীবেন পস্সতা ।২৪৫

যিনি পাপের প্রতি লজ্জা ও ভয়সম্পন্ন, সর্বদা জীবনের পবিত্রতা অন্বেষণ করেন, অপ্রগল্‌ভ বা উচ্ছৃঙ্খলতাহীন ও শুদ্ধ-জীবিকা আদর্শ করেন, তাদৃশ ধার্মিকের জীবিকানির্বাহ কষ্টসাধ্য।

১২ যো পাণং অতিপাতেতি মুসাবাদঞ্চ ভাসতি,
লোকে অদিন্নং আদিয়তি পরদারঞ্চ গচ্ছতি ।২৪৬

১৩ সুরামেরেয় পানঞ্চ যো নরো অনুযুঞ্জতি,
ইধেবমেসো লোকস্মিং মূলং খনতি অত্তনো ।২৪৭

১৪ এবং ভো পুরিস, জানাহি পাপধম্মা অসঞ্ঞতা,
মা তং লোভো অধম্মো চ চিরং দুক্খায় রন্ধয়ুং ।২৪৮

জগতে যে প্রাণিহিংসা করে, অদত্ত দ্রব্য অপহরণ করে ও পরদার গমন করে, মিথ্যাকথা বলে, যে সুরা প্রভৃতি মাদক -দ্রব্য সেবনে আসক্ত হয়—ইহজীবনেই সে আপন সুখের মূল উৎপাটিত করে। হে পুরুষ, এই প্রকার অসংযম ও পাপাচার

জানিয়া রাখ; লোভ ও অধর্ম যেন দীর্ঘকাল দুঃখের নিমিত্ত তোমাকে অবরুদ্ধ না করে।

১৫ দদাতি বে যথাসদ্ধং যথাপসাদনং জনো,
তত্থ যো মঙ্কু ভবতি পরেসং পানভোজনে;
ন সো দিবা বা রত্তিং বা সমাধিং অধিগচ্ছতি ।২৪৯

১৬ যস্স চেতং সমুচ্ছিন্নং মূলঘচ্চং সমূহতং,
সবে দিবা বা রত্তিং বা সমাধিং অধিগচ্ছতি ।২৫০

মানুষ স্বীয় শ্রদ্ধা ও প্রসন্নতা অনুসারে দান করে। তথায় অপরের খাদ্য পানীয়ের প্রতি যে ব্যক্তি ঈর্ষান্বিত (মঙ্কু) হয়, সে দিবা কিংবা রাত্রিতে কদাপি সমাধিলাভ করিতে পারে না। কিন্তু যাঁর সেই ঈর্ষা সমুচ্ছিন্ন, মূলোৎপাটিত ও সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়াছে, তিনিই দিবারাত্রি সমাধি লাভ করিয়া থাকেন।

১৭ নত্থি রাগসমো অগ্গি নত্থি দোসসমো গহো,
নত্থি মোহসমং জালং নত্থি তণ্হাসমা নদী ।২৫১

আসক্তির ন্যায় অগ্নি নাই, দ্বেষসম গ্রহ (গ্রাসকারী) নাই, মোহের ন্যায় জাল নাই ও তৃষ্ণার ন্যায় নদী নাই।

১৮ সুদস্‌সং বজ্জমঞ্‌ঞেসং অত্তনো পন দুদ্দসং,
পরেসং হি সো বজ্জানি ওপুণাতি যথাভুসং ;
অত্তনো পন ছাদেতি কলিং'ব কিতবা সঠো ।২৫২

অপরের দোষ সহজেই চোখে পড়ে, নিজের দোষ দেখা কঠিন। মানুষ যেমন করিয়া বাতাসে শস্যের ভুষি উড়াইয়া দেয়, তেমনিভাবে পরের দোষগুলিও প্রচার করিয়া থাকে। আর ধূর্ত ব্যাধের আত্মগোপনের ন্যায় মানুষ স্বীয় দোষ গোপন করে।

১৯ পরবজ্জানুপস্‌সিস্‌স নিচ্‌চং উজ্‌ঝানসঞ্‌ঞিনো,
আসবা তস্‌স বড্‌ঢন্তি আরা সো আসবক্‌খয়া ।২৫৩

যে সর্বদা পরের ছিদ্রান্বেষণ ও অপরকে ভৎসর্না করে, তাহার দোষসমূহ (আস্রব) বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সে আস্রবক্ষয় হইতে দূরবর্তী হয়।

২০ আকাসেব পদং নত্থি সমণো নত্থি বাহিরে
পপঞ্চাভিরতা পজা নিপ্পপঞ্চা তথাগতা ।২৫৪

আকাশে যেমন পদচিহ্ন নাই, তেমন [এই সর্বজ্ঞ-শাসনের] বাহিরে শ্রমণ [আর্য শ্রাবক] নাই। জনগণ (তৃষ্ণাদি) প্রপঞ্চে নিরত, তথাগতগণ নিষ্প্রপঞ্চ হইয়াছেন।

২১ আকাসে ব পদং নত্থি সমণো নত্থি বাহিরে,
সঙ্খারা সস্সতা নত্থি নত্থি বুদ্ধানমিঞ্জিতং ।২৫৫

আকাশে যেমন পদচিহ্ন নাই, তদ্রূপ আর্য-মার্গের বহির্ভূত শ্রমণ নাই। সংস্কারসমূহ শাশ্বত নহে এবং বুদ্ধগণের চাঞ্চল্য নাই। (বুদ্ধগণ নিয়তই অবিচলিত থাকেন।)

১৯ ধম্মট্ঠবগ্গো

১ ন তেন হোতি ধম্মট্ঠো যেনত্থং সহসা নয়ে,
যো চ অত্থং অনত্থঞ্চ উভো নিচ্ছেয্য পণ্ডিতো ।২৫৬

২ অসাহসেন ধম্মেন সমেন নয়তী পরে,
ধম্মস্স গুত্তো মেধাবী ধম্মট্ঠো'তি পবুচ্চতি ।২৫৭

যিনি বিচারে (রাগ, দ্বেষ, মোহ ও ভয় বশতঃ) পক্ষপাতিত্ব করেন তদ্বারা তিনি ধর্ম্মস্থ (ন্যায় বিচারক) হইতে পারেন না। যে পণ্ডিত ব্যক্তি অর্থ ও অনর্থ উভয় দিক বিবেচনা করেন, যিনি ন্যায়তঃ নিরপেক্ষ ও সমদর্শী হইয়া (অপরাধানুরূপ)

অপরের জয়-পরাজয় নির্ধারণ করেন তিনি ন্যায়-ধর্মের রক্ষক, বুদ্ধিমান ও সুবিচারক বলিয়া উক্ত হন।

৩ ন তেন পণ্ডিতো হোতি যাবতা বহু ভাসিত,
খেমী অবেরী অভয়ো পণ্ডিতো'তি পবুচ্চতি ।২৫৮

যদি কেহ অধিক পরিমাণে কথা বলে তবে সে তদ্বারা পণ্ডিত হয় না; যিনি সহিষ্ণু, দয়ালু ও নির্ভীক তিনিই পণ্ডিত বলিয়া অভিহিত হ'ন।

৪ ন তাবতা ধম্মধরো যাবতা বহু ভাবতি,
যো চ অপ্পম্পি সুত্বান ধম্মং কায়েন পস্সতি,
স বে ধম্মধরো হোতি যো ধম্মং নপ্পমজ্জতি ।২৫৯

যিনি যত অধিক ভাষণ করুন না কেন তাহাতে তিনি ধর্মধর হইতে পারেন না। যিনি অল্পমাত্র ধর্মকথা শুনিয়া নিজের জীবনে তাহা আচরণ করেন এবং ধর্মে অপ্রমত্ত থাকেন তিনিই প্রকৃত ধর্মধর।

৫ ন তেন থেরো হোতি যেন'স্স পলিতং সিরো
পরিপক্কো বয়ো তস্স মোঘজিন্নো'তি 'বুচ্চতি।

শির-কেশ পক্ক হইয়াছে বলিয়া কেহ স্থবির [প্রবীণ] হয় না ; তাহার বয়স পরিপক্ব, বার্ধক্য নিরবর্থক বলা চলে।

৬ যম্হি সচ্চঞ্চ ধম্মো চ অহিংসা সঞ্ঞমো দমো,
স বে বন্তমলো ধীরো থেরো' তি পবুচ্চতি ।২৬১

যাঁহার মধ্যে আর্যসত্য, নবলোকোত্তর ধর্ম, অহিংসা, সংযম ও ইন্দ্রিয়-সংবরণ বিদ্যমান—সেই নির্মল, জ্ঞানবান পুরুষকেই স্থবির বলা হয়।

৭ ন বাক্করণমত্তেন বণ্ণপোক্খরতায় বা
সাধুরূপো নরো হোতি ইস্সুকী মচ্ছরী সঠো ।২৬২

৮ যস্স চেতং সমুচ্ছিন্নং মূলঘচ্চং সমূহতং,
স বন্তদোসো মেধাবী সাধুরূপো'তি বুচ্চতি ।২৬৩

কেবল সুমধুর বাক্যবিন্যাস কিম্বা শারীরিক বর্ণসৌন্দর্যদ্বারা ঈর্ষুক, মাৎসর্যপরায়ণ ও শঠব্যক্তি কদাপি সাধু বা মহাত্মা হয় না। যাঁহার এই সকল দোষ সমূলে উৎপাটিত ও সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়াছে সেই নির্দোষ প্রজ্ঞাবান পুরুষই সাধু উক্ত হ'ন।

৯ ন মুণ্ডকেন সমণো অব্ব্‌তো অলিকং ভণং,
ইচ্ছা লোভসমাপন্নো সমণো কিং ভবিস্‌সতি ।২৬৪

ধুতাঙ্গ ব্রতহীন ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলিয়া কেবল শিরমুণ্ডন দ্বারা শ্রমণ হয় না। কামনা ও ভোগস্পৃহাসম্পন্ন লোক কি প্রকারে শ্রমণ হইবে ?

১০ যো চ সমেতি পাপানি অনুংথূলানি সব্ব্‌সো,
সমিতত্তা হি পাপানং সমণো'তি পবুচ্চতি ।২৬৫

যাঁহার সূক্ষ্ম ও স্থূল সকল প্রকার পাপ সর্বতোভাবে উপশম হইয়াছে তদ্ধেতু তিনি শ্রমণ বলিয়া অভিহিত হ'ন।

১১ ন তেন ভিক্‌খু হোতি যাবতা ভিক্‌খুতে পরে,
বিস্‌সং ধম্মং সমাদয় ভিক্‌খু হোতি ন তাবতা ।২৫৬

অপরের নিকট ভিক্ষা দ্বারা কেহ ভিক্ষু হয় না; বিষম পাপাচার অনুশীলনের দ্বারা কেহ সত্যিকার ভিক্ষু হইতে পারে না।

১২ যো'ধ পুঞ্‌ঞঞ্চ পাপঞ্চ বাহেত্বা ব্রহ্মচারিয়বা
সঙ্খায় লোকে চরতি সবে ভিক্‌খূ'তি বুচ্চ্‌তি ।২৬৭

জগতে যিনি পাপপুণ্য অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মচর্যবান হন এবং ইহলোকে সজ্ঞানে বিচরণ করেন তিনিই ভিক্ষু বলিয়া অভিহিত হন।

১৩ ন মোনেন মুনি হোতি মূল্হরূপো অবিদ্দসু,
যো চ তুলং'ব পগ্গয়্হ বরমাদায় পণ্ডিতো।২৬৮

১৪ পাপানি পরিবজ্জেতি স মুনী তেন সো মুনি;
যো মুনাতি উভো লোকে মুনি তেন পবুচ্চতি।২৬৯

মূঢ় অবিদ্বান্ লোক কেবল মৌনাবলম্বন দ্বারা মুনি হয় না। যে পণ্ডিত ব্যক্তি তুলাদণ্ড গ্রহণের ন্যায় শ্রেয়ঃ গ্রহণ করিয়া পাপসমূহ পরিবর্জন করেন তদ্দ্বারা তিনিই মুনি হন। যিনি (অন্তর-বাহির) উভয় লোক মনন করিতে সমর্থ তিনিই মুনি বলিয়া অভিহিত হন।

১৫ ন তেন অরিয়ো হোতি যেন পাণানি হিংসতি,
অহিংসা সব্বপাণানং অরিয়ো'তি পবুচ্চতি।২৭০

যে ব্যক্তি প্রাণিহিংসা করে তদ্দ্বারা সে আর্য হইতে

৪

পারে না ; যিনি সকল প্রাণীর প্রতি অহিংসভাবাপন্ন তিনিই আর্য বলিয়া কথিত হন।

১৬ ন সীলব্বতমত্তেন বাহুসচ্চেন বা পুন,
অথবা সমাধিলাভেন বিবিচ্চসয়নেন বা।২৭১

১৭ ফুসামি নেক্খম্মসুখং অপুথুজ্জনসেবিতং,
ভিক্খু! বিস্সাসমাপাদি অপ্পত্তো আসবক্খয়ং।

কেবল শীল ও ব্রত, বহুশাস্ত্রাভিজ্ঞতা, [লৌকিক] সমাধিলাভ, কিংবা নির্জনবাস দ্বারা অথবা 'আমি সাধারণের অনধিগম্য নিষ্কাম (অনাগামী) সুখ অনুভব করিতেছি,' এই ভাবিয়া হে ভিক্ষু, আস্রবক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বাস করিওনা, অর্থাৎ ক্ষান্ত হইও না।

২০ মগ্গবগ্গো

১ মগ্গানট্ঠঙ্গিকো সেট্ঠো সচ্চানং চতুরো পদা,
বিরাগো সেট্ঠো ধম্মানং দ্বিপদানঞ্চ চক্খুমা।২৭৩

২ এসো ব মগ্গো নত্থঞ্ঞো দস্সনস্স বিসুদ্ধিয়া,
এতং হি তুম্হে পটিপজ্জথ মারস্সেতং পমোহনং।২৭৪

মার্গের মধ্যে অষ্টাঙ্গিক মার্গ, সত্যের মধ্যে চতুরার্যসত্য, ধর্মের মধ্যে বিরাগ এবং দ্বিপদগণের মধ্যে চক্ষুষ্মান্ই শ্রেষ্ঠ। দর্শনবিশুদ্ধির নিমিত্ত এই অষ্টাঙ্গিক মার্গই একমাত্র পথ, অন্য পথ নাই। তোমরা এই মার্গই অবলম্বন কর; ইহা মারকে সম্মোহিত করে।

৩ এতং হি তুম্হে পটিপন্না দুক্খস্সন্তং করিস্সথ,
অক্খাতো বে ময়া মগ্গো অঞ্ঞায় সল্লসন্থনং।২৭৫

৪ তুম্হেহি কিচ্চং আতপ্পং অক্খাতারো তথাগতা,
পটিপন্না পমোক্খন্তি ঝায়িনো মারবন্ধনা।২৭৬

এই মার্গ অনুসরণ করিয়া তোমরা দুঃখের অন্ত করিবে। (দুঃখ) শল্য উৎপাটনের উপায় জানিয়াই আমি এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ উপদেশ করিয়াছি। উদ্যম তোমাদিগকেই করিতে হইবে; তথাগতগণ ধর্ম-ব্যাখ্যাতা মাত্র। এই মার্গাবলম্বী ধ্যানিগণ মারবন্ধন হইতে মুক্ত হন।

স্মরণীয় :—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।
—গীতা ১৮।৬৬

সর্ব ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকে আশ্রয় কর। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিওনা।

৫ সব্বে সঙ্খারা অনিচ্চা'তি যদা পঞ্ঞায় পস্সতি,
অথ নিব্বিন্দতি দুক্খে এস মগ্গো বিসুদ্ধিয়া।২৭৭

যাবতীয় সংস্কার অনিত্য ইহা যখন লোকে প্রজ্ঞাদ্বারা উপলব্ধি করেন তখন তিনি দুঃখের প্রতি বিরাগপ্রাপ্ত হন, ইহাই বিশুদ্ধির মার্গ।

৬ সব্বে সঙ্খারা দুক্খা'তি যদা পঞ্ঞায় পস্সতি,
অথ নিব্বিন্দতি দুক্খে এস মগ্গো বিসুদ্ধিয়া।২৭৮

সকল সংস্কার দুঃখময় ইহা যখন যোগী প্রজ্ঞাদ্বারা দর্শন করেন, তখন তিনি দুঃখের প্রতি বিরক্ত হন, ইহাই বিশুদ্ধির মার্গ।

৭ সব্বে ধম্মা অনত্তা'তি যদা পঞ্ঞায় পস্সতি,
অথ নিব্বিন্দতি দুক্খে এস মগ্গো বিসুদ্ধিয়া।২৭৯

সকল পদার্থ (ধর্ম) অনাত্ম ইহা যখন ধ্যানী প্রজ্ঞাদ্বারা প্রত্যক্ষ করেন তখন তিনি দুঃখের প্রতি উৎকণ্ঠিত হন ইহাই বিশুদ্ধিলাভের পথ।

৮ উট্ঠানকালম্হি অনুট্ঠহানো
যুবা বলী আলসিয়ং উপেতো,
সংসন্নসংকপ্পমনো কুসীতো
পঞ্ঞায় মগ্গং অলসো ন বিন্দতি ।২৮০

উদ্যমের সময়ে যে উদ্যমহীন, তরুণ ও শক্তিমান্ হইয়াও যে আলস্যযুক্ত, সংকল্পে অবসন্নচিত্ত, হীনবীর্য, নিরুৎসাহী, সেই ব্যক্তি প্রজ্ঞামার্গ লাভ করিতে পারে না।

৯ বাচানুরক্খী মনসা সুসংবুতো
কায়েন চ অকুসলং ন কয়িরা,
এতে তয়ো কম্মপথে বিসোধয়ে
আরাধয়ে মগ্গমিসিপ্পবেদিতং ।২৮১

বাক্যে সংযম রক্ষা করিবে, মনে সংযত থাকিবে এবং কায়িক অকুশল করিবে না, এই ত্রিবিধ কর্ম্মপথ বিশুদ্ধ রাখিবে; এইরূপে ঋষি-প্রবেদিত মার্গ আরাধনা করিবে।

১০ যোগা বে জায়তী ভূরি অযোগা ভূরিসঙ্খয়ো,
এতং দ্বেধাপথং ঞত্বা ভবায় বিভবায় চ,
তথ'ত্তানং নিবেসেয্য যথা ভূরি পবড্ঢতি ।২৮২

যোগ (সাধনা) হইতে প্রজ্ঞা জন্মে, যোগ ব্যতীত প্রজ্ঞা ক্ষয় হয়। প্রজ্ঞাবৃদ্ধি ও প্রজ্ঞাক্ষয়ের এই দ্বিবিধ উপায় জ্ঞাত হইয়া যাহাতে প্রজ্ঞাবৃদ্ধি পায় তদ্রূপ কার্যে আপনাকে নিয়োজিত রাখিবে।

১১ বনং ছিন্দথ মা রুক্‌খং বনতো জায়তে ভয়ং,
ছেত্বা বনঞ্চ বনথঞ্চ নিব্‌বনা হোথ ভিক্‌খবো ।২৮৩

১২ যাবং হি বনথো ন ছিজ্জতি
অণুমত্তো পি নরস্‌স নারিসু
পটিবদ্ধমনো 'ব তাব সো
বচ্ছো খীরপকো 'ব মাতরি ।২৮৪

ভিক্ষুগণ, (লালসার) বন ছেদন কর, বৃক্ষ (দুঃখ বিশেষ) কাটিও না। বন হইতেই ভয় উৎপন্ন হয়; বন ও বনথ (ঝোপ) ছেদন করিয়া তোমরা নির্বন (বাসনামুক্ত) হও।

যতদিন নারীদের প্রতি নরের অণুমাত্র বাসনাও অচ্ছিন্ন থাকে, ততদিন মাতার প্রতি আসক্ত স্তন্যপায়ী বৎসের ন্যায় তাহার চিত্তও নারীতে আবদ্ধ থাকিবে।

১৩ উচ্ছিন্দ সিনেহমত্তনো কুমুদং সারদিকং 'ব পাণিনা,

সন্তিমগ্গমেব ব্রূহয় নিব্বানং সুগতেন দেসিতং ।২৮৫

হস্ত দ্বারা শারদীয় কুমুদ উৎপাটনের ন্যায় তোমার নিজের স্নেহাসক্তি (তৃষ্ণা) উচ্ছেদ কর। শান্তিমার্গ অনুশীলন কর। নির্বাণমার্গ সুগত কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে।

১৪ ইধ বস্সং বসিস্সামি ইধ হেমন্তগিম্হিসু,

ইতি বালো বিচিন্তেতি অন্তরায়ং ন বুজ্ঝতি ।২৮৬

বর্ষায় এইস্থানে, হেমন্তে ও গ্রীষ্মে এইস্থানে বাস করিব, নির্বোধ এইরূপ চিন্তা করে। (জীবনের) অন্তরায় (অবসান) সে জানিতে পারে না।

১৫ তং পুত্তপসুসম্মত্তং ব্যাসত্তমানসং নরং,

সুত্তং গামং মহোঘো 'ব মচ্চু আদায় গচ্ছতি ।২৮৭

পুত্র, পশু আদি বিষয় সম্পদে যে ব্যক্তি প্রমত্ত ও আসক্তমনা, এমন ব্যক্তিকে মৃত্যু (অতৃপ্ত অবস্থাতেই হঠাৎ) লইয়া যায় যেমন মহাপ্লাবন সুপ্তগ্রামকে (ভাসাইয়া) লইয়া যায়।

১৬ ন সন্তি পুত্তা তাণায় ন পিতা ন' পি বন্ধবা,
অন্তকেনাধিপন্নস্‌স নত্থি ঞাতীসু তাণতা ।২৮৮

(মৃত্যু হইতে) ত্রাণকল্পে পুত্রগণও নাই, পিতাও নাই, বন্ধুগণও নাই ; যমাক্রান্তের ত্রাণকার্য জ্ঞাতিগণের দ্বারা সম্ভব নয় ।

১৭ এতমত্থবসং ঞত্বা পণ্ডিতো সীলসংবুতো
নিব্বানগমনং মগ্‌গং খিপ্‌পমেব বিসোধয়ে ।২৮৯

(নিজেই নিজের ত্রাণকর্তা—অপর কেহ নহে) এই তত্ত্ব অবগত হইয়া পণ্ডিত ও সংযতচরিত্র ব্যক্তি নির্বাণমার্গ অবিলম্বে বিশোধিত করিবেন ।

২১ পকিণ্ণকবগ্‌গো

১ মত্তাসুখপরিচ্‌চাগা পস্‌সে চে বিপুলং সুখং,
চজে মত্তাসুখং ধীরো সম্পস্‌সং বিপুলং সুখং ।২৯০

যদি স্বল্পমাত্র সুখ পরিত্যাগ হেতু বিপুল সুখের সম্ভাবনা

দেখা যায় তবে ধীর ব্যক্তি বিপুল সুখের সম্ভাব্যতা বিবেচনা করিয়া সামান্য সুখ (অবশ্যই) ত্যাগ করিবেন।

২ পরদুক্খূপদানেন যো অত্তনো সুখমিচ্ছতি,
বেরসংসগ্গসংসট্‌ঠো বেরা সো ন পরিমুচ্চতি ।২৯১

যে পরকে দুঃখ দিয়া নিজের সুখ ইচ্ছা করে সেই বৈরসংসর্গসংসৃষ্ট (বৈরবিজড়িত) ব্যক্তি বৈর হইতে মুক্তি পায় না।

৩ যং হি কিচ্চং তদপবিদ্ধং অকিচ্চং পন কয়িরতি,
উন্নলানং পমত্তানং তেসং বড্‌ঢন্তি আসবা ।২৯২

যাহাদের কৃত্য পরিত্যক্ত অথচ অকৃত্য কর্ম সম্পাদিত হয়, সেই উদ্ধত ও প্রমত্তদের আস্রবসমূহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

উন্নলানং—উদ্ধত ; চাইল্ডার্সের মতে 'মন্দ অভিপ্রায়'।

৪ যেসঞ্চ সুসমারদ্ধা নিচ্চং কায়গতা সতি,
অকিচ্চং তে ন সেবন্তি কিচ্চে সাতচ্চকারিনো,
সতানং সম্পজানানং অত্থং গচ্ছন্তি আসবা ।২৯৩

যাঁহাদের নিত্যই কায়গতস্মৃতি সুঅভ্যস্থ, তাঁহারা কদাপি অকৃত্যের সেবা করেন না, সততই কৃত্যে রত থাকেন। ঈদৃশ স্মৃতিমান্ প্রাজ্ঞদের আস্রবসমূহ অস্তগত হয়।

৫ মাতরং পিতরং হন্ত্বা রাজানো দ্বে চ খত্তিয়ে,
রট্‌ঠং সানুচরং হন্ত্বা অনীঘো যাতি ব্রাহ্মণো ।২৯৪

মাতা (তৃষ্ণা), পিতা (অহংকার), দুইজন ক্ষত্রিয় রাজা (শাশ্বতদৃষ্টি ও উচ্ছেদদৃষ্টি) এবং সানুচর রাষ্ট্রকে (ইন্দ্রিয় ও বিষয়ানুরাগকে) বিনাশ করিয়া ব্রাহ্মণ অনঘ (পাপমুক্ত) হন।

৬ মাতরং পিতরং হন্ত্বা রাজানো দ্বে চ সোত্থিয়ে,
বেয়্যগ্‌ঘপঞ্চমং হন্ত্বা অনীঘো যাতি ব্রাহ্মণো ।২৯৫

তৃষ্ণারূপ মাতা, অহঙ্কাররূপ পিতা, শাশ্বত ও উচ্ছেদদৃষ্টিরূপ দুইজন শ্রোত্রিয় রাজা এবং পঞ্চম ব্যাঘ্ররূপ ধ্যানাবরণসমূহ উচ্ছেদ করিয়া ব্রাহ্মণ নিষ্পাপ হন।

৭ সুপ্‌পবুদ্ধং পবুজ্‌ঝন্তি সদা গোতমসাবকা,
যেসং দিবা চ রত্তো চ নিচ্চং বুদ্ধগতা সতি ।২৯৬

যাঁহাদের স্মৃতি দিবারাত্রি নিত্য বুদ্ধগত, সেই গৌতম-শ্রাবকগণ সতত উত্তমরূপে জাগ্রত আছেন।

৮ সুপ্পবুদ্ধং পবুজ্ঝন্তি সদা গোতমসাবকা,
যেসং দিবা চ রত্তো চ নিচ্চং ধম্মগতা সতি ।২৯৭

যাঁহাদের স্মৃতি দিবারাত্রি নিরন্তর ধর্মগত, সেই গৌতম-শ্রাবকগণ সর্বদা উত্তমরূপে জাগ্রত আছেন।

৯ সুপ্পবুদ্ধং পবুজ্ঝন্তি সদা গোতমসাবকা,
যেসং দিবা চ রত্তো চ নিচ্চং সঙ্ঘগতা সতি ।২৯৮

দিবারাত্রি নিরন্তর যাঁহাদের স্মৃতি সংঘগত, সেই গৌতম-শিষ্যগণ সদা জাগ্রত থাকেন।

১০ সুপ্পবুদ্ধং পবুজ্ঝন্তি সদা গোতমসাবকা,
যেসং দিবা চ রত্তো চ নিচ্চং কায়গতা সতি ।২৯৯

দিবারাত্রি যাঁহাদের কায়গতস্মৃতি নিত্য সক্রিয় থাকে, গৌতমবুদ্ধের সেই শ্রাবকগণ সর্বদা উত্তমরূপে জাগ্রত আছেন।

১১ সুপ্পবুদ্ধং পবুজ্ঝন্তি সদা গোতমসাবকা,
যেসং দিবা চ রত্তো চ অহিংসায় রতো মনো ।৩০০

যাঁহাদের মন দিবারাত্র অহিংসায় নিত্য নিরত, সেই গৌতমশ্রাবকগণ সর্বদা জাগ্রত আছেন।

১২ সুপ্পবুদ্ধং পবুজ্ঝন্তি সদা গোতমসাবকা,
যেসং দিবা চ রত্তো চ ভাবনায় রতো মনো।৩০১

যাঁহাদের মন দিবারাত্রি অনুক্ষণ ভাবনায় (ধ্যানে) রত, সেই গৌতমশ্রাবকগণ সদাজাগ্রত আছেন।

১৩ দুপ্পব্বজ্জং দুরভিরমং দুরাবাসা ঘরা দুখা,
দুক্খো' সমানসংবাসো দুক্খানুপতিতদ্ধগূ,
তস্মা ন চ'দ্ধগূ সিয়া ন চ দুক্খানুপতিতো সিয়া।৩০২

প্রব্রজ্যা দুঃসাধ্য ও দুরভিরম্য (নিরানন্দময়); গার্হস্থ্যজীবন দুঃসাধ্য ও দুঃখময়। অসমান লোকের সঙ্গে বাস দুঃখজনক। [জন্মান্তরের] পথিক দুঃখে পতিত হয়। সুতরাং পথিক হইও না এবং দুঃখে পতিত হইও না।

১৪ সদ্ধো সীলেন সম্পন্নো যসোভোগসমপ্পিতো,
যং যং পদেসং ভজতি তত্থ তত্থেব পূজিতো।৩০৩

শ্রদ্ধাবান্, শীলসম্পন্ন, যশস্বী ও ভোগী পুরুষ যে যে প্রদেশে উপস্থিত হন সেখানেই তিনি সম্মানিত হন।

১৫ দূরে সন্তো পকাসেন্তি হিমবন্তো' ব পব্বতো,
অসন্তেত্থ ন দিস্সন্তি রত্তিখিত্তা যথা সরা।৩০৪

সৎপুরুষ হিমবান্ পর্বতের ন্যায় দূর হইতেও প্রকাশিত হন, কিন্তু অসৎ ব্যক্তি রাত্রে নিক্ষিপ্ত শরের ন্যায় দৃশ্য হয় না।

১৬ একাসনং একসেয্যং একোচরমতন্দিতো,
একো দময়মত্তানং বনন্তে রমিতো সিয়া।৩০৫

যিনি একাসননিষণ্ণ, একশয্যাশায়ী ও অতন্দ্র একচারী হইয়া একান্তভাবে নিজেকে দমন করেন, তিনি বনান্তে (নির্জনবাসে) প্রীতিলাভ করেন।

২২ নিরয়বগ্গো

১ অভূতবাদী নিরয়ং উপেতি
যো বা'পি কত্বা ন করোমীতি চা'হ,
উভো পি তে পেচ্চ সমা ভবন্তি
নিহীনকম্মা মনুজা পরত্থ।৩০৬

অসত্যবাদী নরকে যায় এবং যে (অন্যায়) করিয়া 'আমি করি নাই' বলে, সেও নরকে গমন করে; এই উভয় হীনকর্মা মানুষই পরলোকে সমগতি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ নরকযন্ত্রণা ভোগ করে।

২ কাসাবকণ্ঠা বহবো পাপধম্মা অসঞ্ঞতা,
পাপা পাপেহি কম্মেহি নিরয়ং তে উপপজ্জরে।৩০৭

যাহারা কণ্ঠে কাষায়বস্ত্র পরিধান করিয়াও অসংযত হয় ও পাপাচরণ করে, সেই বহু সংখ্যক পাপীরা পাপকর্মের ফলে নরকে পতিত হয়।

৩ সেয়্যো অয়োগুলো ভুত্তো তত্তো অগ্গিসিখূপমো,
যঞ্চে ভুঞ্জেয়্য দুস্সীলো রট্ঠপিণ্ডং অসঞ্ঞতো।

যিনি দুঃশীল ও অসংযত (ভিক্ষু), তাঁহার পক্ষে অগ্নিশিখোপম

তপ্ত লৌহগোলক গলাধঃকরণ করাও রাষ্ট্রদত্ত (পরদত্ত) পিণ্ড ভোজন করা অপেক্ষা শ্রেয়ঃ।

৪ চত্তারি ঠানানি নরো পমত্তো
আপজ্জতি পরদারূপসেবী,
অপুঞ্ঞ্ঞলাভং ন নিকামসেয়্যং
নিন্দং ততিয়ং নিরয়ং চতুত্থং ।৩০৯

৫ অপুঞ্ঞ্ঞলাভো চ গতী চ পাপিকা
ভীতস্স ভীতায় রতী চ থোকিকা,
রাজা চ দণ্ডং গরুকং পণেতি—
তস্মা নরো পরদারং ন সেবে ।৩১০

পরদারসেবী প্রমত্ত মানুষ দুঃখের চারি অবস্থা প্রাপ্ত হয়—অপুণ্যলাভ, নিদ্রাহীন শয়ন তৃতীয় লোকনিন্দা ও চতুর্থ নরক। তাহার অপুণ্যলাভ এবং (নরকাদি) পাপগতি হয়। ভীত নর-নারীর রতি ও ক্ষণস্থায়ী হয়। রাজা ইহাতে গুরুতর দণ্ড বিধান করেন, সুতরাং কেহ পরদার (কিংবা পরপুরুষ) সংসর্গ করিবে না।

৬ কুসো যথা দুগ্গহিতো হত্থমেবানুকন্ততি,
সামঞ্ঞ্ঞং দুপ্পরামট্ঠং নিরয়ায় উপকড্ঢতি ।৩১১

যেমন অসাবধানে গৃহীত কুশতৃণ হস্তকেই কর্তন করে, সেইরূপ দুরাচরিত শ্রামণ্য নিরয়াভিমুখে আকর্ষণ করে।

৭ যং কিঞ্চি সিথিলং কম্মং সঙ্কিলিট্‌ঠঞ্চ যং বতং,

সঙ্কস্‌সরং ব্রহ্মচরিয়ং ন তং হোতি মহপ্‌ফলং ।৩১২

শিথিল (উদ্যমহীন) কর্ম, কলুষিত ব্রত এবং সশঙ্ক স্মৃত (অপবিত্র হেতু যার স্মৃতি শঙ্কা জন্মায় সেই) ব্রহ্মচর্যের ফল ভাল হয় না।

৮ কয়িরা চে কয়িরাথেনং দল্‌হমেনং পরক্কমে,

সিথিলো হি পরিব্বাজো ভিয়্যো আকিরতে রজং ।৩১৩

যদি কুশল কর্ম করিতে হয় তবে উহা দৃঢ় পরাক্রম সহকারেই করিবে। কারণ শিথিলভাবে অনুষ্ঠিত সন্ন্যাস অধিকতর রজঃই বিকিরণ করে।

৯ অকতং দুক্কতং সেয়্যো, পচ্ছা তপতি দুক্কতং,

কতঞ্চ সুকতং সেয়্যো, যং কত্বা নানুতপ্পতি ।৩১৪

দুষ্কর্ম না করাই শ্রেয়ঃ, কারণ দুষ্কর্ম পশ্চাতে অনুতাপ দেয়; তাদৃশ সৎকর্ম করাই শ্রেয়ঃ, যাহা করিয়া পরে অনুতাপ করিতে হয় না।

১০ নগরং যথা পচ্চন্তং, গুত্তং সন্তরবাহিরং,
এবং গোপেথ অত্তানং খণো বে মা উপচ্চগা ;
খণাতীতা হি সোচন্তি নিরয়ম্‌হি সমপ্পিতা ।৩১৫

প্রত্যন্ত [সীমান্তবর্তী] নগর যেমন অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে সুরক্ষিত করা হয়, সেইরূপ তোমরা নিজেকে সতত রক্ষা করিও। সময় নষ্ট করিও না। যাহাদের সময় নষ্ট হইয়াছে তাহারা নরকে সমর্পিত হইয়া অনুতাপ করে।

১১ অলজ্জিতায়ে লজ্জন্তি, লজ্জিতায়ে ন লজ্জরে,
মিচ্ছাদিট্‌ঠিসমাদানা সত্তা গচ্ছন্তি দুগ্‌গতিং ।৩১৬

যেস্থলে লজ্জা করিতে নাই এমন স্থলে লজ্জা করে এবং যেখানে লজ্জা করা উচিত সেখানে লজ্জা করে না, ঈদৃশ ভ্রান্ত-দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ দুর্গতি প্রাপ্ত হয়।

১২ অভয়ে চ ভয়দস্‌সিনো, ভয়ে চাভয়দস্‌সিনো,
মিচ্ছাদিট্‌ঠিসমাদানা সত্তা গচ্ছন্তি দুগ্‌গতিং ।৩১৭

যাহারা অভয়ের কর্মে ভয় দর্শন করে, কিন্তু ভয়ের কার্যে নির্ভয় হয়, সেই মিথ্যা মতাবলম্বী ব্যক্তিরা দুর্গতি প্রাপ্ত হয়।

১৩ অবজ্জে বজ্জমতিনো বজ্জে চা’বজ্জদস্‌সিনো,
মিচ্ছাদিট্‌ঠিসমাদানা সত্তা গচ্ছন্তি দুগ্‌গতিং ।৩১৮

যাহারা অবর্জনীয় বিষয়কে বর্জনীয় মনে করে এবং বর্জনীয় বিষয়কে অবর্জনীয় মনে করে, সেই সব মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা দুর্গতি প্রাপ্ত হয় ।

১৪ বজ্জঞ্চ বজ্জতো ঞত্বা, অবজ্জঞ্চ অবজ্জতো,
সম্মাদিট্‌ঠিসমাদানা সত্তা গচ্ছন্তি সুগ্‌গতিং ।৩১৯

দোষকে দোষরূপে ও নির্দোষ কর্মকে নির্দোষরূপে জ্ঞাত হইয়া যাঁহারা সম্যক্‌দৃষ্টিপরায়ণ হন, তাঁহারা সুগতি প্রাপ্ত হন ।

২৩ নাগবগ্‌গো

১ অহং নাগো’ব সঙ্গামে চাপাতো পতিতং সরং,
অতিবাক্যং তিতিক্‌খিস্‌সং দুস্‌সীলো হি বহুজ্জনো ।

সংগ্রামে হস্তী যেভাবে ধনুনিক্ষিপ্ত শর সহ্য করে, আমিও

তেমনই অতিবাক্য (দুর্বাক্য) সহ্য করিব; কারণ দুঃশীলের সংখ্যাই অধিক।

২ দন্তং নয়ন্তি সমিতিং দন্তং রাজাভিরূহতি,
দন্তো সেট্‌ঠো মনুস্‌সেসু যো'তিবাক্যং তিতিক্‌খতি।

সুশিক্ষিত নাগ জনসমাবেশের মধ্যেও চালিত হয়, তাহাতে রাজা আরোহণ করেন। মানুষের মধ্যে যিনি পরুষবাক্য সহ্য করেন, সেই দান্তই সর্বোত্তম।

৩ বরমস্‌সতরা দন্তা আজানীয়া চ সিন্ধবা,
কুঞ্জরা চ মহানাগা অত্তদন্তো ততো বরং।৩২২

শিক্ষিত অশ্বতর, সিন্ধুদেশজাত আজানেয় অশ্ব এবং কুঞ্জর জাতীয় মহানাগ (হস্তী) ইহারা শ্রেষ্ঠ; কিন্তু যিনি আত্মসংযম করিয়াছেন তিনি তদপেক্ষা উত্তম।

৪ ন হি এতেহি যানেহি গচ্ছেয়্য অগতং দিসং,
যথাত্তনা সুদন্তেন দন্তো দন্তেন গচ্ছতি।৩২৩

সংযত পুরুষ আত্মশাসনের দ্বারা এমন অগত দিকে (নির্বাণে)

গমন করেন যেখানে এই সকল (অশ্বতরাদি) যানের দ্বারা যাওয়া সম্ভব নহে।

৫ ধনপালকো নাম কুঞ্জরো
কটুকপ্পভেদনো দুন্নিবারয়ো,
বদ্ধো কবলং ন ভুঞ্জতি,
সুমরতি নাগবনস্স কুঞ্জরো ।৩২৪

ধনপাল-নামক তীব্রমদস্রাবী দুর্নিবার কুঞ্জর অবরুদ্ধ অবস্থায় আহার্য ভক্ষণ করে না। কুঞ্জর নাগবন স্মরণ করিতে থাকে।

৬ মিদ্ধী যদা হোতি মহগ্‌ঘসো চ
নিদ্দায়িতা সম্পরিবত্তসায়ী
মহাবরাহো'ব নিবাপপুট্‌ঠো
পুনপ্পুনং গব্ভমুপেতি মন্দো ।৩২৫

যে অলস ব্যক্তি অধিকভোজী, খাদ্যপুষ্ট স্থূল বরাহের ন্যায় নিদ্রালু ও পার্শ্বপরিবর্তনপূর্বক শয়নশীল হয়, সে মন্দবুদ্ধি বার বার মাতৃজঠরে জন্মগ্রহণ করে।

৭ ইদং পুরে চিত্তমচারি চারিকং
যেনিচ্ছকং যথকামং যথাসুখং,
তদজ্জ' হং নিগ্‌গহেস্‌সামি যোনিসো
হত্থিপ্পভিন্নং বিয় অঙ্কুসগ্‌গহো ।৩২৬

এই চিত্ত পূর্বে যথেচ্ছরূপে যথাসুখে কাম্যবস্তুতে বিচরণ করিয়াছে, অঙ্কুশগ্রাহীর মদমত্তহস্তী দমনের ন্যায় আজ আমি ইহাকে তত্ত্বজ্ঞানযোগে সম্পূর্ণরূপে দমন করিব।

৮ অপ্পমাদরতা হোথ সচিত্তমনুরক্‌খথ,
দুগ্‌গা উদ্ধরথ'ত্তানং পঙ্কে সত্তো'ব কুঞ্জরো ।৩২৭

অপ্রমাদে রত হও, স্বীয় চিত্ত সাবধানে রক্ষা কর এবং আপনাকে পঙ্কে মগ্ন কুঞ্জরের ন্যায় দুর্গতি হইতে উদ্ধার কর।

৯ সচে লভেথ নিপকং সহায়ং
সদ্ধিং চরং সাধুবিহারিধীরং,
অভিভুয়্য সব্‌বানি পরিস্‌সয়ানি
চরেয়্য তেন'ত্তমনো সতীমা ।৩২৮

যদি জ্ঞানবান্ সচ্চরিত্র ও ধীর সহায় লাভ হয়, তবে সমস্ত

বাধাবিঘ্ন অভিভূত করিয়া স্মৃতিমান্ ব্যক্তি সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহার সহিত বিচরণ করিবে।

১০ নো চে লভেথ নিপকং সহায়ং
সদ্ধিং চরং সাধুবিহারিধীরং,
রাজা'ব রট্‌ঠং বিজিতং পহায়
একো চরে মাতঙ্গ'রঞ্‌ঞেব নাগো।৩২৯

যদি তীক্ষ্ণবুদ্ধি সদাচারী ও ধীর সহায় লাভ না হয়, তবে বিজিত রাজ্যত্যাগী রাজার ন্যায় কিংবা মাতঙ্গ নাগের ন্যায় একাকী অরণ্যে বিচরণ করিবে।

১১ একস্‌স চরিতং সেয়্যো নত্থি বালে সহায়তা,
একো চরে ন চ পাপানি কয়িরা
অপ্পোস্‌সুক্কো মাতঙ্গ'রঞ্‌ঞে ব নাগো।৩৩০

একাকী বিচরণ করাই শ্রেয়ঃ, কারণ অজ্ঞানীর দ্বারা সহায়তা হয় না। মাতঙ্গ হস্তী যেভাবে অরণ্যে বাস করে তদ্রূপ অনাসক্ত হইয়া একাকী বিচরণ করিবে। কদাচ পাপ করিবে না।

১২ অত্থম্হি জাতম্হি সুখা সহায়া
তুট্ঠী সুখা যা ইতরীতরেন,
পুঞ্ঞং সুখং জীবিতসঙ্খয়ম্হি
সব্বস্স দুক্খস্স সুখং পহানং ।৩৩১

প্রয়োজনকালে সহায় (বন্ধুতা) সুখকর, অল্পাধিক লাভে তুষ্টিও সুখকর; জীবিতসংক্ষয়ে (জীবনান্তে) পুণ্য সুখকর আর (জীবিতকালে) সর্বদুঃখ পরিহার সুখোত্তম।

১৩ সুখা মত্তেয়্যতা লোকে অথো পেত্তেয়্যতা সুখা,
সুখা সামঞ্ঞতা লোকে অথো ব্রহ্মঞ্ঞতা সুখা।

জগতে মাতৃভক্তি সুখকর, পিতৃভক্তিও সুখকর, তেমনি শ্রমণ এবং ব্রাহ্মণপরিচর্যা সুখদায়ক।

১৪ সুখং যাব জরা সীলং সুখা সদ্ধা পতিট্ঠিতা,
সুখো পঞ্ঞায় পটিলাভো পাপানং অকরণং সুখং।

বার্ধক্য পর্যন্ত সচ্চরিত্র থাকা সুখকর, প্রতিষ্ঠিত শ্রদ্ধা সুখকর, প্রজ্ঞালাভ সুখপ্রদ এবং পাপাচরণ না করাই সুখকর।

২৪ তণ্হাবগ্গো

১ মনুজস্স পমত্তচারিনো তণ্হা বড্ঢতি মালুবা বিয়,
সো প্লবতি হুরাহুরং ফলমিচ্ছং'ব বনস্মিং বানরো।

প্রমত্তচারী মানুষের তৃষ্ণা মালুবালতার ন্যায় বৃদ্ধি পায়। বনের ফলান্বেষী বানর যেমন (বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লম্ফ প্রদান করে) তদ্রূপ সে ব্যক্তিও (তৃষ্ণার প্রেরণায় জন্ম হইতে জন্মান্তরে) ধাবিত হয়।

২ যং এসা সহতে জম্মী তণ্হা লোকে বিসত্তিকা,
সোকা তস্স পবড্ঢন্তি অভিবট্ঠং'ব বীরণং।৩৩৫

জগতে এই অপকৃষ্ট বিষাত্মিকা তৃষ্ণা যাহাকে অভিভূত করে, তাহার শোক (সংসারদুঃখ) বর্ষণসিক্ত বীরণ তৃণের ন্যায় বৃদ্ধি পায়।

৩ যো চে'তং সহতী জম্মিং তণ্হং লোকে দুরচ্চয়ং,
সোকা তম্হা পপতন্তি উদবিন্দূ'ব পোক্খরা।৩৩৬

সংসারে যিনি এই নিকৃষ্ট ও দুরতিক্রম্য তৃষ্ণাকে অভিভূত

করিতে পারেন, পদ্মপত্র হইতে জলবিন্দুর ন্যায় তাহার তঁ শোক অপসৃত হয়।

৪ তং বো বদামি ভদ্দং বো যাবন্তে'ত্থ সমাগতা
তণ্হায় মূলং খণথ উসীরত্থো'ব বীরণং,
মা বো নলং'ব সোতো'ব মারো ভঞ্জি পুনপ্পুনং।৩৩৭

এখানে যাহারা সমাগত হইয়াছ, তোমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত বলিতেছি, উশীরার্থীর বেণাতৃণের মূল খননের ন্যায় তোমরা তৃষ্ণার মূল খনন কর, স্রোতের দ্বারা বিনষ্ট নলের মত মার যেন তোমাদিগকে বার বার বিধ্বস্ত না করে।

৫ যথাপি মূলে অনুপদ্দবে দল্হে
ছিন্নো পি রুক্খো পুনরেব রূহতি,
এবম্পি তণ্হানুসয়ে অনূহতে
নিব্বত্ততি দুক্খমিদং পুনপ্পুনং।৩৩৮

মূল উৎপাটিত না হইলে ও দৃঢ় থাকিলে ছিন্ন বৃক্ষ যেমন পুনরায় বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ তৃষ্ণামূল বিনষ্ট না হইলে দুঃখ ও পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হয়।

৬ যস্‌স ছত্তিংসতী সোতা মনাপসস্‌সবনা ভুসা,
বাহা বহন্তি দুদ্দিট্‌ঠিং সঙ্কপ্পা রাগনিস্‌সিতা ।৩৩৯

যাহার তৃষ্ণানদী ছত্রিশ স্রোতে মনোরম হইয়া প্রবাহিত হয়, সেই ভ্রান্তদৃষ্টি ব্যক্তিকে রাগাশ্রিত অভিলাষস্রোত প্রবল বেগে ভাসাইয়া লইয়া যায়।

৭ সবন্তি সব্বধি সোতা লতা উব্ভিজ্জ তিট্‌ঠতি,
তঞ্চ দিস্বা লতং জাতং মূলং পঞ্‌ঞায় ছিন্দথ ।৩৪০

তৃষ্ণাস্রোত সর্বত্র প্রবাহিত হয়, তৃষ্ণালতা অঙ্কুরিত হইয়া থাকে; সেই অঙ্কুরিত তৃষ্ণালতা দেখিয়া প্রজ্ঞাদ্বারা উহার মূল ছেদন কর।

৮ সরিতানি সিনেহিতানি চ
সোমনস্‌সানি ভবন্তি জন্তুনো,
তে সাতসিতা সুখেসিনো
তে বে জাতিজরূপগা নরা ।৩৪১

জীবগণের সুখতৃষ্ণা ব্যাপক ও আনন্দদায়ক (মনে) হয়।

যে সকল মানুষ এইরূপে স্বাদাসক্ত হইয়া সুখান্বেষী হয়, তাহারা বার বার জন্ম ও জরার কবলে পতিত হয়।

৯ তসিণায় পুরক্খতা পজা
পরিসপ্পন্তি সসো'ব বাধিতো,
সঞ্ঞোজনসঙ্গসত্তকা
দুক্খমুপেন্তি পুনপ্পুনং চিরায়।৩৪২

তৃষ্ণাজড়িত জীবগণ পাশবদ্ধ শশকের ন্যায় চতুর্দিকে ধাবিত হয়। সংযোজনে (আসক্তি শৃঙ্খলে) আবদ্ধ হইয়া তাহারা চিরকাল পুনঃপুনঃ দুঃখ পাইয়া থাকে।

১০ তসিনায় পুরক্খতা পজা
পরিসপ্পন্তি সসো'ব বাধিতো
তস্মা তসিনং বিনোদয়ে
ভিক্খু আকঙ্খী বিরাগমত্তনো।৩৪৩

তৃষ্ণাবদ্ধ জীবগণ পাশবদ্ধ শশকের ন্যায় (সংসারাবর্তে) ঘুরিতেছে। সুতরাং হে ভিক্ষু! স্বীয় মুক্তি আকাঙ্ক্ষা করিয়া তৃষ্ণার অপনোদন করিবে।

১১ যো নিব্বনথো বনাধিমুত্তো বনমুত্তো বনমেব ধাবতি
তং পুগ্‌গলমেব পস্‌সথ মুত্তো বন্ধনমেব ধাবতি।৩৪৪

যে ব্যক্তি একদা গার্হস্থ্য বন্ধনমুক্ত ও তপোবনে অভিনিবিষ্ট ছিল সে বন্ধনমুক্ত হইয়া তৎপ্রতি ধাবিত হইতেছে, ভিক্ষুগণ, তাদৃশ ব্যক্তিকে দেখ, সে মুক্ত হইয়াও পুনরায় বন্ধনাভিমুখে চলিয়াছে।

বন—তৃষ্ণার বন। ২৮৩ নং শ্লোক দ্রষ্টব্য।

১২ ন তং দল্‌হং বন্ধনমাহু ধীরা
যদায়সং দারুজং বব্‌বজঞ্চ,
সারত্তরত্তা মণিকুণ্ডলেসু
পুত্তেসু দারেসু চ যা অপেক্‌খা।৩৪৫

১৩ এতং দল্‌হং বন্ধনমাহু ধীরা
ওহারিনং সিথিলং দুপ্পমুঞ্চং,
এতম্পি ছেত্বান পরিব্‌বজন্তি
অনপেক্‌খিনো কামসুখং পহায়।৩৪৬

জ্ঞানিগণ লৌহ, কাষ্ঠ কিংবা তৃণ-নির্মিত বন্ধনকে দৃঢ় বন্ধন বলেন না; মণিকুণ্ডল ও স্ত্রীপুত্রের প্রতি সারত্বজ্ঞানে যে আসক্তি,

পণ্ডিতেরা তাহাকেই দৃঢ় বন্ধন বলিয়া বর্ণনা করেন ; এই বন্ধন মানুষকে নিম্নদিকে আকর্ষণ করে এবং এই বন্ধন শিথিল হইলেও ইহা মোচন করা দুঃসাধ্য। পণ্ডিতেরা এই বন্ধনকেও ছেদন করেন এবং কামসুখ বর্জন করিয়া অনাসক্তভাবে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।

১৪ যে রাগরত্তানুপতন্তি সোতং
সয়ং কতং মক্কটকো'ব জালং,
এতম্পি ছেত্বান বজন্তি ধীরা
অনপেক্খিনো সব্বদুক্খং পহায় ।৩৪৭

যাহারা রাগাসক্তিবশতঃ (তৃষ্ণা) স্রোতের অনুবর্তন করে তাহারা মাকড়সার ন্যায় স্বরচিত জালে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। জ্ঞানিগণ ইহাও ছেদন করেন এবং সমস্ত দুঃখ বর্জন করিয়া অনাসক্তভাবে বিচরণ করেন।

১৫ মুঞ্চ পুরে মুঞ্চ পচ্ছতো
মজ্ঝে মুঞ্চ ভবস্স পারগূ,
সব্বত্থ বিমুত্তমানসো
ন পুন জাতিজরং উপেহিসি ।৩৪৮

পূর্বপশ্চাৎ ও মধ্য পরিত্যাগ করিয়া সংসারের পারগামী হও। সর্বথা বিমুক্তচিত্ত ব্যক্তি পুনরায় জন্ম-জরায় উপনীত হয় না।

১৬ বিতক্কপমথিতস্‌স জন্তুনো
তিব্‌বরাগস্‌স সুভানুপস্‌সিনো,
ভিয়্যো তণ্‌হা পবড্‌ঢতি
এস খো দল্‌হং করোতি বন্ধনং।৩৪৯

বিতর্কপীড়িত তীব্র রাগে অনুরক্ত এবং শুভদর্শী ব্যক্তির তৃষ্ণা উত্তরোত্তর বর্ধিত হয়। এই ব্যক্তি বন্ধনকেই দৃঢ় করে।

১৭ বিতক্কূপসমে চ যো রতো
অসুভং ভাবয়তি সদা সতো,
এস খো ব্যন্তিকাহিতি
এসোচ্ছেজ্জতি মারবন্ধনং।৩৫০

যিনি বিতর্কের উপশমে রত এবং সতত স্মৃতিমান্ হইয়া দেহাদির অশুভ চিন্তায় নিবিষ্ট থাকেন, তিনিই মারবন্ধন নিঃশেষ করেন, তিনি উহা ছেদন করেন।

১৮ নিট্‌ঠঙ্গতো অসন্তাসী বীততণ্হো অনঙ্গণো,
অচ্ছিন্দি ভবসল্লানি অন্তিমো'য়ং সমুস্সয়ো ।৩৫১

যিনি লক্ষ্যে উপনীত, সন্ত্রাসহীন, তৃষ্ণামুক্ত ও নিষ্কলুষ হইয়াছেন, যাঁহার ভবকণ্টক উচ্ছিন্ন হইয়াছে, ইহাই তাঁহার অন্তিম দেহধারণ (অর্থাৎ তাঁহার আর পুনর্জন্ম হইবে না)।

১৯ বীততণ্হো অনাদানো নিরুত্তিপদকোবিদো,
অক্খরানং সন্নিপাতং জঞ্ঞা পুব্বাপরানি চ,
স·বে অন্তিমসারীরো মহাপঞ্ঞো
(মহাপুরিসো) 'তি বুচ্চতি ।৩৫২

যিনি তৃষ্ণামুক্ত, অনাসক্ত, নিরুক্তিপদকুশল (অর্থাৎ ব্যাকরণ অনুযায়ী শব্দার্থ নির্ণয়ে সুদক্ষ) এবং অক্ষরসমূহের সন্নিবেশকৌশল ও পৌর্বাপর্য প্রয়োগ জানেন, সেই অন্তিমদেহধারী মহাপ্রাজ্ঞই মহাপুরুষ নামে অভিহিত।

২০ সব্বাভিভূ সব্ববিদূহমস্মি
সব্বেসু ধম্মেসু অনূপলিত্তো,

সব্বঞ্ঞহো তণ্‌হক্‌খয়ে বিমুত্তো

সয়ং অভিঞ্‌ঞায় কমুদ্দিসেয়্যং ।৩৫৩

আমি সর্বজয়ী, সর্ববিৎ, সর্বধর্মে (সর্বাবস্থায়) নির্লিপ্ত, সর্বত্যাগী ও তৃষ্ণাক্ষয় হেতু বিমুক্ত হইয়াছি। সুতরাং স্বয়ং অভিজ্ঞ হইয়া আমি কাহাকে (গুরু) নির্দেশ করিব ?

২১ সব্‌বদানং ধম্মদানং জিনাতি

সব্‌বং রসং ধম্মরসো জিনাতি,

সব্‌বং রতিং ধম্মরতী জিনাতি

তণ্‌হক্‌খয়ো সব্‌বদুক্‌খং জিনাতি ।৩৫৪

ধর্মদান সকলদানকে জয় করে। ধর্মরস সর্বরস অপেক্ষা উত্তম। ধর্মরতি সকল রতিকে পরাভূত করে। তৃষ্ণাক্ষয় সর্বদুঃখ জয় করে।

তুলনীয় :—

১। নাস্তি এতারিসং দানং য়ারিসং ধম্মাদানং

—অশোকানুশাসন, গিরিলিপি ১১

২। নত্থু এতারিসং অস্তি দানং…যারিসং ধম্মদানং।

—অশোকানুশাসন, গিরিলিপি ৯

ধর্মদানের ন্যায় দান নাই।

৩। সর্বেষামেব দানানাং ব্রহ্মদানং বিশিষ্যতে।

—মনু ৪।২৩৩

সর্বদানের মধ্যে ব্রহ্মদানই শ্রেষ্ঠ।

২২ হনন্তি ভোগা দুম্মেধং নো চ পারগবেসিনো,
ভোগতণ্হায় দুম্মেধো হন্তি অঞ্ঞে'ব অত্তনং।৩৫৫

পারসন্ধানী না হইলে ভোগসুখসমূহ অজ্ঞ ব্যক্তিকে বিনষ্ট করে। দুর্মেধা ভোগতৃষ্ণাবশতঃ অন্যের ন্যায় নিজেরই অনিষ্ট করে।

২৩ তিণদোসানি খেত্তানি, রাগদোসা অয়ং পজা,
তস্মা হি বীতরাগেসু দিন্নং হোতি মহপ্ফলং।৩৫৬

তৃণদূষিত ক্ষেত্রে ফসল ভাল জন্মে না, ভোগানুরাগবশতঃ এই জনসমাজ কলুষিত হয়; সুতরাং বীতরাগদিগকে প্রদত্ত দান মহা ফলপ্রদ হয়।

৫

২৪ তিণদোসানি খেত্তানি, দোসদোসা অয়ং পজা,
তস্মা হি বীতদোসেসু দিন্নং হোতি মহপ্‌ফলং।৩৫৭

ক্ষেত্রসমূহ তৃণদোষে দূষিত হয়, এই জনগণ দ্বেষদোষে কলুষিত হয়; সেইজন্য দ্বেষহীনদিগকে প্রদত্ত দান মহাফলপ্রদ হয়।

২৫ তিণদোসানি খেত্তানি, মোহদোসা অয়ং পজা
তস্মা হি বীতমোহেসু দিন্নং হোতি মহপ্‌ফলং।৩৫৮

ক্ষেত্রসমূহ তৃণদ্বারা নষ্ট হয়, এই জনগণ মোহদ্বারা বিনষ্ট হয়; তজ্জন্য মোহমুক্তগণকে দান করিলে মহা ফলপ্রদ হয়।

২৬ তিণদোসানি খেত্তানি, ইচ্ছাদোসা অয়ং পজা,
তস্মা হি বিগতিচ্ছেসু দিন্নং হোতি মহপ্‌ফলং।৩৫৯

ভূমি তৃণবহুল হইলে নিষ্ফল হয়, মানুষ ইচ্ছা বা তৃষ্ণাদ্বারা কলুষিত হয়; সুতরাং অনাসক্তদিগকে প্রদত্ত দান মহৎ ফলপ্রসূ হয়।

২৫ ভিক্‌খুবগ্‌গো

১ চক্‌খুনা সংবরো সাধু, সাধু সোতেন সংবরো,
ঘাণেন সংবরো সাধু, সাধু জিব্‌হায় সংবরো ।৩৬০

চক্ষুসংযম সাধু (হিতকর), কর্ণসংযম সাধু, ঘ্রাণসংযম সাধু ও জিহ্বাসংযম সাধু।

২ কায়েন সংবরো সাধু, সাধু বাচায় সংবরো,
মনসা সংবরো সাধু, সাধু সব্বত্থ সংবরো ;
সব্‌বত্থ সংবুতো ভিক্‌খু সব্‌বদুক্‌খা পমুচ্‌চতি ।৩৬১

কায়িক সংযম সাধু, বাচনিক সংযম সাধু, মানসিক সংযম সাধু, সর্ব সংযম সাধু। সর্বথা সংযত ভিক্ষু যাবতীয় দুঃখ হইতে বিমুক্ত হয়।

৩ হত্থসঞ্‌ঞতো পাদসঞ্‌ঞতো
বাচায় সঞ্‌ঞতো সঞ্‌ঞতুত্তমো,
অজ্‌ঝত্তরতো সমাহিতো
একো সন্তুসিতো তমাহু ভিক্‌খুং ।৩৬২

যিনি হস্ত, পদ ও বাক্যে সর্বোত্তম সংযমী, যিনি অধ্যাত্মরত, সমাহিতচিত্ত ও সন্তোষপরায়ণ এবং যিনি অনাসক্ত, তাঁহাকে ভিক্ষু বলা হয়।

৪ যো মুখসঞ্‌ঞতো ভিক্‌খু মন্তভাণী অনুদ্ধতো,
অত্থং ধম্মঞ্চ দীপেতি, মধুরং তস্‌স ভাসিতং।৩৬৩

যে ভিক্ষু বাক্‌সংযমী ও মন্ত্রভাষী, (প্রজ্ঞাভাষী), যিনি অনুদ্ধতভাবে অর্থ ও ধর্ম ব্যাখ্যা করেন, তাঁহার ভাষণ মধুর হয়।

৫ ধম্মারামো ধম্মরতো ধম্মং অনুবিচিন্তয়ং,
ধম্মং অনুস্‌সরং ভিক্‌খু সদ্ধম্মা ন পরিহায়তি।৩৬৪

যিনি ধর্মে তন্ময়, যিনি সতত ধর্মচিন্তা করিয়া তাহাতে আনন্দ লাভ করেন এবং যিনি ধর্ম অনুসরণ করেন, সেই ভিক্ষু সদ্ধর্ম হইতে বিচ্যুত হন না।

৬ সলাভং না'তিমঞ্‌ঞেয্য, না'ঞ্‌ঞেসং পিহয়ং চরে,
অঞ্‌ঞেসং পিহয়ং ভিক্‌খু সমাধিং নাধিগচ্ছতি।৩৬৫

স্বীয় লাভকে অবজ্ঞা করিবে না এবং পরের লাভে স্পৃহা

(ঈর্ষা) করিবে না, পরের প্রতি ঈর্ষা পোষণকারী ভিক্ষুর সমাধি লাভ হয় না।

৭ অপ্পলাভো' পি চে ভিক্‌খু সলাভং নাতিমঞ্‌ঞতি,
তং বে দেবা পসংসন্তি সুদ্ধাজীবিং অতন্দিতং।৩৬৬

লাভ স্বল্প হইলেও যদি কোন ভিক্ষু স্বীয় লাভকে অবহেলা করেন না, সেই শুদ্ধজীবী, অতন্দ্র ভিক্ষুই দেবতাদের প্রশংসা-ভাজন হন।

৮ সব্বসো নামরূপস্মিং যস্‌স নত্থি মমায়িতং,
অসতা চ ন সোচতি স বে ভিক্‌খূ'তি বুচ্‌চতি।৩৬৭

নামরূপময় সর্ব বস্তুতে যাহার মমতাবোধ ('আমার' এই ভ্রান্ত ধারণা) নাই, উহাদের অভাবে যিনি শোক করেন না, তিনিই ভিক্ষু নামে অভিহিত হন।

৯ মেত্তাবিহারী যো ভিক্‌খু পসন্নো বুদ্ধসাসনে,
অধিগচ্ছে পদং সন্তং সঙ্‌খারূপসমং সুখং।৩৬৮

যে ভিক্ষু মৈত্রীসাধনায় নিবিষ্ট, যিনি প্রসন্নচিত্তে বুদ্ধের উপদেশ

(শাসন) অনুশীলন করেন, তিনি সংস্কার-উপশম ও সুখময় শান্তপদ লাভ করেন।

১০ সিঞ্চ ভিক্খু ইমং নাবং সিত্তা তে লহুমেস্‌সতি,
ছেত্বা রাগঞ্চ দোসঞ্চ ততো নিব্বানমেহিসি ।৩৬৯

হে ভিক্ষু! এই (জীবন) তরী সেচন কর, সেচিত হইলে তোমার তরী লঘু হইবে, রাগদ্বেষ ছেদন করিয়া নির্বাণ লাভ করিবে।

১১ পঞ্চ ছিন্দে পঞ্চ জহে পঞ্চ চুত্তরি ভাবয়ে,
পঞ্চসঙ্গাতিগো ভিক্খু 'ওঘতিণ্ণো' তি বুচ্চতি ।৩৭০

পঞ্চ (বন্ধন) ছেদন কর, পঞ্চ (দোষ) পরিত্যাগ কর, আর পঞ্চ (গুণের) সাধন কর। যে ভিক্ষু পঞ্চ সঙ্গ অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহাকে প্লাবনোত্তীর্ণ বলা হয়।

১২ ঝায় ভিক্খু, মা চ পমাদো
মা তে কামগুণে ভমস্‌সু চিত্তং,
মা লোহগুলং গিলী পমত্তো,
মা কন্দি দুক্খমিদন্তি ডয়্‌হমানো ।৩৭১

হে ভিক্ষু! ধ্যান কর, প্রমাদী হইও না, তোমার চিত্ত যেন কামগুণে (কাম্যবিষয়ে) ভ্রমণ না করে! প্রমত্ত হইয়া (নরকে) লৌহগোলক গ্রাস করিও না ; (দুঃখাগ্নিতে) প্রজ্বলিত হইয়া 'হায় দুঃখ' বলিয়া যেন ক্রন্দন করিতে না হয়।

১৩ নত্থি ঝানং অপঞ্ঞ্ঞস্স পঞ্ঞ্ঞা নত্থি অঝায়তো,
যম্হি ঝানঞ্চ পঞ্ঞ্ঞা চ স বে নিব্বানসন্তিকে।৩৭২

অপ্রাজ্ঞের ধ্যান হয় না, ধ্যানহীনের প্রজ্ঞা হয় না। যাঁহার ধ্যান ও প্রজ্ঞা উভয়ই আছে তিনিই নির্বাণের সমীপবর্তী।

১৪ সুঞ্ঞ্ঞাগারং পবিট্ঠস্স সন্তচিত্তস্স ভিক্খুনো ;
অমানুসী রতী হোতি সম্মা ধম্মং বিপস্সতো।৩৭৩

শূন্যাগারে প্রবিষ্ট, শান্তচিত্ত ও সম্যক্ ধর্মদর্শনকারী ভিক্ষুর অপার্থিব আনন্দ লাভ হয়।

১৫ যতো যতো সম্মসতি খন্ধানং উদয়ব্বয়ং,
লভতী পীতিপামোজ্জং অমতং তং বিজানতং।৩৭৪

যখন যিনি স্কন্ধসমূহের উদয়বিলয় ধ্যান করেন তখন তিনি অমৃতজ্ঞের (নির্বাণদর্শীর) প্রীতি ও আনন্দ লাভ করেন।

১৬ তত্রায়মাদি ভবতি ইধ পঞ্ঞ্ঞস্স ভিক্খুনো,
ইন্দ্রিয়গুত্তি সন্তুট্ঠী পাতিমোক্খে চ সংবরো।
মিত্তে ভজস্সু কল্যাণে সুদ্ধাজীবে অতন্দিতে।৩৭৫

১৭ পটিসন্থারবুত্যস্স আচারকুসলো সিয়া,
ততো পামোজ্জবহুলো দুক্খস্স'ন্তংকরিস্সতি।৩৭৬

প্রাজ্ঞ ভিক্ষুর প্রাথমিক কর্তব্য এই : ইন্দ্রিয় সংযম, সন্তোষ এবং প্রাতিমোক্ষ পালন, শুদ্ধাজীব অতন্দ্র কল্যাণমিত্রদের সাহচর্য করিবে। প্রতিসেবাশীল এবং আচারকুশল হইবে। তাহাতে আনন্দবহুল ভিক্ষু যাবতীয় দুঃখের অন্তসাধন করিবে।

১৮ বস্সিকা বিয় পুপ্ফানি মদ্দবানি পমুঞ্চতি,
এবং রাগঞ্চ দোসঞ্চ বিপ্পমুঞ্চেথ ভিক্খবো।৩৭৭

ভিক্ষুগণ, বর্ষিকা (মল্লিকা) যেমন ম্লানপুষ্প বর্জন করে তেমন তোমরা রাগ ও দ্বেষ পরিত্যাগ করিবে।

১৯ সন্তকায়ো সন্তবাচো সন্তবা সুসমাহিতো,
বন্তলোকামিসো ভিক্খু উপসন্তো'তি বুচ্চতি।৩৭৮

যাঁহার কায় শান্ত, বাক্য শান্ত এবং মন শান্ত ও সুসমাহিত হইয়াছে, যিনি লৌকিক বাসনাবিহীন হইয়াছেন, সেই ভিক্ষুই উপশান্ত বলিয়া কথিত হন।

২০ অত্তনা চোদয়ত্তানং পটিমাসে অত্তমত্তনা,
সো অত্তগুত্তো সতিমা সুখং ভিক্‌খু বিহাহিসি।৩৭৯

নিজেই নিজেকে প্রেরণা দাও, নিজেই নিজের পরীক্ষা কর। হে ভিক্ষু! যিনি আত্মগুপ্ত ও স্মৃতিমান্ তিনি সুখে বিহার করেন।

২১ অত্তা হি অত্তনো নাথো, অত্তা হি অত্তনো গতি,
তস্মা সঞ্ঞময়'ত্তানং অস্‌সং ভদ্রং'ব বাণিজো।৩৮০

নিজেই নিজের প্রভু, নিজেই নিজের আশ্রয়। সুতরাং বণিকের ভদ্র অশ্বের ন্যায় নিজেকে সংযত করিবে।

২২ পামোজ্জবহুলো ভিক্‌খু পসন্নো বুদ্ধসাসনে,
অধিগচ্ছে পদং সন্তং সঙ্খারূপসমং সুখং।৩৮১

যে ভিক্ষু বুদ্ধশাসনে প্রসন্ন ও আনন্দবহুল, তিনি সংস্কার-উপশম-রূপ সুখময় শান্ত পদ (নির্বাণ) অধিগত হন।

২৩ যো হবে দহরো ভিক্‌খু যুঞ্জতি বুদ্ধসাসনে,
সো' মং লোকং পভাসেতি অব্‌ভা মুত্তো'ব চন্দিমা।

নিতান্ত তরুণ হইলেও যে ভিক্ষু বুদ্ধের শাসনে আত্ম নিয়োগ করেন, তিনি মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় এই জগৎকে উদ্ভাসিত করেন।

২৬ ব্রাহ্মণবগ্‌গো

১ ছিন্দ সোতং পরক্কম্ম কামে পনুদ ব্রাহ্মণ,
সঙ্খারানং খয়ং ঞত্বা অকতঞ্ঞূ' সি ব্রাহ্মণ।৩৮৩

হে ব্রাহ্মণ, পরাক্রম সহকারে তৃষ্ণা-স্রোত ছেদন কর, কাম অপনোদন কর। সংস্কারসমূহের ক্ষয়-রহস্য জানিয়া তুমি অকৃত (নির্বাণতত্ত্ব) জ্ঞাত হও।

২ যদা দ্বয়েসু ধম্মেসু পারগূ হোতি ব্রাহ্মণো,
অথ' স্স সব্বে সংযোগা অত্থং গচ্ছন্তি জানতো।৩৮৪

ব্রাহ্মণ যখন দ্বিবিধ ধর্মেপারদর্শী হন, তখন তাঁহার জ্ঞাতসারে সমস্ত সংযোগ অস্তমিত (বিলুপ্ত) হয়।

দ্বিবিধ ধর্ম—সমথ (সাময়িক ক্লেশোপশম) এবং বিদর্শন (চিরতরে ক্লেশনিবৃত্তি)।

৩ যস্‌স পারং অপারং বা পারাপারং ন বিজ্জতি,
বীতদ্দরং বিসংযুত্তং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং ।৩৮৫

যাঁহার পার (ছয় প্রকার আধ্যাত্মিক আয়তন), অপার (ছয় প্রকার বাহ্যিক আয়তন) কিংবা পারাপার বিদ্যমান নাই (অর্থাৎ উভয়ের প্রতি মমত্ববোধ নাই), যিনি নির্ভীক ও অনাসক্ত ; আমি তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলি।

৪ ঝায়িং বিরজমাসীনং কতকিচ্চং অনাসবং,
উত্তমত্থং অনুপ্‌পত্তং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং ।৩৮৬

যিনি ধ্যানরত, বিরজ (রজোগুণহীন), কৃত-কর্তব্য, অনাস্রব এবং পরমার্থ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

৫ দিবা তপতি আদিচ্চো রত্তিং আভাতি চন্দিমা,
সন্নদ্ধো খত্তিয়ো তপতি ঝায়ী তপতি ব্রাহ্মণো,
অথ সব্বমহোরত্তিং বুদ্ধো তপতি তেজসা ।৩৮৭

সূর্য দীপ্ত হয় দিবাকালে, চন্দ্র আলোদান করে রাত্রে,

ক্ষত্রিয় দীপ্তি পাইয়া থাকেন অস্ত্রসজ্জায়, ব্রাহ্মণ প্রদীপ্ত হন ধ্যানে, কিন্তু বুদ্ধ অহোরাত্রই নিজ তেজে দীপ্যমান থাকেন।

৬ বাহিতপাপো'তি ব্রাহ্মণো,
সমচরিয়া সমণো'তি বুচ্চতি,
পব্বাজয়মত্তনো মলং
তস্মা পব্ব্‌জিতো'তি বুচ্চ্‌তি।৩৮৮

যিনি বিগতপাপ তিনি ব্রাহ্মণ, যিনি শমাচারী তিনি শ্রমণ বলিয়া উক্ত হন; তেমনি যিনি আত্মমল বিদূরিত করিয়াছেন তাঁহাকে প্রব্রজিত বলা হয়।

৭ ন ব্রাহ্মণস্‌স পহরেয্য না'স্‌স মুঞ্চেথ ব্রাহ্মণো,
ধী ব্রাহ্মণস্‌স হন্তারং ততো ধী যস্‌স মুঞ্চতি।৩৮৯

ব্রাহ্মণকে প্রহার করিবে না, ব্রাহ্মণও প্রহারকারীকে আক্রোশ করিবে না। ব্রাহ্মণহন্তা (বা ব্রাহ্মণ-প্রহর্তাকে) ধিক। যে প্রহারকারীকে (ক্ষমা না করিয়া) আক্রোশ করে তাহাকে আরও ধিক্।

৮ ন ব্রাহ্মণস্‌সেতদকিঞ্চি সেয়্যো,
যদা নিসেধো মনসো পিয়েহি,
যতো যতো হিংসমনো নিবত্ততি
ততো ততো সম্মতিমেব দুক্‌খং ।৩৯০

যখন মন প্রিয়বস্তু হইতে নিবৃত্ত হয় তখন উহা ব্রাহ্মণের পক্ষে সামান্য শ্রেয়ঃ নয়। কারণ যে যে অবস্থা হইতে হিংস্রমন নিবৃত্ত হয়, তাহা হইতে সম্ভাব্য দুঃখের নিশ্চিত উপশম হয়।

৯ যস্‌স কায়েন বাচায় মনসা নত্থি দুক্কতং,
সংবুতং তীহি ঠানেহি তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।৩৯১

কায়, বাক্য ও মনে যিনি পাপ করেন নাই এবং এই ত্রিবিধ স্থানে যিনি সংযত, তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলি।

১০ যম্‌হা ধম্মং বিজানেয়্য সম্মাসম্বুদ্ধদেসিতং,
সক্কচ্চং তং নমস্‌সেয়্য অগ্‌গিহুত্তং'ব ব্রাহ্মণো ।৩৯২

ব্রাহ্মণ যেরূপ অগ্নিহোত্রকে নমস্কার করে, সেইরূপ যাঁহার নিকট সম্যক্ সম্বুদ্ধ-দেশিত ধর্ম জানা যায় তাঁহাকেও শ্রদ্ধা-সহকারে প্রণাম করিবে।

১১ ন জটাহি ন গোত্তেন ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো,

যম্‌হি সচ্চঞ্চ ধম্মো চ সো সুচী সো চ ব্রাহ্মণো ।৩৯৩

জটা, গোত্র, বা জন্ম দ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হয় না। যাঁহার মধ্যে সত্য ও ধর্ম বিদ্যমান তিনিই পবিত্র এবং তিনিই ব্রাহ্মণ।

১২ কিং তে জটাহি দুম্মেধ, কিং তে অজিনসাটিয়া,

অব্ভন্তরং তে গহণং বাহিরং পরিমজ্জসি ।৩৯৪

রে দুর্মেধ, তোমার জটা কিংবা মৃগচর্ম ধারণের কি প্রয়োজন? তোমার অভ্যন্তর ক্লেদপূর্ণ (বাসনাপূর্ণ), কেবল বহির্দেশ পরিমার্জন করিতেছ।

১৩ পংসুকূলধরং জন্তুং কিসং ধমনিসন্থতং,

একং বনস্মিং ঝায়ন্তং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং ।৩৯৫

যিনি পাংশুকূল (ধূলিমাখা জীর্ণ বস্ত্র) পরিহিত, যাঁহার কৃশ দেহে ধমনী জাগিয়া উঠিয়াছে এবং যিনি একাকী বনে ধ্যান নিরত, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

১৪ ন চা'হং ব্রাহ্মণং ব্রূমি যোনিজং মত্তিসম্ভবং,

'ভো'বাদি নাম সো হোতি সচে হোতি সকিঞ্চনো,

অকিঞ্চনং অনাদানং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং ।৩৯৬

যদি কেহ রাগদ্বেষাদি কলুষ (কিঞ্চন) যুক্ত হয়, তবে ব্রাহ্মণ মাতৃসম্ভূত বলিয়া তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলি না; সে কেবল 'ভো'-বাদী (ওহে! আমি ব্রাহ্মণ এরূপ সম্বোধনকারী)। যিনি অকিঞ্চন ও অনাদান তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

১৫ সব্বসংযোজনং ছেত্বা যো বে ন পরিতস্‌সতি,
সঙ্‌গাতিগং বিসংযুত্তং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।৩৯৭

সর্ববিধ বন্ধন ছিন্ন করিয়া যিনি সন্ত্রস্ত নহেন এবং যিনি সঙ্গাতীত (আসক্তিরহিত) ও বন্ধনমুক্ত তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

১৬ ছেত্বা নন্ধিং বরত্তঞ্চ সন্দামং সহনুক্কমং,
উক্‌খিত্তপলিঘং বুদ্ধং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।৩৯৮

যিনি ক্রোধ (নন্ধী), তৃষ্ণা (বরত্রা) ও অনুষঙ্গ সহ সমস্ত শৃঙ্খল (সন্দাম) ছেদন করিয়াছেন, যাঁহার মোহপ্রাচীর উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং যিনি বুদ্ধ তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

১৭ অক্কোসং বধবন্ধঞ্চ অদুট্‌ঠো যো তিতিক্‌খতি,
খন্তীবলং বলানীকং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।৩৯৯

যিনি আক্রোশ প্রহার ও বন্ধন নির্দোষচিত্তে সহ্য করেন ক্ষান্তিবলই যাঁর সেনাবল, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

১৮ অক্কোধনং বতবন্তং সীলবন্তং অনুস্‌সদং,

দন্তং অন্তিমসারীরং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং ।৪০০

যিনি ক্রোধহীন, ব্রতপরায়ণ, শীলবান্‌, তৃষ্ণা মুক্ত, সংযত ও (পুনর্জন্ম ক্ষয় করায়) অন্তিমদেহধারী, তাঁহাকেই বলি ব্রাহ্মণ।

১৯ বারি পোক্‌খরপত্তে'ব আরগ্‌গেরি'ব সাসপো,

যো ন লিম্পতি কামেসু তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং ।৪০১

পদ্মপত্রস্থিত জল ও সূচাগ্রস্থিত সর্ষপের ন্যায় যিনি কাম্য-বস্তুতে নির্লিপ্ত, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

২০ যো দুক্‌খস্‌স পজানাতি ইধে'ব খয়মত্তনো,

পন্নভারং বিসংযুত্তং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং ।৪০২

যিনি ইহজীবনেই স্বীয় দুঃখের ক্ষয় জ্ঞাত হইয়াছেন এবং যিনি ভারমুক্ত ও সংযোজনহীন, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

২১ গম্ভীরপঞ্‌ঞং মেধাবিং মগ্‌গামগ্‌গস্‌স কোবিদং,
উত্তমত্থং অনুপ্পত্তং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং ।৪০৩

যিনি গভীরপ্রজ্ঞাযুক্ত, মেধাবী, মার্গ ও অমার্গ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং যিনি পরমার্থ অনুপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

২২ অসংসট্‌ঠং গহট্‌ঠেহি অনাগারেহি চূভয়ং,
অনোকসারিং অপ্পিচ্ছং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং ।৪০৪

যিনি গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী (অনাগারিক) উভয়ের সহিত অসংস্পৃষ্ট, যিনি অনালয়চারী, নিস্পৃহ, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

২৩ নিধায় দণ্ডং ভূতেসু তসেসু থাবরেসু চ,
যো ন হন্তি ন ঘাতেতি তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং ।৪০৫

মৃত্যুভীত কিংবা মৃত্যুভয়াতীত (অর্হৎ) সর্ববিধ প্রাণীর প্রতি দণ্ড পরিহারপূর্বক যিনি কোন প্রাণী হত্যা করেন না কিংবা হত্যার কারণ হন না, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

২৪ অবিরুদ্ধং বিরুদ্ধেসু অত্তদণ্ডেসু নিব্বুতং,
সাদানেসু অনাদানং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং ।৪০৬

যিনি বিরুদ্ধদের প্রতি অবিরুদ্ধ (মৈত্রীপরায়ণ), দণ্ডধারীদের প্রতি শান্ত এবং বিষয়াসক্তদের মধ্যে যিনি অনাসক্ত, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

২৫ যস্স রাগো চ দোসো চ মানো মক্খো চ পাতিতো

সাসপোরি'ব আরগ্গা তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।৪০৭

যাঁহার রাগ, দ্বেষ, অহঙ্কার ও কপটতা সূচ্যগ্র হইতে পতিত সর্ষপের ন্যায় পরিতক্ত হইয়াছে, তাঁহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলি।

২৬ অকক্কসং বিঞ্ঞাপনিং গিরং সচ্চং উদীরয়ে,

যায় নাভিসজে কিঞ্চি তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।৪০৮

যিনি অকর্কশ, অর্থজ্ঞাপক, ও এমন সত্য বাক্য বলেন যাহার দ্বারা কেহ ক্রুদ্ধ হন না, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

২৭ যো'ধ দীঘং বা রস্সং বা অণুং থূলং সুভাসুভং,

লোকে অদিন্নং নাদিয়তি তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।৪০৯

যিনি ইহজগতে দীর্ঘ বা হ্রস্ব, সূক্ষ্ম বা স্থূল, ভাল বা মন্দ [কোনও রূপ] অদত্ত বস্তু গ্রহণ করেন না, তাঁহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলি।

২৮ আসা যস্‌স ন বিজ্জন্তি অস্মিং লোকে পরম্‌হি চ,

নিরাসয়ং বিসংযুত্তং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং ।৪১০

ইহলোকে ও পরলোকে যাঁহার কোন প্রত্যাশা নাই, যিনি বাসনা ও বন্ধনমুক্ত, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

২৯ যস্‌সালয়া ন বিজ্জন্তি অঞ্‌ঞায় অকথংকথী,

অমতোগধং অনুপ্পত্তং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং ।৪১১

যাঁহার আলয় (তৃষ্ণা) নাই, যিনি জ্ঞানোদয় হেতু সংশয়োত্তীর্ণ, যিনি অমৃতাবগাহন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

৩০ যো'ধ পুঞ্‌ঞঞ্চ পাপঞ্চ উভো সঙ্গং উপচ্চগা,

অসোকং বিরজং সুদ্ধং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং ।৪১২

যিনি ইহলোকে পাপ ও পুণ্য উভয় আসক্তি অতিক্রম করিয়া শোকহীন, নিষ্পাপ ও শুদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

৩১ চন্দং'ব বিমলং সুদ্ধং বিপ্পসন্নমনাবিলং,

নন্দী-ভব-পরিক্‌খীণং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং ।৪১৩

যিনি চন্দ্রের ন্যায় বিমল, শুদ্ধ, প্রসন্ন, অনাবিল, যাঁহার নন্দি (আসক্তি) ও ভব (অস্তিত্ব) ক্ষীণ হইয়াছে, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

৩২ যো ইমং পলিপথং দুগ্‌গং সংসারং মোহমচ্চগা,
তিণ্ণো পারগতো ঝায়ী অনেজো অকথংকথী,
অনুপাদায় নিব্বুতো তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং ।৪১৪

(মুক্তির) পরিপন্থী, দুর্গম ও সংসার মোহ অতিক্রম করিয়া যিনি উত্তীর্ণ, পারগত, ধ্যানশীল, নিষ্কলুষ, সংশয়হীন, উপাদান-রহিত ও নির্বৃত (অনাসক্ত) হইয়াছেন, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

৩৩ যো'ধ কামে পহত্বান অনাগারো পরিব্বজে,
কাম-ভব-পরিক্‌খীণং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং ।৪১৫

যিনি ইহলোকে বাসনা পরিহারপূর্বক অনাগারিক হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন যিনি কামজাত ভব ক্ষয় করিয়াছেন, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

৩৪ যো'ধ তণ্হং পহত্বান অনাগারো পরিব্বজে,
তণ্হা-ভবপরিক্খীণং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং ।৪১৬

এই লোকে যিনি তৃষ্ণা পরিহারপূর্বক অনাগারিক হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন এবং তৃষ্ণাজাত ভব ক্ষয় করিয়াছেন, তাঁহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলি।

৩৫ হিত্বা মানুসকং যোগং দিব্বং যোগং উপচ্চগা,
সব্বযোগবিসংযুত্তং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং ।৪১৭

যিনি মানবিক যোগ (বন্ধন) পরিহারপূর্বক দিব্য যোগ অতিক্রম করিয়াছেন, যিনি সর্ববিধ যোগ মুক্ত, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

৩৬ হিত্বা রতিং চ অরতিং চ সীতিভূতং নিরূপধিং,
সব্বলোকাভিভুং বীরং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং ।৪১৮

যিনি রতি ও অরতি ত্যাগ করিয়া শান্ত ও নিরুপাধি হইয়াছেন, সেই সর্বলোক বিভু বীরকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

৩৭ চুতিং যো বেদি সত্তানং উপপত্তিং চ সব্বসো,
অসত্তং সুগতং বুদ্ধং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং ।৪১৯

যিনি সর্বতোভাবে প্রাণিগণের উৎপত্তি ও লয়-রহস্য জ্ঞাত হইয়াছেন, যিনি অনাসক্ত সুগত (সদ্‌গতিপ্রাপ্ত) এবং বুদ্ধ, তাঁহাকেই বলি ব্রাহ্মণ।

৩৮ যস্‌স গতিং ন জানন্তি দেবা গন্ধব্‌বমানুসা,
খীণাসবং অরহন্তং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং ।৪২০

যাঁহার গতি দেবতা, গন্ধর্ব ও মানবগণ জানে না, সেই ক্ষীণাস্রব অর্হৎকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

৩৯ যস্‌স পুরে চ পচ্ছা চ মজ্ঝে চ নত্থি কিঞ্চনং,
অকিঞ্চনং অনাদানং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং ।৪২১

যাঁহার সম্মুখে পশ্চাতে ও মধ্যে কিছুই প্রত্যাশা (কিঞ্চন) নাই, যিনি অকিঞ্চন ও অপরিগ্রহ, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

৪০ উসভং পবরং বীরং মহেসিং বিজিতাবিনং,
অনেজং নহাতকং বুদ্ধং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং ।৪২২

যিনি ঋষভ (অগ্রগণ্য) প্রবর (শ্রেষ্ঠ) বীর, মহর্ষি, বিজিতারি অকলুষ, স্নাতক (ধৌতপাপ) ও বুদ্ধ, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

৪১ পুব্বেনিবাসং যো বেদি সগ্গাপায়ং চ পস্সতি,
অথো জাতিক্খয়ং পত্তো অভিঞ্ঞাবোসিতো মুনি,
সব্ববোসিতবোসানং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং ।৪২৩

যে মুনি পূর্বনিবাস (জন্মপরম্পরা) বিদিত আছেন, যিনি (মানসনেত্রে) স্বর্গ-নরক প্রত্যক্ষ করেন, যিনি পুনর্জন্মের ক্ষয় প্রাপ্ত, যাঁহার অভিজ্ঞা পূর্ণতাপ্রাপ্ত এবং যিনি সর্ববিধ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

শব্দার্থকোষ

সংখ্যাগুলি গাথাজ্ঞাপক

অত্তা—৬১, ১০৪, ১৫৯, ১৬০ আত্ম, স্বয়ং, নিজ। কর্ম্ম কারকে অত্তানং, অত্তজং—১৬১ আত্মজ; অত্তদত্থং—১৬৬ আত্মার্থ; অত্তদত্থসৃস—১৬৬ আত্মসংযমীর; অত্তদন্তো—৩২২ আত্মসংযমী; অত্তমনো—৩২৮ সন্তুষ্টচিত্ত; অত্তসম্ভবং—১৬১ আত্মজ; অত্তঘঞ্ঞায়—১৬৪ আত্মহত্যার নিমিত্ত। অত্তহেতু—৮৪ আপনার নিমিত্ত; অত্তানুযোগিনং—২০৯ আত্মহিতে নিযুক্তদিগকে।

অনত্তা—২৭৯ অনাত্মা। উপনিষদ্-গ্রন্থাবলীতে উক্ত আছে—সর্ষপ, যব, অঙ্গুষ্ঠ ও বিতস্তি প্রভৃতি আকার ও পরিমাণ-বিশিষ্ট অজড়, অব্যয় ও অক্ষয় আত্মা জীবহৃদয়ে বা শরীরে বিদ্যমান। উহা পরমাত্মার অংশ। জৈন মতে আত্মা অনিত্য, পরিণামী ও গতিশীল এবং আত্মায়তনের হ্রাসবৃদ্ধি ও পুনর্জ্জন্ম আছে। বৌদ্ধধর্মে সৎকায় দৃষ্টি ও আত্মবাদ উপাদান রূপে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। ইহা মুক্তির অন্তরায়। এইরূপ আত্মার

অভাবই অনাত্মা। এই অনাত্মতত্ব উপলব্ধিই দুঃখমুক্তির অন্যতর উপায়। ইহা লোকোত্তর সম্যক্‌দৃষ্টি। সর্ব সংস্কার অনিত্য দুঃখ ও অনাত্মন। নির্বাণ কেবল অনাত্মন।

অনিক্কসাবো—৯ রাগাদি কষায় বা কলুষযুক্ত। ৩০৭, ৩১১, ৩১২ গাথা তুলনীয়।

অনিমিত্ত—৯২, ৯৩ অনিদর্শন (Deliverance), নির্গুণ সাধক যখন 'সর্ব সংস্কার অনিত্য' ভাবনা করেন, তখন তৎপ্রতি তাঁহার নিত্যাদি ভ্রান্ত নিমিত্ত তিরোহিত হয়, এই উপায়ে নির্বাণ প্রত্যক্ষকারীর উদ্‌ভাবিত মার্গ 'অনিমিত্ত বিমোক্ষ'; যখন 'সর্ব সংস্কার দুঃখ' ভাবনা কবেন তখন তাঁহার চিত্ত তৃষ্ণা-প্রণিধি (প্রার্থনা) মুক্ত হয়। এই উপায়ে নির্বাণ প্রত্যক্ষ করিয়া উদ্‌ভাবিত মার্গ 'অপ্রনিহিত বিমোক্ষ'; আর যখন সংস্কৃত অসংস্কৃত 'সর্বধর্ম অনাত্মা' ভাবনা করেন তখন তাঁহার আত্মাভিনিবেশ পরিত্যক্ত হয়; এই উপায়ে নির্বাণ প্রতাক্ষ করিয়া উদ্‌ভাবিত মার্গ শূন্যতা (Signless) বিমোক্ষ। (অভিধম্মত্থ সংগহে বিমোক্ষ-ভেদ দ্রষ্টব্য)। বর্ত্তমান গ্রন্থের ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, গাথানুসারে বিদর্শন ভাবনা করিলে পরিণামে যথাক্রমে এই

ত্রিবিধ বিমোক্ষের মাধ্যমে সাধকের মুক্তি লাভ হয়। এখানে 'অপ্রণিহিত বিমোক্ষ' উহ্য রহিয়াছে।

অনুপাদিয়ানো—২০ আসক্তিহীন হইয়া, কাম, দৃষ্টি, শীলব্রত ও আত্মবাদ উপাদানহীন হইয়া।

অনুসয়—৩৪৩ 'থামগতট্ঠেন অনুসেন্তীতি অনুসয়া'—শক্তভাবে চিত্ত সন্ততিতে শয়ন করে এই অর্থে অনুশয়; প্রচ্ছন্ন অকুশল মনোবৃত্তি—কাম রাগ (কাম বাসনা), ভবরাগ (জীবনের অনুরাগ), প্রতিঘ (প্রতি হিংসা), মান (অহংকার), দৃষ্টি (ভ্রান্তধারণা), বিচিকিৎসা (সংশয়) ও অবিদ্যা অনুশয়.(বিভঙ্গ—৫১৭ পৃঃ)।

অপদ—১৭৯, ১৮০ নিষ্কলুষ, কর্মক্লেশ (রাগদ্বেষাদি রিপু) বিমুক্ত। সেই অপদ বুদ্ধকে কোন উপায়ে (পদ) বিচলিত করিবে? অর্থাৎ "যস্স হি রাগ পদাদিসু এক পদম্পি অত্থি তং তুম্হে নেয়্যাথ, বুদ্ধস্স পন এক পদম্পি নত্থি তং অপদং বুদ্ধং কেন পদেন নেস্সথ"? (চাইলর্ডাস অভিধান) যাহার রাগাদি উপাদানের একটি মাত্র পদ বা অবস্থা ও বর্তমান আছে, তাহাকেই তোমরা লইয়া যাইতে পার; কিন্তু বুদ্ধের

তথাবিধ এক পদ মাত্র ও নাই, সুতরাং সেই অপদ বুদ্ধকে কোন পদ (উপায় বা প্রলোভন) দ্বারা লইয়া যাইবে ?

অপায়—২১১ অপগম, বিয়োগ, বিচ্ছেদ। বিণ্—অপায়িন্, অপেত—৯, ৪১, ৯৫। অনপায়িনী (স্ত্রী)-২, অবিচ্ছিন্না ; চতুর্বিধ অপায়—৪২৩, নিরয়, তির্যক্ যোনি, প্রেতলোক ও অসুরভূমি। (সত্য দর্শন ৬২ পৃঃ)

অপার—৩৮৫ ভবনদীর এই পার, কূল। পার—পরপার।

তুলনীয়—"নদীর এপারে বসে ভাবে মনে মন,
ওপারেতে শাস্তি সুখ জলন্ত জীবন।"

পারাপার—উভয় পার। অর্থাৎ আন্তর ইন্দ্রিয়, বাহ্যিক বিষয় কিংবা উভয়ের প্রতি যাহার আমিত্ব ও মমত্ববোধ নাই, তিনি ভয় ও সংযোজন মুক্ত।

অপুথুজ্জনসেবিত—২৭২ পৃথক্ বা প্রাকৃতজন অসেবিত, অর্থাৎ আর্যগণসেবিত। এখানে বলা হইতেছে সংযম, শাস্ত্র-জ্ঞান, লৌকিক অষ্ট সমাপত্তি লাভ, নির্জনে বাস দ্বারা নিষ্কাম সুখ মিলে না। এ সকলের সহিত তৃষ্ণাক্ষয়ের গৌণ সম্বন্ধ।

অনাগামী মার্গদ্বারা কামরাগ সমুচ্ছিন্ন হয়। উহাই আর্যজন-সেবিত নিষ্কাম সুখ। কিন্তু তাঁহারও ভবরাগ বা ব্রহ্মত্বলাভের আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যায়; সুতরাং ব্রহ্মলোকে পুর্নজন্ম ঘটে। বুদ্ধের ভাষায়—

"যথাপি অপ্পমত্তকোপি গূথো দুগ্‌গন্ধো হোতি,
এবং অপ্পমত্তকোপি ভবো দুক্‌খো'তি।"

অরহত্ব মার্গদ্বারা আস্রব ক্ষয়েই সর্ব দুঃখের অবসান ঘটে। সুতরাং উহাই সাধকের চরম লক্ষ্য, শীলসমাধি নহে। (মজ্ঝিম নিকায়ে 'রথবিনীত সুত্ত' দ্রষ্টব্য)।

অপ্পমত্ত—৫৬; অল্পমাত্র। অ-প্পমত্ত—২১ অপ্রমত্ত, সতর্ক, উদ্যোগী, সৎকর্মে উৎসাহ ও স্মৃতিশীল। অপ্রমত্তেরা নির্বাণ অধিগত হইয়া পুনর্জন্মের ক্ষয় করেন, সুতরাং তাঁহারা অমর। প্রমত্তেরা মৃতের সামিল। মৃতের ন্যায় তাহারা আত্মশুদ্ধি সাধনে অসমর্থ।

অপ্পমাদ—২১; অপ্রমাদ; সৎকর্মে উৎসাহ ও স্মৃতিশীলতা। যাবতীয় কুশলকর্ম অপ্রমাদের দ্বারা সাধিত হয়।

অভাবিত—১৩; সাধনাবিহীন, শমথ ও বিদর্শন ভাবনা

বিরহিত ; বিপরীত "সুভাবিত"—১৪ ; সাধনাপূত ; সাধনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি জন্মে। সুতরাং তাহাতে রাগাদি প্রবিষ্ট হয় না।

অভিঞ্‌ঞা—৪২৩ ; অভিজ্ঞা ; উচ্চতর জ্ঞান। ইহা লোকীয় ও লোকোত্তর ভেদে দ্বিবিধ। বিবিধ ঋদ্ধি (অলৌকিক বিভূতি) দিব্যশ্রোত্র, পরচিত্ত-জ্ঞান, অতীত জন্ম পরম্পরার স্মৃতি ও দিব্যচক্ষু বা সত্বগণের জন্ম-মৃত্যু সম্বন্ধে জ্ঞানই 'লোকীয়-অভিজ্ঞা'। ইহাদের সহিত তৃষ্ণা-ক্ষয়ের সম্বন্ধ গৌণ। লোকোত্তর অভিজ্ঞা 'আস্রবক্ষয়-জ্ঞান', ইহাতেই প্রকৃত দুঃখমুক্তি ঘটে।

অমত—৩৭৪ ; অমৃত, নির্বাণ। অমতপদ—২১, ১১৪ ; অমৃতাধিগমোপায়। অমতোগধ—৪১১ ; অমৃতে অবগাহিত, স্নাত।

অমত্তঞ্‌ঞূ—৭ ; অমাত্রাজ্ঞ ; ভোজনে মাত্রাজ্ঞানহীন অর্থাৎ যিনি ভোজ্যদ্রব্যের অন্বেষণ, গ্রহণ ও পরিভোগের পরিমাণ ও পরিণাম সম্বন্ধে অজ্ঞ। বিপরীত "মত্তঞ্‌ঞূ"—৮ ; "পরিঞ্‌ঞাতভোজনা"—৯২।

অরহন্তং—১৬৪ ; অর্হৎএর ; মাননীয় ব্যক্তির ; যিনি বুদ্ধের প্রদর্শিত অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণে আস্রবক্ষয় করেন, তিনিই অর্হৎ। কর্মকারকে অরহন্তং, ৪২০।

অরহতি—৯, ১০, ২৩০ ; যোগ্য হওয়া ; উপযুক্ত হওয়া।

অরিয়—৭৯, আর্য, সম্ভ্রান্ত, পবিত্র, উত্তম, আদর্শস্থানীয়। বিশেষার্থে স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ মার্গস্থ ও ফলস্থ ভেদে আট আর্যপুদ্গল। 'অরিয়' পবেদিতে ধম্মে—৭৯, বুদ্ধাদি আর্য (পবিত্র) গণ প্রচারিত বোধিপক্ষীয় ধর্মে। অরিয়ভূমি—২৩৬, শুদ্ধাবাসভূমি। অনাগামী আর্যেরা দেহান্তে ব্রহ্মলোকের 'শুদ্ধাবাসে' উৎপন্ন হন। তথা হইতে ক্রমশঃ উর্ধ্বগামী হইয়া অকনিষ্ঠ ভূমিতে নির্বাণ প্রাপ্ত হন। উর্ধ্বস্রোতা তাঁহাদেরই নাম। আর্য জাতি বিশেষের নাম। বৌদ্ধ-সাহিত্যে ইহাকে পূতচরিত্র বুদ্ধ ও জীবন্মুক্তগণের সাধারণ সংজ্ঞায় ব্যবহার করা হইয়াছে। অরিয় সচ্চানি—১৯০, চারি আর্য (শ্রেষ্ঠ) সত্য ; অরিয়ঞ্চ অট্‌ঠঙ্গিকং মগ্‌গং—১৯১।

অবিজ্জা—২৪৩ ; অবিদ্যা,। চতুরার্য সত্য, পূর্বান্ত অপরান্ত ও প্রতীত্য সমুৎপাদ সম্বন্ধে অজ্ঞান।

অসুভ (ভাবনা)—৩৫০ ; অশুভ ; অশুচি। অসুভানুপস্‌সিং —৮, অশুভদর্শী অর্থাৎ অশুভ ভাবনাকারী। 'দেবমন্দির' বা 'ধর্মক্ষেত্র' আখ্যা দিলেও এইদেহ বত্রিশ অশুচির ভাণ্ড, যথা—

কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক্, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থিমজ্জা, বক্ষ, হৃদপিণ্ড, যকৃত, ক্লোম, প্লীহা, ফুস্‌ফুস, অন্ত্র, অন্ত্রগুণ (বন্ধনী) উদরীয় (উদরস্থ খাদ্য), করীষ (বিষ্ঠা) মস্তিষ্ক, পিত্ত, শ্লেস্মা, পুঁজ, রক্ত, স্বেদ, মেদ, অশ্রু, বসা, (চর্ব্বি) থুথু, শিখনী, লসিকা (গ্রন্থির তরল পদার্থ) ও মূত্র। মূত্রভাণ্ডে কৃমির ন্যায় এইদেহ অশুচিতে উৎপন্ন হয়। বিষ্ঠাপূর্ণ পায়খানার ন্যায় ইহা অশুচিতে পরিপূর্ণ। ইহা নানা কৃমির বাসস্থান, সতত অশুচি নিঃস্রাবী। কাম লালসার প্রহাণের নিমিত্ত সাধককে জড় দেহের এই অশুচিতা ও ঘৃণ্য অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতে হয়। তৎসম্বন্ধে সুশৃঙ্খল চিন্তাই অশুভ ভাবনা। বিপরীত শুভ ভাবনা বা শোভাদর্শী।

অহিংসা—২৬১, ২৭০ ; মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা বা সাম্য। ইহা সক্রিয় মনোবৃত্তি।

আতুর—১৯৮ ; পীড়িত, আক্রান্ত। রাগাদি ক্লেশপীড়িত।

আসব—আস্রব—৯৩, "ধম্মতো যাব গোত্রভূ ভবতো যাব ভবগ্‌গা আ (সমন্তা) সবন্তি (পবত্তন্তি) 'তি আসবা; অয়ন্তিং বা সংসার দুক্খং সবন্তি (পসবন্তী) 'তি আসবা।" ধর্ম

হিসাবে গোত্রভূ চিত্ত (লোকোত্তর মার্গের পূর্বক্ষণ) এবং ভব হিসাবে ভবাগ্র পর্যন্ত সর্বদিকে যাহা স্রবিত (প্রবাহিত) হয় কিংবা যাহা হইতে ভাবী সংসার দুঃখ স্রাব বা প্রসব হয় তাহাই আস্রব। আ+স্রু—অভিসৃসবে। (অথসালিনী) চিত্তের মত্ততা সাধক অকুশল চৈতসিক (মনোবৃত্তি) বিশেষ। ইহা চতুর্বিধ—(১) কামাসব (কামবাসনা) ইহা অনাগামী মার্গে রুদ্ধ হয়। (২) ভবাসব (কামলোক ও সাকার-নিরাকার ব্রহ্মলোকের কামনা)। ইহা অর্হত্ব মার্গে সমুচ্ছিন্ন হয়। (৩) দৃষ্টাসব (সৎকায় দৃষ্টি বা অবিনশ্বর আত্মার ধারণা) ইহা স্রোতাপত্তি মার্গ দ্বারা রুদ্ধ হয়। (৪) অবিদ্যাসব—সমস্তের সহিত জড়িত। ইহা অর্হত্ব মার্গদ্বারা ক্ষয় হয়। যাহার আসব ক্ষয় হইয়াছে তিনি অনাসব—৯৪, ১২৬, ৩৮৬, 'খীণাসব' ৮৯, ৪২০। আসবক্খয়—২৫৩, ২৭২; আস্রবক্ষয়। আসব, ওঘ, যোগ, ও গন্থ বস্তুত একই জাতীয় মনোবৃত্তি। (অভিধম্মত্থসংগহো)।

ইঞ্জিতং—২৫৫; চলন, কম্পন। বুদ্ধদের 'অভিমত' চির অচঞ্চল, তৃষ্ণা-দৃষ্টি-মান প্রভাবে গঠিত কিংবা বিচলিত নহে।

ইন্দখীলূপমো—৯৫ ; ইন্দ্র দেবগণের রাজা, শ্রেষ্ঠ। যে স্তম্ভ আকার ও উচ্চতায় সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহাই ইন্দ্রখীল। প্রধান স্তম্ভ সদৃশ।

উজুগত—১০৮ ; ঋজুগত। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই নির্বাণের ঋজুপথ। এই পথে প্রতিপন্ন জীবন্মুক্ত গণ 'ঋজুগত'। এই আর্য শ্রাবকদের প্রতি অভিবাদন বা কায়িক সম্মান প্রদর্শন জনিত কুশল-চেতনার ফল তুলনামূলক ভাবে উক্ত হইয়াছে।

উদয়ব্বয়—১১৩, ৩৭৪ ; উদয়—উৎপত্তি ; বৃদ্ধি। ব্যয়—হ্রাস, বিলয়। এই উদয়-ব্যয় অনুশীলনেই পঞ্চস্কন্ধের অনিত্যতা ও ক্ষণভঙ্গুরত্ব উপলব্ধি হয়। ইহা অনিমিত্ত (৯২) বিমোক্ষের উপায়।

উপসম্পদা—১৮৩, (উপ+সং+পদ); গ্রহণ, অর্জন। বিশেষার্থে ভিক্ষুপদ গ্রহণ।

উস্সুক—উৎসুক, পঞ্চকামগুণ অন্বেষণকারী।

ওক—গৃহ ৫মী ওকা ৭৮ আগার হইতে ; ওকমোকং ৯১ ওকং+ওকং দ্বিরুক্তি। ক্বচিৎ উদক শব্দের সংক্ষিপ্তাকারে দৃষ্ট হয়। যথা "ওকমোকতো উব্ভতো" ৩৪।

ওঘ—৪৭ বন্যাস্রোত ; বিশেষার্থে আসবে উক্ত চতুর্বিধ

৬

মনোবৃত্তি। 'যসস্ সংবিজ্জন্তি তং বট্টস্মিং ওহনন্তি (ওসিদাপেন্তি) তি ওঘা,' (অব+হন=হিংসায় অঃ সাঃ) যাহার মধ্যে ইহারা বিগুমান, তাহাকে সংসারাবর্তে ভাসাইয়া ডুবাইয়া প্রবাহিত করে। তজ্জন্য ইহারা ওঘ। যাহারা ইহা অতিক্রম করিয়াছেন তাঁহারা 'ওঘতীর্ণ' ৩৭০।

কসাব—১০; কষায়; পাপ। বন্ত কসাব—যাহার পাপ বমিত অর্থাৎ পরিত্যক্ত হইয়াছে। অনিক্কসাবো ৯, তদ্বিপরীত।

কাম—ইচ্ছা, কামনা, ইন্দ্রিয়-সুখাভিলাষ, তৃষ্ণা, বিষয়ানুরাগ, কাম্য বস্তু। বস্তু কাম ও ক্লেশ কামভেদে ইহা দ্বিবিধ; রূপ-শব্দ-গন্ধ-রস-স্পর্শ প্রভৃতি বস্তুকাম; এবং উহাদের প্রতি রাগ দ্বেষাদি রিপুনিচয় ক্লেশকাম। কামকাম ৮৩ কাম্যের আশায়; কামরতি সন্থবং ২৭ আসঙ্গ-স্পৃহা; কাম-গুণ ৩৭১ কাম-বন্ধন। কামসুখ ৩৪৬; কামভব ৪১৫ কাম এবং ভব।

কায়—সমূহ, দেহ। (রূপকায় ও নামকায়) অরুকায়—১৪৭ ব্রণসমূহ। কায়েন সংবতো ২৩১, ২৩৪। কায়েন পস্সতি ২৫৯ নাম বা চেতন কায়ে অর্থাৎ স্বীয় উপলব্ধি দ্বারা প্রত্যক্ষ করে।

কোধ—ক্রোধ ২২৩, এই গাথায় উক্ত ক্রোধজয়ের নীতির

পরিপূরকরূপে ৫,৯৫,২২৫,৪০৬ গাথার অহিংস নীতি গ্রহণীয়। ক্রোধ সত্য উপলব্ধির বাধা।

গন্থা—২১১; গ্রন্থি, গিরা, বন্ধন। বিশেষার্থে—অভিধ্যা, ব্যাপাদ, শীলব্রতপরামর্শ, ও ইহা সত্যাভিনিবেশ। 'যস্স সংবিজ্জন্তি তং চুতিপটিসন্ধিবসেন বট্টস্মিং গন্থেন্তি (ঘটেন্তি) তি গন্থা। (গতি—গন্থনে) যাহার নিকট ইহারা বিদ্যমান তাহাকে চ্যুতি প্রতিসন্ধিবশে গ্রন্থন করে, বন্ধন করে, এই অর্থে ইহারা গ্রন্থি। ওঘ দ্রষ্টব্য। গন্থপহীনস্স ৯০।

গোচর—গোচারণ ভূমি; কর্মে গোচরং ১৩৫। আলম্বন, বিষয় ইন্দ্রিয়গণের চরণ-ভূমি:—৯২, ৯৩। 'অরিযানং গোচরে রতা' স্রোতাপন্নাদি আর্যগণের বিষয়ে অর্থাৎ নবলোকোত্তর ধর্মে ও সপ্তত্রিংশ বোধিপক্ষীয় ধর্মে রত।' বুদ্ধের জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয় অনন্ত, সেই কারণে তাঁহাকে 'অনন্ত গোচর' ১৭৯ বলা হয়।

ছত্তিংসতি সোতা—৩৩৯; ছত্রিশ প্রকার তৃষ্ণাস্রোত; চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন ছয় ইন্দ্রিয়, রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পৃষ্টব্য, ও ধর্ম ছয় বিষয়, এই দ্বাদশ আয়তনের সংযোগজনিত বেদনা (অনুভূতি) হইতে তৃষ্ণার উৎপত্তি হয়। কামতৃষ্ণা (Craving for sensual pleasures)

ভবতৃষ্ণা (craving connected with the view of Eternalism) ও বিভব তৃষ্ণা (and craving connected with the view of Nihilism) এই ত্রিবিধ তৃষ্ণা দ্বারা গুণিত হইলে ইহা ৩৬ প্রকার ধারায় প্রবাহিত হয়।

ছন্দ—১১৭, ১১৮; রুচি, ইচ্ছা। ২১৮; সঙ্কল্প, অভিপ্রায়। ভোগের বা পাইবার তৃষ্ণাকেও ছন্দ বলে যথা কামচ্ছন্দ। এখানে নির্বাণ সম্বন্ধে জাতছন্দ পাওয়ার ও ভোগের ইচ্ছা নহে, নির্বাণ হইবার সঙ্কল্প। ইহার দার্শনিক পরিভাষা 'কত্তুকামতা'।

ঝান—৩৭২; ধ্যান, একাগ্রতা দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি সম্পাদনের প্রণালী, উহা সমথ ও বিদর্শন ভেদে দ্বিবিধ। ক্রমোন্নত স্তর হিসাবে প্রত্যেক ধ্যান পাঁচ ভাগে বিভক্ত।

তথাগত—২৫৪; পূর্ববর্তীগণ যথা আগত কিংবা গত ইহারাও তথাগত; বুদ্ধ ও মুক্ত পুরুষদের নামান্তর।

তণ্হা—১৮০, ৩৩৪,—তৃষ্ণা, কামনা, বিষয়-বাসনা, প্রলোভন। (তৃষ্ণার 'ছত্তিংসতি সোতা' দেখ।) তৃষ্ণা দুঃখের হেতু, দ্বিতীয় আর্যসত্য। পুনর্জন্মের অন্যতর কারণ। অষ্টাঙ্গিক মার্গানুযায়ী জীবন গঠন করিয়া ইহার ক্ষয় সাধনই বৌদ্ধ সাধনার লক্ষ্য।

ধম্ম—ধর্ম, গুণ, স্বভাব, অবস্থা, শীল, নীতি, ধর্মগ্রন্থ, জাগতিক বিধান, সত্য, চৈতসিক, পদার্থ, পুণ্য ; আচার, সমাধি, প্রজ্ঞা, মার্গ-ফল, নির্বাণ। বৌদ্ধ-সাহিত্যে 'ধর্ম' শব্দ বহু ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত। 'সব্বে ধম্মা অনত্তা' ২৭৯ ; এখানে 'ধর্ম' কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ জাত জড়-চেতন সমস্ত পদার্থকে এবং উহাদের অতীত অবস্থা নির্বাণকেও বুঝাইতেছে। 'এস ধম্মো সনন্তনো' ৫—এই নীতি সনাতন (পুরাতন) ; 'যম্হি সচ্চঞ্চ ধম্মো চ' ২৬১, ৩৯৩ ; সত্য এবং সাধুতা (গুণ) ; চত্তারো ধম্মা ১০৯—চারি গুণ বা অবস্থা ; পাপকা ধম্মা ২৪২—পাপ আচার ; সতঞ্চ ধম্মো—১৫১ ; আর্যগণের অধিগত নব লোকোত্তর ধর্ম (অবস্থা) চারি মার্গ, চারিফল ও নির্বাণ ; অথবা সাধুগণের লৌকিক ধর্ম মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা জরায় উপনীত হয় না, কখনো হ্রাস পায় না। 'একং ধম্মং অতীতস্স' ১৭৬ একটি শীল বা নীতি লঙ্ঘনকারীর ; 'বিস্সং ধম্মং সমাদায়' ২৬৬—বিষম নীতি গ্রহণ করিয়া ; এবং ধম্মানি সুত্বান ৮২—ধর্ম শাস্ত্র বা উপদেশ শ্রবণ করিয়া 'ধম্মং চরে সুচরিতং' ১৬৯=পিণ্ডাচরণাদি ধুতাঙ্গ ব্রত উত্তমরূপে আচরণ করিবে। 'কণ্হং ধম্মং' ৮৭, কৃষ্ণ ধর্ম বা মন্দ আচার, 'ধম্মঞ্চ সরণং গতো' ১৯০ ধর্মকে আদর্শ

করিয়াছেন। 'হীনং ধম্মং' ১৬৭—হীন আচার, পঞ্চকামগুণ। করণ কারকে অসাহসেন ধম্মেন ২৫৭ নিরপেক্ষ নীতি দ্বারা। 'ধম্মস্‌স হোতি অনুধম্মচারী ২০=নবলোকোত্তর ধর্মের অনুগামী। ধম্মস্‌স গুত্তো ২৩৭—ধর্মের (ন্যায়) রক্ষক। "বিরাগো সেট্‌ঠো ধম্মানং" ২৭৩=সব্ব ধম্মানং নিব্বান সঙ্খাতো বিরাগো সেট্‌ঠো' সমস্ত অবস্থার মধ্যে নির্বাণ নামক বিরাগই শ্রেষ্ঠ। সঙ্খতধম্মানং ৭০—ধর্ম উপলব্ধিকারীদের। সব্বেসু ধম্মেসু ৩৫৩—ত্রিলোকের যাবতীয় বিষয়ে। দ্বয়েসু— ধম্মেসু ৩৮৪=শমথ ও বিদর্শনে।

ধম্মা মনোপুব্বঙ্গমা—১, ২; এখানে 'ধম্মা' অর্থ মানসিক অবস্থাসমূহ অর্থাৎ বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কারের অন্তর্গত চৈতসিক বা মনোবৃত্তিসমূহ। মনকে পূর্বঙ্গম অর্থাৎ প্রমুখ করিয়াই ইহারা মনের সঙ্গে যুগপৎ উৎপন্ন হয়, নিরোধ হয়, এবং একই বিষয় ও বাস্তু অবলম্বন ও আশ্রয় করে। মনের সহযোগিতা ব্যতীত ইহারা উৎপন্ন হইতে পারে না। কিন্তু মন সদসৎ বৃত্তি নিচয়ের এক জাতিকে বাদ দিয়া অপরকে নিয়া উৎপন্ন হইতে পারে; সুতরাং মন ইহাদের প্রধান অগ্রণী ও পূর্বগামী। কিন্তু স্থান ও কাল হিসাবে পূর্বগামী নহে। এইরূপে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহারা মনোময়

বা মনোগঠিত ; অন্যজাত নহে। মন ধর্মসমূহের উপর আধিপত্য করে এই অর্থে মন তাহাদের শ্রেষ্ঠ। উপনিষৎকার বলেন :—

মন এব মনুষ্যানং কারণং বন্ধ মোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্ত্যৈ নির্বিষয়ম্ স্মৃতম্ ॥

মৈত্রায়নী ৪।১১

অর্থাৎ মনই মানুষের বন্ধন ও মুক্তির কারণ। বিষয়াক্ত মন বন্ধনের এবং নির্বিষয় মন মুক্তির কারণ হয়।

বিষয় ইন্দ্রিয় গোচর হইলে চিত্ত-বীথির ব্যবস্থাপন স্থানে কিম্বা মানস কল্পিত বিষয়ে মনোদ্বারাবর্তন স্থানে মন স্বীয় গৃহীত আলম্বন সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করে, তদনুসারে সৎ কিম্বা অসৎ বৃত্তি-নিচয় মনের সঙ্গে উৎপন্ন হয়, জবিত বা ধাবিত হয়, নিরুদ্ধ হয়। এইরূপে জীবের মনে সদসৎ কর্ম গঠিত হয়। কায় ও বাক্ সহযোগে অনুষ্ঠিত হওয়ায় কায়কর্ম, বাক্‌কর্ম নামে ও ব্যবহৃত হয়। এই কর্মই অনুগামীরূপে ভাবীকালে ভাল মন্দ ফলদানে সামর্থ্য রাখে।

ন প্রণশ্যন্তি কর্মানি কল্পকোটী শতৈরপি,
সামগ্রিং প্রাপ্য কালঞ্চ ফলন্তি খলু দেহীনং।…

দেহীগণের কর্মরাশি শত কোটী কল্পেও বিনষ্ট হয় না, আনুষঙ্গিক প্রত্যয় সামগ্রী ও অবসর প্রাপ্ত হইলে নিশ্চয় ফলপ্রসূ হয়।

ধম্মপদ—৪৫, ৪৬ ; ধর্মমূলক গাথা, ধর্মোপলব্ধির উপায়। অর্থকথা বলে :—সপ্তত্রিংশ বোধিপক্ষীয় ধর্ম।

নন্দি—৩৯৮ ; চর্মরজ্জু, বন্ধন ; তত্র তত্রাভিনন্দিনী অর্থে তৃষ্ণা। পাঠান্তরে 'নদ্ধি'—ক্রোধ, বদ্ধবৈরী।

নন্দী-ভব—৪১৩ ; ভবের জন্য নন্দী ; ভব-তৃষ্ণা ; কাম, রূপ ও অরূপভবে জন্মের বাসনা। যাহার এ বাসনা ক্ষয় হইয়াছে তিনি 'নন্দীভব পরিক্‌খীণ'।

নহাতক—স্নাতক ; যিনি চিত্তের ক্লেশ ধুইয়া ফেলিয়াছেন।

নাথ—১৬০, ৩৮০, আশ্রয়, রক্ষক, ত্রাণকর্তা, প্রভু। নিজেই নিজের উত্তম আশ্রয়, ত্রাণকর্তা। বৌদ্ধ মাত্রেই বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ অর্থাৎ শিক্ষক, শিক্ষা ও শিক্ষাব্রতীর (জীবন্মুক্ত আর্যগণের) শরণ গ্রহণ করেন। এই ত্রিরত্ন বৌদ্ধদের জীবনাদর্শ, কিন্তু মুক্তি নির্ভর করে প্রত্যেকের নিজের উপর।

নামরূপ—৩৬৭ চেতন ও জড় ; নাম=বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার (৫০ চৈতসিক) এবং বিজ্ঞান (৮৯ চিত্ত) স্কন্ধ। রূপ—

দেহ, জড়পদার্থ; বৌদ্ধধর্মে ইহাকে ২৮ প্রকার গুণে বিভাগ করিয়া পারমার্থিকভাবে 'রূপ স্কন্ধ' আখ্যা দিয়াছে।

নিট্‌ঠংগতো—৩৫২; নিষ্ঠাপ্রাপ্ত, লক্ষ্যে উপনীত, অর্হত্ব প্রাপ্ত।

নিব্বান—নি+বান=অর্থাৎ বান বা তৃষ্ণা হইতে নির্গমন, নির্বাণ। চিত্তের তৃষ্ণা ক্ষয়ের অবস্থার নাম ক্লেশ (কারণের) নির্বাণ বা সউপাধিশেষ নির্বাণ; তৃষ্ণামুক্তের মৃত্যু স্কন্ধ (কার্যের) নির্বাণ বা অনুপাধিশেষ নির্বাণ, বৌদ্ধ সাধনার চরম লক্ষ্য। ধম্মপদে গুণবাচক প্রতিশব্দ—অমৃত ২১, যোগক্ষেম, ২৩, অনাকৃখাত ২১৮, অগতংদিসং ৩২২, জাতিকৃখয় ৪২৩।

নিরয়—৩০৬, ৩১৫; (নি+অয়) সুখহীন অবস্থা—যে কোন জীবনে কিংবা জগতে। ইহা অনন্ত নহে, শান্ত। যখন পাপকর্ম ইহজীবনে কিংবা জন্মান্তরে ফলপ্রসূ হয় তখন এ দুঃখময় অবস্থা বিকশিত হয় আর সেই প্রারব্ধ কর্মক্ষয়ে তজ্জনিত দুঃখের অবসান ঘটে।

নিরুত্তিপদকোবিদ—৩৫২; ব্যাকরণ সম্মত শব্দার্থে অভিজ্ঞ, বিশেষার্থে অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি ও প্রতিভান এই চারি প্রতি-সম্ভিদা বা বিশ্লেষণ জ্ঞানে দক্ষ।

নিরূপধি—৪১৮; উপাধিহীন, বিশেষার্থে স্কন্ধ, ক্লেশ, কর্ম ও কাম প্রহীন। অর্হতের গুণবাচক শব্দ।

নীবরন—২৯৫ (অনুবাদে) 'চিত্তং নীবরন্তীতি নীবরনা' যে সকল মনবৃত্তি চিত্তশুদ্ধির আবরণ বা প্রতিবন্ধক তাহারা নীবরণ। উহারা পঞ্চবিধ—কামচ্ছন্দ (কাম লালসা) ব্যাপাদ (হিংসা) থীনমিদ্ধ (আলস্য-জড়তা) উদ্ধচ্চ-কুক্কুচ্চ (ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য) বিচিকিচ্ছা (সংশয়)।

পঠবিং—পৃথিবী ৪৪, ৪৫,—রূপকার্থে 'অত্তভাব সঙখাতং পঠবিং'—এই জীবনরূপ পৃথিবী। অর্থাৎ নিজকে জয় করিবে?

পমত্ত—প্রমত্ত, অসাবধান, ধর্ম জীবনে বিস্মৃত, বিষয় ভোগে নিমগ্ন।

পয়িরুপাসতি—৬৪, পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হয়, সঙ্গ করে

পর—অন্য ১৬০, ২য়া পরং ১৮৪, পরং গতং ২২০—পরলোক গত ব্যক্তিকে; পরসস্ হেতু—অন্যের জন্য; পরেসং ২৪৯। পরম্হি ১৬৮=পরলোকে; প্রথমার বহুবচনে 'পরে' ৬—পণ্ডিত ব্যতীত অন্য সকলে। পরং ২০২=উচ্চতর।

পরত্থ—১৭৭ পরত্র, অন্য স্থানে, পরলোকে। পরত্থেন ১৬৬—পরার্থ; পরের জন্য।

পরিঞ্ঞাত ভোজন—৯২, আহার ও আহার্য সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান। জ্ঞাত, তীরণ ও প্রহাণ ত্রিবিধ পরিজ্ঞা।

পাতিমোক্খ—১৫৮, ৩৭৫; প্রাতিমোক্ষ। ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের প্রতিপালনীয় ২২৭ প্রকার প্রধান নিয়মাবলী।

পুথুজ্জন—৫০ পৃথকজন, প্রাকৃতজন, সাধারণ লোক। যাঁহারা মুক্তি-মার্গের সন্ধান পান নাই তাহাদের সাধারণ নাম পৃথকজন। তন্মধ্যে মার্গ অন্বেষণে নিরতদিগকে কল্যাণ পৃথকজন আর সংসার মোহে আচ্ছন্নগণকে অন্ধ পৃথকজন বলে।

ভব—কর্ম; উৎপত্তি ভব, জীবনের অস্তিত্ব; কাম, রূপ, অরূপ ভব। 'ভবায়-বিভবায়' ২৮২ = উৎপত্তির জন্য ও ধ্বংসের জন্য।

ভাবনা—অবিদ্যমান কুশলের উৎপাদন ও বিদ্যমান কুশলের রক্ষণ ও সংগঠনই ভাবনা। সাধনা ইহার নামান্তর। একাগ্রচিত্তে পুনঃ পুনঃ চিন্তা দ্বারা ইহা সাধনা করিতে হয়। 'ভাবনায়' ৩০১ — মৈত্রী ভাবনায়। 'অসতং ভাবনমিচ্ছেয্য ৭৩ — অবিদ্যমান গুণসমূহের সম্ভাবনা ইচ্ছা করে। ভাবিতত্তানং ১০৬ — ভাবিতাত্মকে, অর্থাৎ যিনি চিত্তকে ভাবনা বা সাধনা দ্বারা সুগঠিত করিয়া ক্লেশমুক্ত হইয়াছেন।

মগ্‌গ— ২৭৩, ৪০৩, মার্গ, পথ, উপায়; 'কিলেসে

মারেন্তো গচ্ছতীতি মগ্‌গো' ক্লেশকে মারিয়া গমন করে এই অর্থে মার্গ। ইহা আর্য সত্যের চতুর্থ সত্য। ইহার আট অঙ্গ সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। অঙ্গসমূহ চতুর্বিধ লোকোত্তর মার্গচিত্তেই পূর্ণতা লাভ করে।

মরীচিধম্মং—৪৬; মরীচিকা স্বভাব, মৃগতৃষ্ণিকাবৎ এই দেহ যথার্থ সারহীন।

মার—৭, রাগ-দ্বেষ-মোহ প্রভৃতি অকুশল মনোবৃত্তি বা রিপুসমূহ ক্লেশ মার। নব নব কর্ম সম্পাদন দ্বারা পুনর্জন্ম গঠনকারী পঞ্চ স্কন্ধকে স্কন্ধমার; এবং 'পরনির্ম্মিত বসবর্ত্তী' (৬ষ্ঠ) স্বর্গের অংশ বিশেষের অধিপতি শক্তিশালী দেবতাকে দেব পুত্র-মার বলা হয়। ইনি ইন্দ্রের উর্দ্ধে এবং ব্রহ্মার নীচে অবস্থিত। তাহার প্রভাব সর্বত্র। কণ্‌হ (কৃষ্ণ) অন্তক (৪৮) নমুচি, পমত্ত বন্ধু, কন্দর্প, পাপিমা প্রভৃতি নাম দৃষ্ট হয়। রতি, অরতি, তৃষ্ণা নাম্নী তিন কন্যা ও কাম ক্ষুৎপিপাসা আদি অগণিত সৈন্য-সামন্ত কল্পিত হয়। মারধেয্য—৩৪; মারের রাজ্য—ক্লেশ-বৃত্ত অর্থাৎ অবিদ্যা-তৃষ্ণা উপাদান। মর-বন্ধন—৩৭, ২৭৬, ৩৫০, কাম, রূপ, অরূপ এই ত্রিলোকই মারের বন্ধনাগার।

মেত্তা বিহারী—৩৬৮; যিনি মৈত্রী ভাবনায় কালাতিপাত করেন। নিজের ন্যায় পরের ও হিতসুখ কামনা মৈত্রী। চিত্তে মৈত্রীর অনুশীলন মানব মাত্রেরই কর্তব্য।

যিট্ঠ—১০৮; যজিত, ইষ্ট—উৎসর্গীত, প্রদত্ত। উৎসব অনুষ্ঠানে যাহা প্রদত্ত হয়। (অট্ঠকথা)

যোগ—২৩, সাধারণ অর্থ সংযোগ; সম্বন্ধ; 'মানুসকং যোগং' মনুষ্য লোকের সহিত সম্বন্ধ; দিব্বং যোগং—দেব লোকের সহিত সম্বন্ধ; ৪১৭। বিশেষার্থ:—"বট্টস্মিং যোজেন্তী'তি যোগা"—সংসারাবর্তে সত্বগণকে সংযুক্ত করে এই অর্থে যোগ। কায় ভব, ভ্রান্তদৃষ্টি ও অবিদ্যা এই চারি যোগ। সব্ব যোগ বিসংযুত্তং ৪১৭—সর্ববিধ যোগমুক্ত। যোগক্খেম—যোগ-মুক্ত অর্থাৎ নির্বাণ। অপর অর্থ মনঃসংযোগ অর্থাৎ ধ্যান-সাধনা—যোগাবে জায়তী ভূরী ২৮২, যোগ বা সাধনা হইতে জ্ঞান জন্মে।

বর—১৭৮, শ্রেষ্ঠ, উত্তম। 'বরমাদায়' ২৬৮—শ্রেষ্ঠ গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা প্রভৃতি উত্তম গুণ গ্রহণ করিয়া। বরত্তং—৩৯৮;—বরত্রা, হস্তীর কক্ষ রজ্জু, রূপকার্থে আসক্তি।

বিজ্জাচরণা—১৪৪; বিদ্যাও আচরণ। ত্রিবিদ্যা পূর্ব-

জন্মের স্মৃতি, সত্তগণের জন্মমৃত্যু জ্ঞান, ও স্বীয় আস্রব ক্ষয়জ্ঞান। ইন্দ্রিয় সংযম, ভোজনে মাত্রাজ্ঞান, জাগ্রতসাধনা প্রভৃতি আচরণ।

বিপ্পসীদন্তি—৮২; অতিশয় প্রসন্ন হন। অর্থাৎ অর্হত্ব লাভ করেন।

বিবেক—৭৫, ৮৭; বিচ্ছিন্নতা, নির্জনতা, নির্বাণ। কায়-বিবেক—গণবর্জন; লোকালয় হইতে দূরে বাস। চিত্ত-বিবেক—চিত্তের ক্লেশ-বর্জন। উপধি বিবেক—সংস্কার বর্জন, নির্বাণ। ত্রিবিধ বিবেক পরস্পরের পূরক ও পরিপোষক।

বিমোক্খো—৯২, ৯৩; বিমোক্ষ নির্বাণ। রাগ-দ্বেষ-মোহ-মুক্তি।

বিঞ্ঞানস্স নিরোধেন তণ্হাক্খয় বিমুত্তিনো,
পজ্জোতস্সেব নিব্বানং বিমোক্খো হোতি চেতসো।

(দীঃ নিঃ)

তৈলহীন প্রদীপ নির্বাণের ন্যায় তৃষ্ণাক্ষয় (হেতু) বিমুক্তের চরম বিজ্ঞান নিরোধের সহিত চিত্তের বিমোক্ষ হয়। ('অনিমিত্ত' দেখুন।)

সগ্গাপায়—৪২৩; স্বর্গ ও নরক; জীব স্থিতির স্তর

বিশেষ। 'বিশুদ্ধি মগ্‌গে' লোকচক্রবাল ৩১ স্তরে বিভক্ত হইয়াছে :—৪ অপায় ভূমি, ১ মনুষ্যলোক, ৬ দেবলোক, ১৬ সাকার ব্রহ্ম ও ৪ নিরাকার ব্রহ্মলোক। কর্মের তারতম্য হিসাবে ইহাতে জীবের জন্ম হয়, এবং সেই কর্ম ক্ষয় হইলে ভোগের সাথে ভোগীর ও জীবনাবসান ঘটে। সুতরাং উহাদের হইতে জীবের উদ্ধার ও পতন সম্ভব। এ ধর্মে অনন্ত স্বর্গ ও নরক স্বীকৃত নহে।

ন সব্ব কালিকা এতে বুদ্ধঘোসেন ভাসিতা,
যতো বিনস্‌সতি ভোগো সহেবেথ ভোগিনা।

সঙ্কস্‌সরং ব্রহ্মচরিয়ং—৩১২ ; শঙ্কা-স্মরণীয়। 'সঙ্কায় সরিতব্বং অত্তনো আসঙ্কাহি সরিতং।' সভয় স্মরণীয়, স্বীয় আশঙ্কার সহিত স্মৃত অর্থাৎ যাহা স্মরণ করিলে ত্রুটী-বিচ্যুতির জন্য মনে আশঙ্কা জন্মে তদ্রূপ ব্রহ্মচর্য।

সঙ্খাত-ধম্মানং—৭০ ধর্ম সংস্কৃত, আবিষ্কৃত, প্রত্যক্ষভূত হইয়াছে যাহাদের। অর্থাৎ যাহারা চতুর্বিধ আর্যসত্য উপলব্ধি করিয়াছেন, সেই আর্যদের। (অর্থকথা) সঙ্খত, সমবায়ে কৃত। প্রত্যয়োৎপন্ন ; তদ্বিপরীত 'অসঙ্খত' অসংস্কৃত, যাহা নির্বাণের নামান্তর। সঙ্খায়তি ক্রিয়াপদ হইতে নিষ্পন্ন 'সঙ্খাত' শব্দের

অর্থ সংখ্যা করা তুলনা করা, পরীক্ষা করা। সঙ্খাতুং ১৯৬= পরিমাণ করিতে।

সঙ্খার—সংস্কার; যাহা প্রত্যয় জাত, সমবায়ে উৎপন্ন; বহুবচনে 'সঙ্খারা'। প্রতীত্য সমুৎপাদে 'অবিজ্জা-পচ্চয়া সঙ্খারা—অবিদ্যা হইতে ভাল মন্দ সংস্কার বা কর্ম জাত হয়। সংস্কার স্কন্ধ বেদনা ও সংজ্ঞা ব্যতীত ৫০ প্রকার চৈতসিক। 'সব্বে সঙ্খারা অনিচ্চা' ২৭৭, 'সব্বে সঙ্খারা দুকখা' ২৭৮; এখানে নির্বাণ ব্যতীত বিশ্বের জড়-চেতন সমস্ত উপকরণ, যাহাতে কার্যকারণ প্রবাহ অটুট থাকে তাহাই সংস্কার।

সঙ্গ—৩৪২; বন্ধন, আসক্তি। "উভো সঙ্গং" ৪১২—পাপ-পুণ্য উভয় পুনঃ জন্মের ও অনিয়ত গতির কারণ সুতরাং বন্ধন। পঞ্চসঙ্গাতিগো ১৭০=রাগ, দ্বেষ, মোহ, মান ও দৃষ্টি এই পঞ্চ সঙ্গের (বন্ধনের) অতিক্রমকারী।

সঙ্ঘ—দল, গণ, সমূহ। "সঙ্ঘঞ্চ সরণো গতো" ১৯০ যিনি সঙ্ঘের শরণাগত, অর্থাৎ সঙ্ঘজীবন আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। 'সঙ্ঘগতা সতি' ২৯৮=আর্য সঙ্ঘের 'সুপ্রতিপন্ন' আদি গুণে নিযুক্ত স্মৃতি। ইহা সঙ্ঘানুস্মৃতি ভাবনা।

সঞ্ঞোজন—৩১, বন্ধন। দার্শনিক অর্থ 'যস্স সংবিজ্জন্তি

তং পুগ্গলং বট্টস্মিং সংযোজেন্তি (বন্ধন্তি)'তি সঞ্ঞোজনা;' যাহার নিকট এইসব মনোবৃত্তি বিদ্যমান তাহাকে সংসার-চক্রে যুক্ত করে, বন্ধন করে এই অর্থে সংযোজন। তন্মধ্যে সৎকায় দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত পরামর্শ, কামরাগ ও ব্যাপাদ নিম্ন-ভাগীয়; রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা উর্ধভাগীয়। স্রোতাপত্তি মার্গ দ্বারা প্রথম তিন সংযোজন সমুচ্ছেদ হয়, সকৃদাগামী মার্গ কামরাগ ও ব্যাপাদ ক্ষীণ করে, অনাগামী মার্গে উহারা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় এবং অর্হত্ব মার্গে অবশিষ্ট সংযোজন সমুচ্ছেদ হয়।

সদ্ধা—৩৩৩; শ্রদ্ধা, যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাস, অন্ধবিশ্বাস নহে। অস্সদ্ধো ৯৭—যিনি শ্রদ্ধার অতীত, অর্থাৎ প্রত্যক্ষদর্শী; অর্হৎ।

সন্নিচয়ো—৯২; সঞ্চয়; দ্বিবিধ সঞ্চয়—(১) ভোগ সম্পত্তি; (২) কুশলাকুশল কর্ম।

সমংচরেয্য—১৪২; শান্তভাবে জীবন যাপন করে।

সম্বোধি—৮৯; বোধি, লোকোত্তর মার্গজ্ঞান। বোধির সপ্ত অঙ্গ:—স্মৃতি, ধর্মবিচয় (প্রজ্ঞা), বীর্য, প্রীতি, প্রশান্তি সমাধি ও উপেক্ষা।

সম্মসতি—৩৭৪ ; সংমর্শন করে ; বার বার ভাবনা করা ; ক্রিয়াপদ। সম্মাসতি—সম্যক স্মৃতি, চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা.।

সম্মাপণিহিত—৪৩ ; দশ কুশল কর্মে নিযুক্ত :—দান, শীল, ভাবনা, সম্মান, সেবা, পুণ্যদান, পুণ্যানুমোদন, ধর্মশ্রবণ, ধর্মপ্রচার ও সম্যক্‌দৃষ্টি।

সহনুক্কম—৩৯৮ ; সহ + অনুক্কম ; বল্‌গা ; তৃষ্ণার অনুশয়াদি অনুচর। পলিঘ = অর্গল ; রূপকার্থে অবিদ্যা।

সহসা—২৫৬ ; প্রভাবিত হইয়া ; লোভ, দ্বেষ, মোহ ও ভয়ে বশীভূত হইয়া।

সার—১১ ; সত্য ; শীল, সমাধি প্রজ্ঞা, বিমুক্তি-জ্ঞান-দর্শন এবং পরমার্থ নির্বাণ। ইহা ব্যতীত সমস্তই অসার।

সেখো—৪৫ ; শৈক্ষ্য ; শিক্ষাব্রতী ; যিনি লোকোত্তর মার্গ লাভ করিয়াছেন, এখনও অধিশীল, অধিচিত, অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষায় রত। শৈক্ষ্য উপলব্ধি করেন 'যং কিঞ্চি সমুদয়ধম্মং সব্বং তং নিরোধধম্মং" যে পদার্থের উদয় আছে তাহার বিলয় অবশ্যম্ভাবী। অর্হতের শিক্ষা সমাপ্ত হয়, তখন তিনি অশৈক্ষ্য।

সোতাপত্তি—১৭৮ ; নির্বাণমুখী স্রোত প্রাপ্তির অবস্থা।

ত্রিবিধ সংযোজন সমুচ্ছেদ করিয়া স্রোতাপন্ন হয়। জীবন্মুক্তের প্রথম স্তর।

হংস—৯১, হাঁস। আদিচ্চ পথে ১৭৫, আদিত্য পথে। ভগবদ্‌গীতায় মুক্ত পুরুষকে হংস বলা হইয়াছে। তিনি দেহান্তে সূর্যলোকে গমন করেন আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন না। ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত আছে, মন কর্মমুক্ত হইলে সূর্যলোক প্রাপ্ত হয়।

হতাবকাসো—৯৭; যাহার পাপ-পুণ্য সর্ববিধ কর্মোৎপত্তির অবকাশ (সুযোগ) হত হইয়াছে।

হিরী—হ্রী; লজ্জা, শ্লীলতা। হিরীনিসেধো ১৪৩=হিরী হইয়াছে নিষেধ অর্থাৎ বাধা যার। হিরীমতা ২৪৫—কুকর্মে লজ্জাশীল। আত্ম-মর্যাদা জ্ঞান বলে যিনি কুকর্মে বিরত, তিনিই হ্রীমান বা লজ্জাশীল।

হুতং—১০৮; আহুতি। কর্ম ও কর্মফলে শ্রদ্ধাদ্বারা অতিথিকে কিম্বা অন্য উপায়ে যাহা উৎসর্গিত। (অর্থকথা)

হুরং—২০; অন্যত্র; অন্য জীবনে। হুরাহুরং ৩৩৪ জন্ম হইতে জন্মান্তরে।

—

গাথা সূচী
[বর্ণানুক্রমিক]

অকক্কসং বিঞ্ঞাপনিং ৪০৮
অকতং দুক্কতং ৩১৪
অক্কোচ্ছি মং ৩,৪
অক্কোধনং বতবন্তং ৪০০
অক্কোধেন জিনে ২২৩
অক্কোসংবধবন্ধংচ ৩৯৯
অচরিত্বা ব্রহ্মচরিয়ং ১৫৫, ১৫৬
অচিরং বত' য়ং ৪১
অঞ্ঞাহি লাভূপনিসা ৭৫
অট্ঠীনং নগরং ১৫০
অত্তদত্থং পরত্থেন ১৬৬
অত্তনা চোদয়ত্তানং ৩৭৯
অত্তনা'ব কতংপাপং ১৬১, ১৬৫
অত্তানঞ্চে তথাকয়িরা ১৫৯
অত্তানঞ্চে পিয়ং জঞ্ঞা ১৫৭
অত্তানমে'ব পঠমং ১৫৮
অত্তা হবে জিতং সেয়্যো ১০৪
অত্তাহি অত্তনো ৩৮০, ১৬০
অত্থম্হি জাতম্হি ৩৩১
অথ পাপানি ১৩৬
অথব'স্স অগারানি ১৪০
অনবট্ঠিত চিত্তস্স ৩৮
অনবস্সুত চিত্তস্স ৩৯
অনিক্কসাবো কাসাবং ৯
অনুপুব্বেন মেধাবী ২৩৯
অনুপবাদো ১৮৯
অনেক জাতি সংসারং ১৫৩
অন্ধভূতো অয়ং লোকো ১৭৪
অপি দিব্বেসু কামেসু ১৮৭
অপুঞ্ঞ লাভো চ ৩১০
অপ্পকা তে মনুস্সেসু ৮৫
অপ্পমত্তো অয়ংগন্ধো ৫৬
অপ্পমত্ত পমত্তেসু ২৯
অপ্পমাদরতা হোথ ৩২৭

অপ্পমাদরতো ভিক্খু ৩১, ৩২
অপ্পমাদেন মঘবা ৩০
অপ্পমাদো অমতপদং ২১
অপ্পম্পি চে সহিতং ২০
অপ্পলাভো পি চে ভিক্খু ৩৬৬
অপ্পসুস্তা'য়ং পুরিসো ১৫২
অভয়ে চ ভয়দস্সিনো ৩১৭
অভিথরেথ কল্যাণে ১১৬
অভিবাদনসীলস্স ১০৯
অভূতবাদী নিরয়ং উপেতি ৩০৬
অয়সা'ব মলং সমুট্‌ঠিতং ২৪০
অযোগে যুঞ্জমত্তানং ২০৯
অলঙ্কতো চেপি ১৪২
অলজ্জিতায়ে লজ্জন্তি ৩১৬
অবজ্জে বজ্জ মতিনো ৩১৮
অবিরুদ্ধং বিরুদ্ধেসু ৪০৬
অসজ্ঝায়মলা মন্তা ২৪১
অসতং ভাবনমিচ্ছেয্য ৭৩
অসংসট্‌ঠং গহট্‌ঠেহি ৪০৪
অসারে সারমতিনো ১১
অসাহসেন ধম্মেন ২৫৭
অসুভানুপস্সিং ৮
অস্সদ্ধো অকতঞ্‌ঞূ ৯৭
অস্সো যথা ভদ্রো ১৪৪
অহং নাগো'ব সঙ্গামে ৩২০
অহিংসকা যে মুনয়ো ২২৫
আকাসে চ পদংনত্থি ২৫৪, ২৫৫
আরোগ্য পরমা লাভা ২০৪
আসা যস্স ৪১০
ইদং পুরে চিত্তমচারি ৩২৬
ইধ তপ্পতি ১৭
ইধ নন্দতি ১৮
ইধ মোদতি ১৬
ইধ বস্সং ২৮৬
ইধ সোচতি ১৫
উচ্ছিন্দ সিনেহমত্তনো ২৮৫

উট্‌ঠান কালম্‌হি ২৮০
উট্‌ঠানবতো সতিমতো ২৪
উট্‌ঠানেন'প্পমাদেন ২৫
উত্তিট্‌ঠে নপ্পমজ্জেয্য ১৬৮
উদকংহি ৮০, ১৪৫
উপনীতবয়ো ২৩৭
উয্যুঞ্জন্তি সতীমন্তো ৯১
উসভং পবরং বীরং ৪২২
একং ধম্মং অতীতস্‌স ১৭৬
একস্‌স চরিতং সেয়্যো ৩৩০
একাসনং একসেয্যং ৩০৫
এতং খো সরণং খেমং ১৯২
এতং দল্‌হং বন্ধনমাহু ৩৪৬
এতমত্থবসং ঞত্বা ২৮৯
এতং বিসেসতো ঞত্বা ২২
এতং হি তুম্‌হে পটিপন্না ২৭৫
এথ পস্‌সথিমং লোকং ১৭১
এবংভো পুরিস, জানাহি ২৪৮
এবং সঙ্খারভূতেসু ৫৯
এসোব মগ্‌গো ২৭৪
ওবদেয়্যানুসাসেয়্য ৭৭
কণ্‌হং ধম্মং বিপ্পহায় ৮৭
করিরাচে কয়িরাথেনং ৩১৩
কামতো জায়তে সোকো ২১৫
কায়প্পকোপং রক্‌খেয়্য ২৩১
কায়েন সংবরো সাধু ৩৬১
কায়েন সংবুতা ধীরা ২৩৪
কাসাবকণ্ঠা বহবো ৩০৭
কিচ্ছো মনুস্‌সপটিলাভো ১৮২
কিং তে জটাহি ৩৯৪
কুম্ভূপমং কায়মিমং ৪০
কুসো যথা দুগ্‌গহিতো ৩১১
কো ইমং পঠবিং ৪৪
কোধং জহে ২২১
কো নু হাসো ১৪৬
খন্তী পরমং তপো ১৮৪

গতদ্ধিনো বিসোকস্স	৯০	জীরন্তি বে রাজরথা	১৫১
গচ্ছমেকে উপ্পজ্জন্তি	১২৬	ঝায় ভিক্খু	৩৭১
গম্ভীর পঞ্‌ঞং মেধাবীং	৪০৩	ঝায়িং বিরজমাসীনং	৩৮৬
গহকারক, দিট্ঠোসি	১৫৪	তঞ্চ কম্মং কতং সাধু	৬৮
গামে বা যদি বা	৯৮	তণ্‌হায় জায়তে সোকো	২১৬
চক্খুনা সংবরো সাধু	৩৬০	ততো মলা মলতরং	২৪৩
চত্তারি ঠানানি	৩০৯	তত্রাভিরতিমিচ্ছেয়্য	৮৮
চন্দনং তগরং	৫৫	তত্রায়মাদি ভবতি	৩৭৫
চন্দং'ব বিমলং	৪১৩	তথেব কত পুঞ্‌ঞম্পি	২২০
চরঞ্চে নাধিগচ্ছেয়্য	৬১	তং পুত্ত-পসুসম্মত্তং	২৮৭
চরন্তি বালা দুম্মেধা	৬৬	তং বো বদামি	৩৩৭
চিরপ্পবাসিং	২১৯	তসিণায় পুরক্খতা	৩৪২, ৩৪৩
চুতিং যো বেদি	৪১৯	তস্মা পিয়ং ন কয়িরথা	২১১
ছন্দজাতো অনক্খাতে	২১৬	তস্মা হি ধীরঞ্চ পঞ্‌ঞঞ্চ	২০৮
ছিন্দসোতং পরক্কম্ম	৩৮৩	তিণদোসানি	৩৫৬—৫৯
ছেত্বা নন্দিং	৩৯৮	তুম্হে হি কিচ্চং আতপ্পং	২৭৬
জয়ং বেরং পসবতি	২০১	তে ঝায়িনো সাততিকা	২৩
জিঘচ্ছা পরমা রোগা	২০৩	তে তাদিসে পূজয়তো	১৯৬

তেসং সম্পন্নসীলানং ৫৭
দদাতি বে যথা সদ্ধং ২৪৯
দন্তং নয়ন্তি সমিতিং ৩২১
দিবা তপতি আদিচ্চো ৩৮৭
দিসো দিসং যন্তং কয়িরা ৪২
দীঘা জাগরতো রত্তি ৬০
দুক্খং দুক্খসমুপ্পাদং ১৯১
দুন্নিগ্‌গহস্‌স লহুনো ৩৫
দুপ্পব্বজ্জং দুরভিরমং ৩০২
দুল্লভো পুরিসাজঞ্‌ঞো ১৯৩
দূরঙ্গমং একচরং ৩৭
দূরে সন্তো পকাসেন্তি ৩০৪
ধনপালো নাম কুঞ্জরো ৩২৪
ধম্মং চরে ১৬৯
ধম্মপীতি ৭৯
ধম্মারামো ৩৬৪
ন অত্তহেতু ৮৪
ন অন্তলিক্‌খে ১২৭, ১২৮
ন কহাপণ ১৮৬
নগরং যথাপচ্চন্তং ৩১৫
ন চাহং ব্রাহ্মণং ৩৯৬
ন চাহু ন চ ভবিস্‌সতি ২২৮
ন জটাহি ন গোত্তেহি ৩৯৩
ন তং কম্মং কতং সাধু ৬৭
ন তং দল্‌হং বন্ধনমাহু ৩৪৫
ন তং মাতা-পিতা কয়িরা ৪৩
ন তাবতা ধম্মধরো ২৫৯
ন তেন অরিয়ো হোতি ২৭০
ন তেন পণ্ডিতো হোতি ২৫৮
ন তেন ভিক্‌খু সো হোতি ২৬৬
ন তেন হোতি ধম্মট্‌ঠো ২৫৬
নত্থি ঝানং অপঞ্‌ঞস্‌স ৩৭২
নত্থি রাগসমো অগ্‌গি ২০২, ২৫১
ন নগ্‌গচরিয়া ১৪১
ন পরেসং বিলোমানি ৫০

ন পুপ্‌ফগন্ধো	৫৪
ন ব্রাহ্মণস্‌স পহরেয়্য	৩৮৯
ন ব্রাহ্মণস্‌সেতদকিঞ্চি	৩৯০
ন ভজে পাপকে	৭৮
ন মুণ্ডকেন	২৬৪
ন মোনেন মুনি	২৬৮
ন বাক্করণমত্তেন	২৬২
ন বে কদরিয়া	১৭৭
ন সন্তিপুত্তা	২৮৮
ন সীলব্বতমত্তেন	২৭১
ন হি এতেহি যানেহি	৩২৩
ন হি পাপং	৭১
ন হি বেরেন	৫
নিট্‌ঠং গতো	৩৫১
নিধায় দণ্ডং	৪০৫
নিধীনং'ব পবত্তারং	৭৬
নেক্‌খং জম্বোনস্‌সেব	২৩০
নেতং খো সরণং	১৮০
নেব দেবো ন গন্ধব্বো	১৫৫
নো চ লভেথ নিপকং	৩২৯
পঞ্চ ছিন্দে	৩৭০
পটিসন্থারবুত্তস্‌স	৩৭৬
পঠবীসমো নো বিরুজ্‌ঝতি	৯৫
পণ্ডু পলাসো'ব	২৩৫
পথব্যা একরজ্জেন	১৭৮
পমাদং অপ্পমাদেন	২৮
পমাদমনুযুঞ্জন্তি	২৬
পরদুক্‌খূপদানেন	২৯১
পরবজ্জানুপস্‌সিস্‌স	২৫৩
পরিজিণ্ণমিদং রূপং	১৪৮
পরে চ ন বিজানন্তি	৬
পবিবেকরসং পীত্বা	২০৫
পংসুকূলধরং জন্তুং	৩৯৫
পস্‌স চিত্তকতং বিম্বং	১৪৭
পাণিম্‌হি চে বনো	১২৪
পাপঞ্চে পুরিসো	১১৭

পাপানি পরিবজ্জেতি ২৬৯
পাপোপি পস্সতি ভদ্রং ১১৯
পামোজ্জ বহুলো ভিক্খু ৩৮১
পিয়তো জায়তে সোকো ২১২
পুঞ্ঞঞ্চে পুরিসো কয়িরা ১১৮
পুত্তামত্থি ধনম্মত্থি ৬২
পুপ্ফানি হেব পচিনন্তং ৪৭,৪৮
পুব্বেনিবাসং যো বেদি ৪২৩
পূজারহে পূজয়তো ১৯৫
পেমতো জায়তে সোকো ২১৩
পোরাণমেতং অতুল ২২৭
ফন্দনং চপলং চিত্তং ৩৩
ফুসামি নেক্খম্মসুখং ২৭২
ফেণূপমং কায়মিমং ৪৬
ভদ্দোপি পস্সতি পাপং ১২০
মগ্গানট্ঠঙ্গিকো সেট্ঠো ২৭৩
মত্তাসুখপরিচ্চাগা ২৯০
মধু'ব মঞ্ঞতি ৬৯
মনুজস্স পমত্তচারিনো ৩৩৪
মনোপকোপং রক্খেয্য ২৩৩
মনো পুব্বঙ্গমা ধম্মা ১, ২
মমেব কত মঞ্ঞন্তু ৭৪
মলিত্থিয়া দুচ্চরিতং ২৪২
মাতরং পিতরং হন্ত্বা ২৯৪, ২৯৫
মা পমাদ মনুযুঞ্জেথ ২৭
মা পিয়েহি সমাগঞ্ছি ২১০
মা'বমঞ্ঞেথ পাপস্স ১২১
মা'বমঞ্ঞেথ পুঞ্ঞস্স ১২২
মা' বোচ ফরুসং ১৩৩
মাসে মাসে কুসগ্গেন ৭০
মাসে মাসে সহস্সেন ১০৬
মিদ্ধী যদা হোতি ৩২৫
মুঞ্চ পুরে ৩৪৮
মুহুত্তমপি ৬৫
মেত্তাবিহারী ৩৬৮
যং এসা সহতি জম্মী ৩৩৫

যং কিঞ্চি যিট্ঠং	১০৮	যস্স অচ্চন্তদুস্সীলং	১৬২
যং কিঞ্চি সিথিলং কম্মং	৩১২	যস্স কায়েন	৩৯১
যঞ্চে বিঞ্ঞ্ঞূ পসংসন্তি	২২৯	যস্স গতিং	৪২০
যতো যতো সম্মসতি	৩৭৪	যস্স চেতং সমুচ্ছিন্নং ২৫০,	২৬৩
যথাগারং দুচ্ছন্নং	১৩	যসস্ ছত্তিংসতি সোতা	৩৩৯
যথাগারং সুচ্ছন্নং	১৪	যস্স জালিনী	১৮০
যথা দণ্ডেন গোপালো	১৩৫	যস্স জিতং	১৭৯
যথাপি পুপ্ফরাসিম্হা	৫৩	যস্স পাপং	১৭৩
যথা পি ভমরো	৪৯	যস্স পারং অপারং	৩৮৫
যথা পি মূলে	৩৩৮	যস্স পুরে চ	৪২১
যথা পি রহদো	৮২	যস্স রাগো চ	৪০৭
যথা চি রুচিরং	৫১, ৫২	যস্সালয়া নবিজ্জন্তি	৪১১
যথা বুব্বুলকং	১৭০	যস্সাসবা	৯৩
যথা সঙ্কারধানস্মিং	৫৮	যস্সিন্দ্রিয়ানি	৯৪
যদা দ্বয়েসু ধম্মেসু	৩৮৪	যানি' মানি	১৪৯
যম্হা ধম্মং বিজানেয্য	৩৯২	যাবজীবম্পি	৬৪
যং হি কিচ্চং	২৯২	যাবদেব অনত্থায়	৭২
যম্হি সচ্চং চ	২৬১	যাবং হি বনথো	২৮৪

যে চ খো ৮৬
যে ঝান-পসুতা ১৮১
যে রাগ রত্তা ৩৪৭
যেসঞ্চ সুসমারদ্ধা ২৯৩
যেসং সন্নিচয়ো ৯২
যেসং সম্বোধি ৮৯
যো অপ্পদুট্ঠস্স ১২৫
যো ইমং পলিপথং ৪১৪
যোগা বে জায়তী ২৮২
যো চ গাথা ১০২
যো চ পুব্বে পমজ্জিত্বা ১৭২
যো চ বুদ্ধঞ্চ ১৯০
যো চ বন্তকসাব ১০
যো চ বস্সসতং জন্তু ১০৭
যো চ বস্সসতং জীবে ১১০-১৫
যো চ সমেতি ২৬৫
যো চেতং সহতী ৩৩৬
যো দণ্ডেন ১৩৭
যো দুক্খস্স ৪০২
যো' ধ কামে ৪১৫
যো' ধ তণ্হং ৪১৬
যো' ধ দীঘং ৪০৯
যো' ধ পুঞ্ঞঞ্চ ২৬৭, ৪১২
যো নিব্বনথো ৩৪৪
যো পাণমতি পাতেতি ২৪৬
যো বালো ৬৩
যো মুখসঞ্ঞতো ৩৬৩
যো বে উপ্পতিতং ২২২
যো সহস্সং ১০৩
যো সাসনং ১৬৪
যো হবে দহরো ৩৮২
রতিয়া জায়তে ২১৪
রমণীয়ানি অরঞ্ঞানি ৯৯
রাজতো বা উপসগ্গং ১৩৯
বচী পকোপং ২৩২
বজ্জঞ্চ বজ্জতো ৩১৯

বনং ছিন্দথ	২৮৩	সদা জাগরমানানং	২২৬
বরং অস্সতরা দন্তা	৩২২	সদ্ধো সীলেন সম্পন্নো	৩০৩
বস্সিকা বিয়	৩৭৭	সন্তকায়ো	৩৭৮
বহুম্পি চে সহিতং	১৯	সন্তং তস্স মনং	৯৬
বহুং বে সরণং	১৮৮	সব্বত্থ বে সপ্পুরিসা	৮৩
বাচানুরক্খী	২৮১	সব্বদানং ধম্মদানং	৩৫৪
বাণিজো' ব	১২৩	সব্বপাপস্স অকরণং	১৮৩
বারিজো'ব	৩৪	সব্ব সঞ্ঞোজনং	৩৯৭
বারি পোক্খরপত্তে'ব	১৪১	সব্বসো নামরূপস্মিং	৩৬৭
বাল সঙ্গতচারী হি	২০৭	সব্বাভিভূ সব্ববিদূ	৩৫৩
বাহিতো পাপো	৩৮৮	সব্বে তসন্তি	১২৯, ১৩০
বিতক্কপমথিতস্স	৩৪৯	সব্বে ধম্মা অনত্তা	২৭৯
বিতক্কূপসমে চ	৩৫০	সব্বে সঙ্খারা	২৭৭, ২৭৮
বীত তন্হো অনাদানো	৩৫২	সরিতানি সিনেহিতানি	৩৪১
বেদনং ফরুসং	১৩৮	সলাভং নাতিমঞ্ঞেয্য	৩৬৫
সচে নেরেসি	১৩৪	সবন্তি সব্বধি	৩৪০
সচে লভেথ	৩২৮	সহস্সম্পি চে গাথা	১০১
সচ্চং ভণে	২২৪	সহস্সম্পি চে বাচা	১০০

সাধুদস্সনমরিয়ানং	২০৬	সুরামেরয়পানঞ্চ	২৪৭
সারঞ্চ সারতো	১২	সুসুখং বত	১৯৭—২০০
সিঞ্চ ভিক্খু	৩৬৯	সেখো পঠবিং	৪৫
সীলদস্সন সম্পন্নং	২১৭	সেয়্যো অয়ো	৩০৮
সুকরানি অসাধুনি	১৬৩	সেলো যথা	৮১
সুখ কামানি	১৩১,১৩২	সো করোহি	২৩৬, ২৩৮
সুখং যাব জরা সীলং	৩৩৩	হত্থসঞ্ঞতো	৩৬২
সুখা মত্তেয়্যতা	৩৩২	হনন্তি ভোগা	৩৫৫
সুখো বুদ্ধানমুপ্পাদো	১৯৪	হংসাদিচ্চ পথে	১৭৫
সুজীবং অহিরীকেন	২৪৪	হিত্বা মানুসকং	৪১৭
সুঞ্ঞাগারং	৩৭৩	হিত্বা রতিং	৪১৮
সুদস্সং	২৫২	হিরীনিসেধো	১৪৩
সুদুদ্দসং	৩৬	হিরীমতা চ	২৪৫
সুভানুপস্সিং	৭	হীনং ধম্মং	১৬৭

দুইখানি উপাদেয় গ্রন্থ

আচার্য শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির সঙ্কলিত।

১। **ভক্তিশতকম্‌**—(বঙ্গানুবাদ) মূল্য ছয় আনা।

বাংলার বরেন্দ্র ভূমির কৃতী সন্তান রামচন্দ্র কবি ভারতী পঞ্চদশ শতাব্দীতে সিংহলে গিয়া বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং তথায় এই অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা ভক্তি ও জ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয়।

২। **সত্য-দর্শন**—মূল্য তিন টাকা।

তুলনামূলক দার্শনিক আলোচনা। ইহাতে বৈরাগ্যজ্ঞান, ঈশ্বর, জগৎ ও জীব, আত্মা ও অনাত্মা, মধ্যপথ, কর্ম, নির্বাণমুক্তি প্রভৃতি গভীর তত্ত্ব প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

অভিমত :—"বৌদ্ধধর্ম ভারতীয় সংস্কৃতি হইতেই উদ্ভূত; কিন্তু ভারতের বিশাল হিন্দু সমাজ বৌদ্ধধর্মের সহিত নিজেদের ধর্ম এবং সংস্কৃতির সম্পর্ক সম্বন্ধে বিশেষভাবে পরিচিত নহেন। আলোচ্য গ্রন্থখানি এই অভাব দূর করিতে সাহায্য করিবে।"...

—**দেশ** ২২৩-৫৩

"এই তত্ত্বগ্রন্থে বৌদ্ধধর্মের স্বরূপ সাধনপ্রণালী এবং সাধনের পরিণাম বিষয়ে অতি সুন্দর দার্শনিক আলোচনা আছে। এক

কথায় বলিতে গেলে বাংলা ভাষায় এ ধরণের সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ পুস্তক আর প্রকাশিত হয় নাই"।...   —**যুগান্তর**

"সত্য' যাচাই করিবার জন্য গ্রন্থকার বহু তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন, যাঁহারা জ্ঞান মার্গে 'সত্য' লাভ করিতে চাহেন—তাঁহাদের সকলেরই পক্ষে 'সত্যদর্শন' পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।"

—**জনসেবক**

"আলোচ্য গ্রন্থে বৌদ্ধ দর্শনের প্রত্যেকটি বিষয়ের বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। বলাবাহুল্য, বিষয়গুলি যেমন সূক্ষ্ম, তেমনি গভীর। গ্রন্থকার পালিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং একজন সাধক। অন্যান্য দর্শন সম্বন্ধেও তিনি অভিজ্ঞ।...ডাঃ নলিনাক্ষ দত্ত গ্রন্থের যে ভূমিকাটি রচনা করিয়াছেন, তাহা যথার্থই মূল্যবান ও গভীর।"   —**আনন্দবাজার** ২৮১-৫৩

Maha Bodhi, Amrita Bazar Patrika প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ইংরেজী পত্রিকায় উচ্চ প্রশংসিত।

প্রাপ্তিস্থান :—**শ্রীধর্মাধার মহাস্থবির**, অধ্যক্ষ

নালন্দা বিদ্যাভবন

১, বুদ্ধিষ্ট টেম্পল ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-১২